উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,১০১.৩২ (+৩১৪.০২)

নিফটি : ২৪,৮৬৮.৬০ (+৯৫.৪৫)

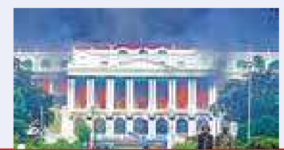

নেপালে নৈরাজ্য » ৭

পুজোর আগে রাজ্যে শা
প্রধানমন্ত্রীর সফরের এক সপ্তাহ পরই রাজ্যে আসছেন অমিত শা। সব ঠিকঠাক থাকলে মহালয়ার পরের দিন ২২ তারিখ কলকাতায় পৌঁছোবেন তিনি। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৭°	২৬°

নয়া উপরাষ্ট্রপতি হলেন রাধাকৃষ্ণান » ৮

২৪ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 10 September 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 114

বধ্যভূমি বুদ্ধের দেশ

এ যেন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। ঠিক যেভাবে হাসিনার পতন ঘটেছিল ঢাকায়, ঠিক সেভাবেই ওলি সরকারের পতন ঘটল নেপালে। যে কোনও মুহূর্তে দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন তিনি। গন্তব্য হতে পারে দুবাই।

যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে

- প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির ইস্তফা চেয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষোভ কাঠমান্ডুতে
- 'কেপি চোর, দেশ ছোড়' স্লোগানে মুখরিত রাজপথ
- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল 'প্রচণ্ড'-র বাসভবনে চড়াও বিক্ষোভকারীরা। ভাঙচুর বাড়ি

- উত্তেজিত জনতা আগুন ধরায় প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েলের বাসভবনে
- জেন জেডের বিক্ষোভের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ওলির
- দুপুরে নেপালের সুপ্রিম কোর্টে ভাঙচুর
- আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় নেপালের সংসদ ভবনে
- উপপ্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌড়েলকে রাস্তায় তাড়া করে পেটায় বিক্ষুব্ধ জনতা
- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং বিদেশমন্ত্রী আরজু রানাও বিক্ষোভকারীদের হাতে মার খেয়েছেন
- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের বাড়িতেও আগুন। পুড়ে মৃত্যু হল ঝালানাথের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকরের
- সন্ধ্যায় কাঠমান্ডু পোস্টের বিল্ডিংয়ে আগুন ধরায় উত্তেজিত জনতা
- নেপালের ধনগড়ি জেলে হানা বিক্ষোভকারীদের। পালাল বন্দিরা

বিদ্রোহের চাপে ওলির ইস্তফায় নেপালে নৈরাজ্য

নিউজ ব্যুরো

৯ সেপ্টেম্বর : মাত্র দেড় দিনের বিদ্রোহ। তাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল নেপালের সরকার। চিনা ঘনিষ্ঠতা যতই থাক, ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। পদত্যাগ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েলও। বিক্ষোভের চাপে সোমবার গভীর রাতে ২৬টি সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল ওলি'র সরকার। তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

বরং মঙ্গলবার সকাল হতেই আরও আক্রমণাত্মক হয় তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা কাঠমান্ডুতে। ভাঙচুর চলে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাসভবনে। নতুন করে আক্রান্ত হয় সংসদ ভবন। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) এক পড়ুয়ার লাথি খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েছেন নেপালের সদ্যপ্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বিষ্ণুপ্রসাদ পৌড়েল।

গণপ্রহারে রক্তাক্ত হয়েছেন সদ্য পদত্যাগী বিদেশমন্ত্রী আরজু রানা দেউবা। মার খেয়েছেন তাঁর স্বামী তথা নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা। বিক্ষোভকারীদের লাগানো আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকরের। ছাই হয়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বাসভবনও। আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দাহাল ওরফে প্রচণ্ডের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। তাণ্ডব থেকে রেহাই পায়নি নেপালি কংগ্রেস ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির সদর কার্যালয়গুলি।

পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে পুলিশ। কোথাও কোথাও পুলিশকেই তাড়া করে উত্তেজিত জনতা। সেই পরিস্থিতিতে আচমকাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় সেনাবাহিনী।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষোভের আগুনে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির ছবি ছুড়ে দিচ্ছেন এক বিক্ষোভকারী। নেপালের সিংহ দরবারে (উপরে)। পুলিশের ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরে স্লোগানে মুখরিত আরেক বিক্ষোভকারী। কাঠমান্ডুতে।

ছাত্রীদের গুলি, ধর্ষণ মহিলাদের

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর : নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েছেন কেপি শর্মা ওলি। তবে চিন ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই তথ্য ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। একাধিক ভিডিও ফুটেজে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে সেনা-পুলিশকে গুলি চালাতে দেখা গিয়েছে। একটি ফুটেজে একজন মহিলা চিকিৎসক দাবি করেছেন, পুলিশকর্মীরা হাসপাতালে ঢুকে আহত বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছে। ওই চিকিৎসক চিৎকার করে বলেন, 'হাসপাতাল একটি নিরাপদ জায়গা, ওরা কীভাবে হাসপাতালের ভেতরে গুলি চালাতে পারে?'

এরপর দশের পাতায়

রাস্তায় বেরোতেই সেনা বলল ঘরে ঢুকে যেতে

নিরঞ্জন মণ্ডল
(দিনহাটার বাসিন্দা, থাকেন নেপালের ভদ্রপুরে)

দিনহাটা পুঁটিমারি এলাকায় আমার নিজের গ্যারাজ রয়েছে। তবে সেভাবে না চলায় নেপালে শ্বশুরবাড়ি সূত্রে প্রস্তাব আসে সেখানে একটি গ্যারাজ খোলার। সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নয়দিন আগে দিনহাটা থেকে নেপাল রওনা হয়েছিলাম। সেখানে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা নেপালের ভদ্রপুরে থাকা শ্বশুরবাড়িতে উঠি। সেখান থেকেই গ্যারাজ খোলার কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলাম। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। তবে সব যেন এক লহমায় ওলটপালট হয়ে গেল গত তিনদিনে। সময় যত কাটছে বিদ্রোহের আঁচ ততই বাড়ছে। আগে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর রাজপথে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন সেই বিদ্রোহের আঁচ এসে পড়েছে অন্য জায়গাতেও। সিল করে দেওয়া হয়েছে নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। ফোনের টাওয়ার থাকছে না। দিনহাটায় বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। বাড়িতে স্ত্রী আর দুই মেয়ের সঙ্গে কথা না বলতে পারায় খুব টেনশনে রয়েছি।

বিদ্রোহীরা ভদ্রপুরের নগরপালিকা অফিসে এদিন সকালেই আগুন লাগিয়ে দেয়। ওরা এতটাই হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে যে, অফিসের কাছে থাকা

এরপর দশের পাতায়

বেসরকারি হাতে যাচ্ছে বালির নিয়ন্ত্রণ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : বালি-পাথর পাচার বন্ধে এবার জেলায় জেলায় নজরদারি চালানোর দায়িত্ব যাচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় চেকপোস্ট বানিয়ে সেই কাজ করবেন বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরা। শুধু বালিবোঝাই ট্রাকের নথিপত্র যাচাই করাই নয়, জরিমানা করার ক্ষমতাও দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থাকে। কাগজে-কলমে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে বলা হবে 'চেক পয়েন্ট অপারেটর'। ইতিমধ্যেই অপারেটর নিযুক্ত করার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ওয়েস্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএমডিটিসিএল)। ২০ অগাস্ট ছিল অনলাইন টেন্ডারে অংশগ্রহণের শেষ দিন। কর্পোরেশন সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ১৭টি জেলায় একজন করে অপারেটর নিযুক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ১৭টি চেকপোস্ট তৈরি হবে। পরবর্তী সময়ে অপারেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই তৈরি হবে চেকপোস্ট।

রাজ্যজুড়েই বাড়ছে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একসঙ্গে বেশ কয়েকজন বালি মাফিয়ার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বর্ষাতেও দেদারে লুট হচ্ছে বালি। প্রশাসন, পুলিশের নাকের ডগায় সবটা হলেও তেমন কোনও পদক্ষেপই হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বেআইনি বালির কারবার বন্ধে জেলায় জেলায় চেক পয়েন্ট অপারেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন প্রশাসনের কর্তারা। জেলার কোথায় চেক পয়েন্ট হবে, কীভাবে তা পরিচালিত হবে সেই বিষয়ে তদারকি করবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্যান্ড কমিটি (ডিএলএসই)। মূলত জেলা শাসক বা জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকই সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রধান হয়ে থাকেন।

তবে বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও কথা বলতে চাইছেন না কর্পোরেশনের আধিকারিকরা। কলকাতা সূত্রের খবর, গোটা প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে জেলা প্রশাসনের কর্তাদেরও বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে স্পষ্ট করে কেউই কিছু বলতে রাজি নন। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা জানিয়েছেন তিনি ওই বিষয়ে কিছুই জানেন না। একই বক্তব্য কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং জেলা ভূমি সংস্কার আধিকারিক হিমাদ্রি সরকারেরও। উত্তর দিনাজপুরের ডিএলএসই-র দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি আগরওয়াল তো প্রশ্ন শুনেই 'ব্যস্ত আছি' এরপর দশের পাতায়

যেমন ভাবনা

- ১৭টি জেলায় নিযুক্ত হচ্ছে 'চেক পয়েন্ট অপারেটর'
- অপারেটরদের তদারকি করবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্যান্ড কমিটি
- চেকপোস্ট বানিয়ে নথি যাচাই ও জরিমানা করবেন অপারেটর
- প্রাথমিকভাবে অপারেটরদের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি হবে ডব্লিউবিএমডিটিসিএল-এর
- অপারেটর নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে
- তিনটি আর্থিক বর্ষে ১০০ কোটি টাকার টার্নওভার থাকলে তবেই টেন্ডারে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে

চোখের সামনে জ্বলল থানা

মহম্মদ হাসিম

কাঁকরভিটা, ৯ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালেও পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদীর ওপর সেতুটা লোকের ভিড়ে গমগম করছিল। টোটোর সারিতে পা রাখার জায়গা ছিল না। এমনই বলছিলেন পানিট্যাঙ্কির ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার শুনসান ব্রিজটা কেমন যেন ভূতুড়ে লাগছিল। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে কাঁকরভিটা থানা আর ভানসার (শুল্ক অফিস) চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলতে দেখব, তা তখনও ভাবতে পারিনি।

সেতুর আগেই শুল্ক দপ্তরের কর্মীরাও চেয়ারে বসেছিলেন। দুই-একটি গাড়ি নেপালে গেলেও প্রচুর নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে। শুল্ক বিভাগ আর এসএসবি'র নিরাপত্তাবলয় পেরিয়ে নেপালে যেতে হচ্ছে। নেপাল থেকে কোনও গাড়িঘোড়াই ভারতের দিকে আসছে না।

এসএসবি-কে ভোটার কার্ড দেখিয়ে পুরোনো সেতু দিয়ে নেপালের দিকে এগোতেই চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা। নেপালের দিকে সেতুর উপর যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সোভিম তামাং। কাঁকরভিটার বাসিন্দা। টোটোতে উঠে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'গতকাল রাত থেকেই বিরতা মোড়ে ঝামেলা শুরু হয়েছে। গুলি চলেছে আন্দোলনকারীদের উপর। কাঁকরভিটার মূল সড়ক আটকে দেওয়া হয়েছে। জানি না আগামীদিনে কী হবে।'

সেতু পেরিয়ে নেপালের কাঁকরভিটা শহরে ঢুকে পুলিশের দেখা মিলল না। এমনি দিনে প্রচুর নজরদারি এবং নথিপত্র যাচাই করা হলেও এদিন সেখানে কেউ দেখার নেই। পুলিশের বেশ কয়েকটি দল ব্যারিকেড করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। কাঁকরভিটা বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে দেখি এলাকা জনশূন্য। টায়ার, বড় বড় পাথর দিয়ে জাতীয় সড়ক আটকে দেওয়া হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

শুনসান পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত। মঙ্গলবার।

মা আসছেন
১৮
দিন পর

মাদক হাতে সটান আদালতে, পরে ধৃত

ঘাগু অপরাধী বোধহয় একেই বলে। মাদক পাচার নিয়ে মামলার শুনানিতে আদালতে হাজিরা দিলেন হাতের ব্যাগে মাদক নিয়েই। জয়গাঁর বাসিন্দা এই তরুণকে পরে অবশ্য হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : সকাল সকাল মালদা থেকে এসে পৌঁছেছেন আলিপুরদুয়ারে। তারপর আদালতে একটু কাজ ছিল। সেই কাজ সেরে জয়গাঁর বাস ধরার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু শেষমুহূর্তে পুলিশের অভিযান ভেস্তে দিল সবকিছু। ধরা পড়ে গেলেন মাদক পাচারকারী কুলদীপ পোদ্দার। তাঁর কাছ থেকে খুব বেশি পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। তবে পুলিশকে যেটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সেটা হল, এই ঘাগু অপরাধীর ঠান্ডা মাথা। মালদায় তিনি গিয়েছিলেন মাদক আনতে। সেই মাদকের প্যাকেট সঙ্গে নিয়েই দিব্যি বুক চিতিয়ে আলিপুরদুয়ার আদালতে হাজিরা দিয়ে এসেছেন একটি পুরোনো মামলায়।

আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ সূত্রে খবর, কুলদীপ জয়গাঁর ইলিয়াসনগরের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে এদিন প্রায় ৪৭ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের খাতায় এর আগেও বছর ছাব্বিশের কুলদীপের নাম উঠেছে। এর আগেও মাদক পাচারের মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। তবে তাঁর নামে এর আগে মাদক পাচারের মামলা হলেও সেসবে খুব একটা পাত্তা দেন না তিনি। তাঁর মাদকের কারবার চলছেই। মঙ্গলবার তো তিনি মাদক পাচারের একটি মামলাতে হাজিরা দিতেই আদালতে গিয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, কুলদীপ সম্প্রতি মালদা গিয়েছিলেন তাঁর এই মাদকের কারবারের দৌলতেই। মালদা থেকে এদিন সকালে ট্রেনে চড়ে আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছান তিনি। তারপর আলিপুরদুয়ার আদালতে এনডিপিএসের (মাদক সংক্রান্ত) একটি পুরোনো মামলার শুনানি ছিল। তাই আদালতে যান কুলদীপ। আদালত চত্বরে তো পুলিশ থাকেই। কিন্তু কেউ যে মাদকের প্যাকেট হাতে নিয়ে মাদক পাচারের মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে পারে, তা বোধহয় তাঁরা ভাবতেও পারেননি। তাই সেখানে কেউ কুলদীপকে তল্লাশিও করেননি। মাদক সঙ্গে থাকলেও দিব্যি পার পেয়ে যান তিনি।

আদালত থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিএফ রোডের উপর এসে দাঁড়ান। বাসে চড়ার চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ ততক্ষণে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গিয়েছে। বাস দাঁড় করিয়ে তাঁকে আটক করে প্রথমে।

এরপর দশের পাতায়

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করার পর এলাকায় জটলা। আলিপুরদুয়ারে।

সরকারি দিঘির পাশে গাছ লোপাট

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : যেখানে সরকারি উদ্যোগে বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেই গাছ কেটে সাফ করে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এমন ঘটনা ঘটেছে ফালাকাটা শহরে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে ফালাকাটা পুর কর্তৃপক্ষ।

বাগানবাড়িতে সরকারি দিঘির পাড়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে পুরসভা। কিছু গাছও লাগানো হয়েছে ইতিমধ্যে। সম্প্রতি সেই গাছ পরিচর্যা করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে পুরসভার কর্মীদের। ওই দিঘির পাড় এবং পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তার দু'পাশে লাগানো পুরোনো গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছে কে বা কারা। অভিযোগ, ৪৫ থেকে ৫০টি পুরোনো গামারি গাছ কেটে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে এত গাছ কখন কাটা হল, কারা কাটল, কারও নজরে এল না কেন, এসব প্রশ্ন নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

বাগানবাড়ির দিঘি সংলগ্ন এলাকা থেকে এভাবেই কাটা হয়েছে গাছ।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'একটি সরকারি দিঘি ও রাস্তার পাশের বহু গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নজরে আসামাত্রই আমরা থানায় এফআইআর করেছি। এভাবে সরকারি গাছ যারাই কেটেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে।'

ফালাকাটা শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাগানবাড়িতে একটি বিশালাকার সরকারি দিঘি আছে। তার পাশ দিয়েই রাস্তা। পুরসভা জানিয়েছে, ওই দিঘিতে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের যে কর্মসূচি রয়েছে, সেই 'উইমেন ফর ট্রি' কর্মসূচি পালন করছে। এর জন্য পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা দিঘির চারপাশে চারা রোপণ করেছেন। এখন ওই চারাগুলির যত্নও নেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে দিঘিটির সংস্কার করে সেখানে মাছ চাষের পরিকল্পনাও আছে। এই দিঘি এবং রাস্তার দু'পাশেই আছে বহু পুরোনো গাছ। কয়েকদিন আগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা দিঘির পাশে গিয়েই তাজ্জব হয়ে যান। তাঁরা লক্ষ করেন, দিঘি ও রাস্তার পাশের একটি গামারি গাছও নেই। সব গাছ কে বা কারা একেবারে গোড়া থেকে কেটে নিয়ে গিয়েছে। গামারি গাছের কাঠ বিভিন্ন কাজে লাগে। ওই জায়গা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার গাছ চুরি গিয়েছে।

এখবর জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ। তাঁরাও প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

কাঁটাতার পেরিয়ে হিলির গোঁসাইপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকতে গিয়ে বিএসএফের হাতে পাকড়াও হন রোজিনা। তাঁকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে, কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে মণিরাজ হককে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠায় কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

মামাশ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে ধৃত তরুণী

বিধান ঘোষ

হিলি, ৯ সেপ্টেম্বর : সৌদি আরবের রিয়াধে পরিচয়। ভারতে অনুপ্রবেশ করে বিয়ে। মামাশ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভারতীয় নথি তৈরি। দুই বছর পর বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বিএসএফের হাতে পাকড়াও হলেন বাংলাদেশি তরুণী। এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে হিলিতে। সোমবার দুপুরে হিলি থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চকগোপাল বিওপির গোঁসাইপুর এলাকা দিয়ে ওই তরুণী অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। সীমান্তে কর্তব্যরত ১২৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের ঘটনাটি নজরে আসতেই ওই তরুণীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জেরায় ওই তরুণী নিজেকে বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে নেন। তারপরেই আইনি প্রক্রিয়া মেনে ওই তরুণীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। সোমবার রাতেই বিএসএফের তরফে অনুপ্রবেশকারী ওই তরুণীর নামে অভিযোগ দায়ে হতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে হিলি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে তাঁকে ছয়দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ধৃত তরুণীর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আঁতুড় জর্ডনের যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তরুণী বয়সের থেকে স্বামীর বয়স কম নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

বিএসএফ সূত্রে খবর, ধৃত ওই বাংলাদেশি তরুণীর নাম রোজিনা।

> **বাড়ছে উদ্বেগ**
> - ২০২৩ সালে সৌদিতে মুর্শিদাবাদের মহম্মদ লাল্টু শেখের সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলাদেশি রোজিনার
> - কিছুদিন বাদে বাংলাদেশি তরুণী হিলির গোঁসাইপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন
> - সোমবার দুপুরে সীমান্ত দিয়ে ভুয়ো আধার কার্ড নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন ওই তরুণী

তিনি বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি এলাকার বাসিন্দা। ২০১৫ সাল থেকে রোজিনা সৌদি আরবের রিয়াধে পরিচারিকার কাজ করতেন। ২০২৩ সালে সৌদিতে মুর্শিদাবাদের মহম্মদ লাল্টু শেখ নামে এক তরুণের সঙ্গে তরুণীর পরিচয় হয়। তার কিছুদিন বাদে ওই তরুণ ও তরুণী নিজেদের দেশে ফিরে আসেন। তারপরেই বাংলাদেশি তরুণী হিলির গোঁসাইপুর সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ পৌঁছে লাল্টুর সঙ্গে বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করেন রোজিনা। গত অগাস্টের শেষ সপ্তাহের আগে ওই দালালের মাধ্যমে গোঁসাইপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তারপরে সোমবার দুপুরের দিকে ওই দালাল ও তরুণী ভুয়ো আধার কার্ড নিয়ে সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। বিএসএফের নজরে আসতেই পাকড়াও হয়ে যান ওই তরুণী।

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদের বক্তব্য, 'গতকাল বিএসএফের তরফে একজনকে আটক করে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। তিনি সৌদি আরবের রিয়াধে পরিচারিকার কাজ করতেন। সেখানে ভারতীয় একজনের সঙ্গে পরিচয়। সেখান থেকে ফিরে ভারতে এসে বিয়ে করেন। তারপরে বাংলাদেশে যান এবং ফিরে আসার পথে বিএসএফ তাঁকে আটক করে।'

লালমণিরহাটের তরুণ গ্রেপ্তার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কোচবিহারের ঘটনা। ধৃতের নাম মণিরাজ হক (১৮)। সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ওই তরুণ ওপার বাংলার লালমণিরহাটের বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দালালের সঙ্গে পরিচয় মণিরাজের। সেই দালালকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢোকেন ওই তরুণ। কিন্তু সেই দালাল উধাও হয়ে যাওয়ায় কয়েকদিন ধরে কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিলেন তিনি।

জেরায় ধৃত জানিয়েছেন, দিন দশেক আগে তিনি গিতালদহ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপর গিতালদহের পাশাপাশি সিতাইয়ের বাসস্ট্যান্ডে কয়েকদিন ছিলেন। ওই তরুণ সোমবার কোচবিহারে আসেন। রাতে কেশব রোড এলাকায় বাসস্ট্যান্ডে ঘোরাঘুরি করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই তরুণ জানান, তিনি বাংলাদেশি। কাজের খোঁজে কাঁটাতার টপকেছেন। এরপর তাঁকে ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেছেন, 'লালমণিরহাটের বাসিন্দা ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ধৃত বাংলাদেশিকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি : জয়দেব দাস

এদিকে, বারবার অনুপ্রবেশের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জেলায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার উন্মুক্ত। বিএসএফের নজর এড়িয়ে যে অনুপ্রবেশ চলছে, তা সোমবারের ঘটনায় স্পষ্ট। ১৮ বছরের ওই তরুণ দাবি করেছেন, তিনি কাজের সন্ধানে ভারতে ঢুকেছেন। তবে পুলিশ বলছে, ধৃতের কথায় অসংগতি রয়েছে। তিনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তা নিয়েও ধন্দ রয়েছে। যে দালালের সহযোগিতায় মণিরাজ কোচবিহারে এসেছিলেন, তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, হোলসেল ঔষধের দোকানে Field Work-এর জন্য স্থানীয় লোক চাই, অনূর্ধ্ব 34, (M) 9434376715/7866052930.

অ্যাফিডেভিট

আমি Saha Alom Mia S/o. Abdul Hai Mia, গ্রাম- ছোট মধুসূদন, থানা- শীতলকুচি, কোচবিহার, 8/9/25 তারিখে মাথাভাঙ্গা ইএম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, 1/1/2004 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/117970)

●

আমি Jahangir Alom Mia S/o. Abdul Hai Mia, Chhoto Madhusudan, Sitalkuchi, Coochbehar 8/9/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা ইএম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই 03/03/2005 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/117970)

ভর্তি

B.Ed ADMISSION (2025-2027)

Online application are Invited for admission to B.Ed (Session 2025-2027) at Raiganj B.Ed College (Government Sponsored), Karnajora, Uttar Dinajpur From 02.09.2025 to 12.09.2025. For details please see the website- www.raiganjbedcol.org. - Principal, Raiganj B.Ed College(Govt. Spon.) (C/118224)

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-36 of 2025-26 SL No– 2

Corrigendum Notice of NIT No. NIT No. DDP/N-36 of 2025-26 SL No – 2 Closing date extended upto 13/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-38 of 2025-2026 SL No- 1 & 2

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-38 of 2025-26 SL No- 1 & 2 closing date extended upto 13/09/2025 14:00 Hours. Details of NIT may be seen in the website www. wbtenders. gov.in .

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tender is hereby invited vide NIT No WBBCWD/124/PO-APD/2025-2026, Date 08/09/2025 of this office from the bonafide, eligible contractors as specified in details. For more details please contact to PO cum DWO BCW Alipurduar at Dooars Kanya, Integrated Administrative Building, Alipurduar & visit the website www. wbtwnders.gov.in

Sd/-
Project Officer cum District welfare Officer
Backward Classes Welfare & Tribal Development, Alipurduar

কর্মখালি

শপিং মল, ফ্যাক্টরির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন:- 13,500/-, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8509827671, 8653609553. (C/117968)

●

পাহাড়িয়া টাইমস নিউজ পোর্টালের জন্য মার্কেটিং এগজিকিউটিভ প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9832382131. (C/117967)

●

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে গাড়ির শোরুম-এর জন্য দিনের গার্ড লাগবে। স্যালারি- 9,500/- বয়স- 20-40. M- 9933119446. (C/118222)

●

Wanted an A.T, Graduate with Pure Science(UP) pref. Trained, reserved for OBC-A for maternity leave vacancy upto 31.01.2026. Apply to the Secretary, Chilkirhat Kanteswari High School, P.O. Chilkirhat, Dist. Cooch Behar, Pin- 736157 within 10 days of this Advt. along with 2 sets of Attested Testimonials. (C/117192)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sahera Khatun, D/o Atiar Mia, আমার আধার কার্ড নং- 817374666088-এ আমার নাম-Jahanara Begum এবং আমার পিতার নাম-Atiyar Miya ভুল থাকায় গত 8-9-25 কোচবিহার সদর E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sahera Khatun এবং Jahanara Begum এবং আমার পিতা Atiar Mia এবং Atiyar Miya-এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ছাট সিঙ্গিমারি, পাতলাখাওয়া, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117193)

Tender Notice

E-NIeT No:- 05(e)/CHL-II/B/SSM/2025-26, Dtd-08/09/2025, and 06/(e)/CHL-II/B/MDW/2025-26, Dtd-08/09/2025 and 07(e)/CHL-II/B/2025-26, Dtd-09/09/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

চাকদহ সি বি রোড, রঞ্জন পল্লী মোড়ের কাছে, লালপুর 83730 99949 বেথুয়াডহরী পাটুলিঘাট রোড, হরিতলা, গ্রাউন্ড ফ্লোর, খিদিরপুর এস. বি.আই ব্রাঞ্চ বিল্ডিং 83730 99925 | সাঁইথিয়া সাঁইথিয়া মেইন রোড, রুপালী মোড়, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে 83730 99936 - মল্লারপুর স্টেশন রোড, পুরোনো পোস্ট অফিসের কাছে, সেনপট্টি 83730 99926 | বেলডাঙা কলেজ পাড়া রোড, পাঁচরাথ মোড় 83730 99944 - রঘুনাথগঞ্জ মেকেনজি পার্ক ময়দান রোড 83730 99927 - ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা, হাসপাতাল মোড়, বাজার কলকাতার পাশে 83730 99992 | কালিয়াচক থানা রোড, কালিয়াচক হাই স্কুলের বিপরীতে 83730 99912 - সুজাপুর সুজাপুর বাজার, কসমো বাজারের পাশে, মালদা 83730 99916 গাজোল থানা রোড, শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনের বিপরীতে 83730 99915 | বালুরঘাট মঙ্গলপুর, হিলি মোড়, রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99953 | কালিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বিবেকানন্দ মোড় 83730 99903 - রায়গঞ্জ থানা রোড, উকিলপাড়া 83730 99964 - রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) পি.আর.এম সিটি মল, এন.এস. রোড, এইচ.ডি.এফ.সি ব্যাঙ্ক এর বিপরীতে 83730 99906 - ইসলামপুর এন.এস. রোড, বন্ধন ব্যাঙ্ক বিল্ডিং 83730 99965 | শিলিগুড়ি সেলকন প্লাজা বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড 83730 99952 | মালবাজার রামকৃষ্ণ কলোনি, রিলায়েন্সট্রেন্ডসের বিপরীতে 83730 99904 - জলপাইগুড়ি রূপশ্রী গোল্ডেন কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডি.বি.সি রোড 83730 99922 - ধূপগুড়ি ঘোষ পাড়া মোড়, হিরো শোরুমের নিকটে 83730 99960 | ফালাকাটা সুভাষপল্লি মোড়, কুঞ্জনগর রোড 83730 99985 - আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন, মাধব মোড়ের নিকটে 83730 99943 মাথাভাঙ্গা শীতলকুচি রোড 83730 99959

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫ এবং **১১৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৫।** ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.ঃ ১০৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ডি/মালদা, পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বাকুডি/পাকুড় কোয়ারি থেকে সকল প্রকার ইন্সিডেন্টাল চার্জ সহ বিওবিওয়াইএন ওয়াগনে ১২০০০০ ঘন মি. মেশিনে ভাঙ্গা হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, স্টিডিং এবং লোডিংয়ের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২২,২১,৪৪,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.ঃ ১১৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের শাখায় বরাহাট-বাঁকা স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪৩/২-৩ এবং কিমি ৪৪/৫-৬-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,৪০,৯০,৩৭৪.৭৭ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in**/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)।

MLD-165/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৯টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে আরটিভিপি-তে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টসের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৯ডি , **কম্পার্টমেন্টঃ** ১৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৯টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-284/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফানডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৫-২০২৬
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়ার সায়েন্সে

সকল ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষার অনুরূপ ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এক্সামিনেশন (এনএসই) বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য)-এ প্রতীয়মান হতে হবে। যেটি ২০২৫ সালের ২২ এবং ২৩শে নভেম্বর সংঘটিত হবে।
এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন করা ২০২৬ সালের অনুরূপ আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা হবে।

নিবন্ধিতকরণের জন্য ঃ
এনএসই ঃ https://www.iapt.org.in (২১শে অগাস্ট - ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঃ
https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in-এ পরিদর্শন করুন

cbc 48143/12/0007/2526

আজ টিভিতে

স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম রাত ৮.৩০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ পতি পরমেশ্বর, দুপুর ১.১৫ শাপমোচন, বিকেল ৪.০০ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.০০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ টাইগার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ মহান, সন্ধে ৭.০০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ ইন্দ্রজিৎ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বচ্চন, বেলা ১১.৩০ জীবন যুদ্ধ, দুপুর ২.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১২.০০ চৌধুরী পরিবার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি- দ্য চ্যালেঞ্জ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৮ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, দুপুর ১.২৬ স্পাইডার, বিকেল ৩.৫২ সাহো, সন্ধে ৬.২৩ মেগা ক্রোকোডাইল, রাত ৮.০০ এনিমি, ১০.৪৮ মেন ইন ব্ল্যাক-টু
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.১৪ মেরে হমসফর, বিকেল ৩.৩৬ লকেট, সন্ধে ৭.০০ কালিচরণ, রাত ১০.১১ আতিশ
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মেগ টু-দ্য ট্রেঞ্চ, সন্ধে ৭.১৫ পার্সি

সাহো বিকেল ৩.৫২ অ্যান্ড পিকচার্স

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

জ্যাকসন : সি অফ মনস্টার্স, রাত ৯.০০ কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস, ১১.০০ কিংসম্যান : দ্য গোল্ডেন সার্কল

ডিকোডিং ডিজাস্টার্স রাত ১০.৩১ ডিসকভারি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : উগ্র আচরণের কারণে পরিবারের অশান্তি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যেতে পারে। **বৃষ :** পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদে মানসিক অশান্তি। আর্থিক সমস্যায় জেরবার। **মিথুন :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। **কর্কট :** পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। বন্ধুবেশী শত্রুর থেকে সাবধান। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি। **সিংহ :** শরিকি সম্পত্তি নিয়ে আলাপ আলোচনায় সমস্যা মিটে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। **কন্যা :** স্বদেশি বা বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। **তুলা :** বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। মাতৃকুলের সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সম্ভাবনা। **বৃশ্চিক :** স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে অনুশোচনা। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **ধনু :** পারিবারিক ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ থাকবে। কাজে ঢিলেমি ও অলসতা ছাড়ুন। ধর্মীয় কাজে শান্তি পাবেন। **মকর :** সম্পত্তিগত সমস্যা নিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন। বাইরের মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। **কুম্ভ :** উদ্ধত আচরণের কারণে কর্মক্ষেত্রে সমালোচিত হতে পারেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। **মীন :** লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৪ ভাদ, সংবৎ ৩ আশ্বিন বদি, ১৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৪৫। বুধবার, তৃতীয় রাত্রি ৬।২৩। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৪৩। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ১।৪। বনিজকরণ দিবা ৭।২৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।২৩ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।১৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৪৩ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বেশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৬।২৩ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৭।২৭ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বিক্রয় বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোট্টায়ামে মৃত গুয়াবরনগরের পরিযায়ী

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৯ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ ভারতের কোট্টায়াম জেলায় বহুতল তৈরির সময় বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হল ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। তাঁর নাম ধীরাজ বর্মন (৫২)। কেরলে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গুয়াবরনগর গ্রামে। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ কেরলের কোট্টায়াম থেকে তাঁর বাড়িতে দেহ নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ বাড়িতে আসার পরে রাতেও গ্রামের ছেলেকে দেখতে ভিড় জমে যায়।

তাঁর স্ত্রী হিরামণি বর্মন বলেন 'এই তো মাসখানেক আগেই কেরলে কাজে গেল। এভাবে সবকিছু শেষ হবে ভাবতে পারিনি।'

গত ৩ সেপ্টেম্বর কেরলের কোট্টায়ামে একটি বেসরকারি ভবনের বহুতলে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। কাজ শেষের পরে বাকি শ্রমিকরা নীচে নেমে এলেও,

> এই তো মাসখানেক আগেই কেরলে কাজে গেল। এভাবে সবকিছু শেষ হবে ভাবতে পারিনি।
>
> **হিরামণি বর্মন**
> *পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী*

ধীরাজ অতিরিক্ত কিছু কাজ করে নেমে আসার কথা জানান বাকিদের। শ্রমিকরা নেমে আসার একটু সময় পরেই আচমকা কিছু একটা পড়ার শব্দ পান। কিছুক্ষণ পরে আর্তনাদ শুনে ধীরাজকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে সকলে মিলে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।

তারপর কোট্টায়াম জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় তাঁকে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শুক্রবার জেলা হাসপাতালে মারা যান ওই পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁর মৃত্যুর পর কোট্টায়াম জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হওয়ার পর আকাশপথে তাঁর মৃতদেহ প্রথমে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট এবং তারপর অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়িতে আনা হয়। ধীরাজের পরিবারে ১ ছেলে, ১ মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছেন।

মৃতের ভাই দুলাল বর্মনের কথায়, 'দাদাকে এভাবে হারাতে হবে আমরা কেউ ভাবতে পারছি না। আমাদের গোটা পরিবার ভাষাহীন হয়ে পড়েছি।'

ট্রাফিক সিগন্যালের উদ্বোধন

জটেশ্বর, ৯ সেপ্টেম্বর : জটেশ্বর চিলারায় মোড়ে মঙ্গলবার ট্রাফিক সিগন্যালের উদ্বোধন হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য, ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান, জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগজ্জ্যোতি রায় সহ অন্যরা। ফালাকাটা থানার পুলিশ ও ফালাকাটার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে পথনাটিকা পরিবেশন করা হয়। পথনাটিকার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তাও দেওয়া হয়। অভিষেক বললেন, 'সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা কমবে। আমরা সাতদিন সচেতনতা চালাব।'

ফালাকাটা-জটেশ্বর জাতীয় সড়কের ওপর জটেশ্বর জনপদে প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হন পথচারীরা। বিশেষ করে চিলারায় মোড়ে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল ট্রাফিক সিগন্যালের। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সে খবর তুলে ধরা হয়। সেই খবরের জেরে জটেশ্বর চিলারায় মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বসায় আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। প্রায় তিন মাস আগে সরঞ্জাম বসানো হলেও তিন মাস পর এদিন সেই ট্রাফিক সিগন্যালের উদ্বোধন হল।

এটিএম, পানীয় জলের ব্যবস্থার উদ্যোগ

হাসপাতালে মা ক্যান্টিন ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চালু হবে মা ক্যান্টিন। সব ঠিক থাকলে এবার পুজোর আগে হাসপাতাল চত্বরের ভেতর এই ক্যান্টিন চালু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করছে পুরসভা। এছাড়া রোগীর স্বজনদের সুবিধার জন্য চালু হচ্ছে এটিএম। বসবে সোলারচালিত পানীয় জলের কলও। এছাড়া তৈরি করা হচ্ছে সুলভ শৌচালয়। সব মিলিয়ে পুজোর আগে চার নতুন পরিষেবা পেতে চলেছেন হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'রোগীর পরিজনদের কথা ভেবে মা ক্যান্টিন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা আশাবাদী, খুব দ্রুত হাসপাতালে আসা গরিব মানুষ ৫ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাত খেতে পারবেন।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'মা ক্যান্টিনের জন্য পুরসভা থেকে জানানো হয়। আমরা জায়গাও দেখিয়ে দিয়েছি। এই ক্যান্টিন চালু হলে রোজ হাসপাতালে আসা প্রায় দেড় হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।'

মানুষের কথা ভেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্প চালু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভবঘুরে, গরিব মানুষ যাতে পেট ভরে খেতে পান। ফালাকাটা কমিউনিটি হলে কয়েক বছর ধরে এই ক্যান্টিন চালু আছে। পুরসভা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মাধ্যমে চালাচ্ছে ক্যান্টিনটি। এবার ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেও চালু হতে চলছে মা ক্যান্টিন। হাসপাতালে প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে বহু রোগীর পরিজন আসেন। হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি থাকেন, তাঁরা হাসপাতাল থেকে নিয়মিত খাবার পান। কিন্তু যেসব

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। -সংবাদচিত্র

নতুন পরিষেবা

- ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চালু হবে মা ক্যান্টিন, এটিএম, পানীয় জলের পরিষেবা
- পুজোর আগে হাসপাতাল চত্বরের ভেতর পরিষেবা চালু হবে বলে মনে করা হচ্ছে
- ক্যান্টিন চালু হলে রোজ হাসপাতালে আসা প্রায় দেড় হাজার মানুষ উপকৃত হবেন
- হাসপাতালে এখনও চিকিৎসক, নার্স সহ দক্ষ কর্মীর অভাব আছে

রোগীর আত্মীয় হাসপাতালে আসেন তাঁদের অনেক বেশি টাকা খরচ করে, হাসপাতালের বাইরে খাওয়াদাওয়া সারতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রে সেই সংস্থান হয় না। এই অবস্থায় হাসপাতালে এবার ৫ টাকার বিনিময়ে মা ক্যান্টিন থেকে খাবার বিলি চালু হতে চলেছে।

হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের পাশাপাশি চালু হচ্ছে এটিএম। হাসপাতালের আশপাশে কোনও এটিএম কাউন্টার নেই। ফলে রাতে টাকার প্রয়োজন হলে যেতে হয় অনেকটা দূরে। সেই কথা ভেবেই এবার একটি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিষেবা চালু হতে চলছে হাসপাতালে। এছাড়া একটি সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করার কাজ চলছে। পাশাপাশি পুরসভার পক্ষ থেকে একটি সোলার ওয়াটার প্রোজেক্ট বানানোর প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সুবিধার জন্য পানীয় জলের পরিষেবা চালু করা হবে। একসঙ্গে প্রায় ৪টি নতুন পরিষেবা চালু হতে চলায় খুশি হাসপাতালে পরিষেবা নিতে আসা মানুষ। হাসপাতালে আসা রোগীর স্বজন নিখিল রায়ের কথায়, 'হাসপাতালে পানীয় জল, এটিএম, মা ক্যান্টিনের মতো পরিষেবা চালু হচ্ছে শুনে ভালো লাগছে। তবে হাসপাতালে আরও চিকিৎসক প্রয়োজন।'

ফুলবাড়ির গৃহবধূ স্বর্ণালি মণ্ডলের কথায়, 'ডাক্তার দেখাব বলে সেই ভোরে লাইনে দাঁড়িয়েছি। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে খিদে পেয়ে যায়। মা ক্যান্টিন চালু করা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।' হাসপাতালে এখনও চিকিৎসক, নার্স সহ দক্ষ কর্মীর অভাব আছে। এই অবস্থায় হাসপাতাল চত্বরে চালু হচ্ছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, মা ক্যান্টিন, এটিএম সহ বেশকিছু পরিষেবা। স্বভাবতই খুশি ফালাকাটার সাধারণ মানুষ।

৩ অঞ্চল সভাপতির ডানা ছাঁটা হল

মাদারিহাটে ক্ষোভ বাড়ছে তৃণমূলে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন নতুন ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুং। সম্পাদকের পদ পেয়েছেন বীরপাড়া-১ অঞ্চলের সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরপাড়া-২ অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু ঘাতানি এবং হান্টাপাড়ার অঞ্চল সভাপতি উজ্জ্বল লামা। তালিকা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে তৃণমূলে।

খাতায়-কলমে ব্লক কমিটির পদ অঞ্চল কমিটির ওপরে হলেও বাস্তবে ক্ষমতা থাকে অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক সভাপতির হাতে। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে পদোন্নতি হলেও আদতে ওই ৩ জনের ডানা ছাঁটা হল, মানছেন তৃণমূল কর্মীরাই। মঙ্গলবার উজ্জ্বল বলেন, 'বিশাল গুরুং সভাপতি হওয়ার পর কী চিন্তাভাবনা করেছেন জানি না। তবে আমি তৃণমূলের পুরোনো কর্মীদের মধ্যে একজন। ২০১৩ সাল থেকে দল করছি।' বীরপাড়া-২ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণু। মঙ্গলবার বিষ্ণু বলেন, 'আমাকে ব্লক সম্পাদক করা হয়েছে। কিন্তু অঞ্চল সভাপতির পদে আমি থাকব নাকি অন্য কাউকে বসানো হবে তা জানানো হয়নি। আমাকে সরানো হলে বুঝব দল আমাকে উপযুক্ত সম্মান দিল না।'

২০২২ সালে জয়প্রকাশ ব্লক সভাপতি হওয়ার পর বীরপাড়া-১

অন্দরের খবর

- রদবদল নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর তোড়জোড়
- জয়প্রকাশ অনুগামীদের পদোন্নতির আড়ালে ক্ষমতা কমানো হল
- রশিদুল আলমের ভাগ্যে এবারও শিকে ছিঁড়ল না

অঞ্চলের সভাপতি হন সোমনাথ। তিনি জয়প্রকাশ-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। জয়প্রকাশ সভাপতির চেয়ার হারানোর পর চেয়ার যেতে বসেছে সোমনাথেরও। মঙ্গলবার বিশালকে কটাক্ষ করে সোমনাথ বলেন, '২০২১ সালে ব্লক সম্পাদক হই। পরে অঞ্চল সভাপতি। ২০২১ সাল থেকে লাগাতার এলাকায় তৃণমূলের ভোট বেড়েছে। হয়তো এজন্য বিশালবাবু আমাকে পুরোনো সম্মান ফিরিয়ে দিলেন।' অন্যদিকে বিশাল বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। কেবল বলেন, 'ব্লক সম্পাদক হওয়ার পর কারও অঞ্চল সভাপতির পদে থাকার কথা নয়। তবে আরও পরিবর্তন পরিমার্জন করা হবে। এ নিয়ে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।'

জয়প্রকাশ এবং বিশালের মধ্যে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব না থাকলেও বিশাল গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার আশীর্বাদেই ব্লক সভাপতি হয়েছেন, গুঞ্জন দলে। এরপরই প্রকাশ এবং জয়প্রকাশ অনুগামীদের চেয়ার নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। আবার পঞ্চায়েত সমিতির খয়েরবাড়ির সদস্য তথা দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া তৃণমূল নেতা রশিদুল আলমের বরাতে এবারও শিকে ছেঁড়েনি। জয়প্রকাশের সঙ্গে রশিদুলের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। তাই বিশাল সভাপতি হওয়ার পরই ছুটোছুটি শুরু করেন রশিদুল। বিশালকে সংবর্ধনাও দেন। তবে মূল কমিটিতে ঠাঁই হল না তাঁর। হতাশ রশিদুলের মন্তব্য, 'হয়তো যাঁরা বেশি যোগ্য, তাঁরাই পদ পেয়েছেন।'

মমতাকে দেখতে ভিড়

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৯ সেপ্টেম্বর : তিনদিনের সফরে মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়িতে পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পথে রাস্তার দু'পাশে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি প্রচুর উৎসাহী মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। যার জেরে বাগডোগরা থেকে এশিয়ান হাইওয়ে ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হয়ে নৌকাঘাটে কনভয় পৌঁছাতেই অনেকটা সময় লেগে যায়।

এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও এসেছেন। বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব সহ দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি প্রচুর আদিবাসী মহিলা নিজস্ব রীতির পোশাকে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন। ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য, ঢাকের বাদ্যিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়।

গোঁসাইপুর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা, শিবমন্দির, মেডিকেল মোড় সর্বত্রই

শিলিগুড়ি

তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি প্রচুর উৎসুক জনতা মুখ্যমন্ত্রীকে একঝলক দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কনভয় এগিয়ে আসতেই তাঁরা চিৎকার করে ওঠেন। মুখ্যমন্ত্রী কনভয়ের গতি কমিয়ে গাড়ি থেকেই হাত নেড়েছেন। বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় নৌকাঘাটে পৌঁছায়। সেখানেও প্রচুর মানুষ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি দেয়। মঙ্গলবার মনীষী পঞ্চানন বর্মার ৯২তম তিরোধান দিবস ছিল। সেই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে তাঁর কনভয় সরাসরি উত্তরকন্যায় যায়।

উত্তরকন্যায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ একাধিক জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বসে চা পান করেন মুখ্যমন্ত্রী। কন্যাশ্রী অতিথি নিবাসে রাত্রিবাস করেন। গৌতম বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।'

পুলিশের 'উৎসর্গ'য় সাড়া

কুমারগ্রাম, ৯ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের 'উৎসর্গ' কর্মসূচির অধীনে মঙ্গলবার কুমারগ্রাম থানায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া পড়ে। প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শ্রীনিবাস এমপি। শিবির শুরুর আগে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে র‍্যালি বের করা হয়। কুমারগ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নিরাপত্তার পদক্ষেপ হিসেবে গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়।

'রক্তদান করুন, জীবন বাঁচান, একজন প্রকৃত বীর হন'- স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকার বাসিন্দাদের এই কর্মসূচিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এদিন মোট ১০০ জন শিবিরে রক্তদান করেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল প্রথম রক্তদান করেন। এদিকে রক্তদাতার তালিকায় ১০০তম নামটি কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে কুমারগ্রাম থানায় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।'

নৌকাঘাট মোড়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। -সূত্রধর

কামতাপুরিতে গীতা পাঠ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ সেপ্টেম্বর : এতদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের হীরেন দেব সিংহ, স্বপন রায়, রতন রায়, শংকর রায়, বিমল রায়দের মতো অনেকেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় গীতা পাঠ শুনেছেন। মঙ্গলবারই প্রথম তাঁদের পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষ নিজের মাতৃভাষা কামতাপুরিতে গীতা পাঠ শুনলেন। এদিন মনীষী পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবসে গীতা পাঠ সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় শালকুমারহাটে। আলিপুরদুয়ার জেলার অন্য প্রান্তেও দিনটি পালিত হয় নানাভাবে।

একদিনের অনুষ্ঠানের জন্য শালকুমারহাটের মধ্য মুন্সিপাড়া মনীষী পঞ্চানন বর্মা তিরোধান দিবস উদযাপন কমিটি গঠিত হয়। স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের মাঠে মঞ্চ করে সকাল থেকে শুরু হয় নানা অনুষ্ঠান। প্রথমে মনীষীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর পঞ্চানন বর্মার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন সুবলচন্দ্র রায়, দিলীপ বর্মন, নির্মলচন্দ্র রায়। এরপর পঞ্চাননের লেখা বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী রণজিৎ অধিকারী ও হীরেন বর্মন।

একই অনুষ্ঠান মঞ্চে কমিটির তরফে এলাকার ৫০ জন দুঃস্থ বাসিন্দাকে বস্ত্রদান করা হয়। এছাড়া অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও হয়। সন্ধ্যায় শুরু হয় গীতা পাঠ। উদযাপন কমিটির সভাপতি হেমন্ত রায় ও সম্পাদক অমলেশ রায় জানান, কামতাপুরি ভাষায় গীতা পাঠের জন্য শিলিগুড়ি

পঞ্চাননের তিরোধান দিবস

থেকে এসেছিলেন মণীন্দ্রকিশোর শাস্ত্রী। হীরেনের কথায়, 'আমরা এতদিন সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাতেই গীতা পাঠ শুনেছি। এবার প্রথম কামতাপুরি ভাষায় শুনলাম। এই ভাষা তো আমাদের মাতৃভাষা।'

শালকুমারহাট ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে হাইস্কুলের পাশের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। চলে মনীষীকে নিয়ে আলোচনাও। আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে দিনটি পালন করেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার শহরে জেলা বিজেপির কার্যালয়েও দিনটি পালন করা হয়। কালচিনি ব্লকের নিমতি দোমোহনির বর্মনপাড়ায় রাজবংশী ভাষা প্রাইমারি স্কুল ও দক্ষিণ লতাবাড়ির কালচিনি রাজবংশী ভাষা প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পড়ুয়ারা। পাশাপাশি নিমতি দোমোহনি সহ বিভিন্ন এলাকায় জিসিপিএ'র বংশীবদন বর্মনপন্থীদের তরফেও তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পঞ্চানন বর্মার জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানিয়েছেন জিসিপিএ'র আলিপুরদুয়ার জেলা কনভেনর নিখিল বর্মন।

জটেশ্বরে ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি প্রসার সমিতির উদ্যোগে ঠাকুর পঞ্চাননের তিরোধান দিবস পালন করা হয়। পঞ্চাননের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার সহ অন্যরা।

তবে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা চৌপথিতে এদিন মনীষীর মূর্তিতে মালা পড়েনি। প্রতি বছর জন্ম ও তিরোধান দিবস পালন হলেও এবার কেন হল না তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একই ব্লকের ভাঙ্গাপাকড়িতে থাকা মনীষীর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

আতঙ্ক কাটেনি মিরাপাড়ার কৃষকদের

শীতলকুচি, ৯ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় কৃষককে অপহরণের ঘটনার আতঙ্ক নিয়েই মঙ্গলবার কাঁটাতারের ওপারে খেতে কাজে গেলেন মিরাপাড়ার কৃষকরা। সোমবার দুপুরে চাষের জমিতে কাজ করতে গেলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে শীতলকুচি ব্লকের মিরাপাড়া গ্রামের শিববাড়ি এলাকার কৃষক কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে। এই ঘটনা চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন গ্রামের কৃষকরা। যদিও ছয় ঘণ্টার মধ্যেই বিএসএফ কৃষ্ণকান্তকে দেশে ফেরাতে সক্ষম হয়। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয়দের পরপর অপহরণে আতঙ্ক বেড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষকদের মধ্যে।

এদিন কৃষক সুরেশ বর্মন বলেন, 'অন্যদিনের মতোই এদিন গ্রামের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের ৩৪ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে ধানখেতের কাজ করতে গিয়েছেন কৃষকরা। তবে, এদিন গ্রামের বেশিরভাগ কৃষক কাঁটাতারের ওপারে যাননি। আমরা চাই কৃষকরা কাঁটাতারের ওপারে খেতের কাজ করতে গেলে, তাঁদের নজরে রাখুক বিএসএফ।'

অপহৃত কৃষ্ণকান্ত বাড়িতে ফিরে জানান, দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাংলাদেশের ভিতরে ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশের কয়েকজন বাসিন্দা তাঁকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের হাতে তুলে দেয়। তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ফ্ল্যাগ মিটিং করে বিএসএফের হাতে তাঁকে তুলে দেয়। বিএসএফ সীমান্ত থেকে তাঁকে মিরাপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পুলিশ শীতলকুচি থানা হয়ে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। কৃষ্ণকান্ত বলেন, 'খুব আতঙ্কে ছিলাম। এরকম ঘটনা যাতে আর কারও সঙ্গে না ঘটে সে ব্যাপারে নজর দিক বিএসএফ।'

বিএসএফের এক আধিকারিকের কথায়, সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে গিয়ে বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হচ্ছে কৃষকদের। এরকম কোনও ঘটনার আঁচ পেলে অবশ্যই কর্তব্যরত জওয়ানকে জানাতে হবে।

বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তিনি বলেন, 'সীমান্তগ্রামের চাষিদের কাঁটাতারের ওপারের জমি কিনে নিক কেন্দ্রীয় সরকার। আর তা না হলে কৃষকদের নিরাপত্তা দিক সঠিকভাবে। আগামীতে এধরনের আর একটিও ঘটনা ঘটলে সীমান্ত এলাকার কৃষকদের নিয়ে গণ আন্দোলন ও প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হবে।'

বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এই ঘটনার পরে গ্রামের বাসিন্দাদের আতঙ্কে থাকারই কথা। এই ঘটনা এড়াতে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব। সীমান্ত এলাকার কৃষকদের আরও সজাগ হতে হবে।'

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি পূর্ব মধ্য রেলওয়ের দানাপুর ডিভিসনের সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নোক্তমতো থামবে :—

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময়সূচী পৌঁ.	সময়সূচী ছা.	যে তারিখ থেকে থামবে
১৩১০৫ শিয়ালদহ-বালিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	বরহিয়া	২১.৪৭	২১.৪৯	১০.০৯.২৫
১৩১০৬ বালিয়া-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	বরহিয়া	১৫.৫৫	১৫.৫৭	১০.০৯.২৫
১৫৭৩৩ বালুরঘাট-ভাটিণ্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	ভদৌরা	০৭.২৮	০৭.৩০	১২.০৯.২৫
	বনাহী	০৬.১০	০৬.১২	
১৫৭৩৪ ভাটিণ্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	ভদৌরা	১৯.১৫	১৯.১৭	১১.০৯.২৫
	বনাহী	২০.৩৯	২০.৪১	
১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিণ্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	ভদৌরা	০৭.২৮	০৭.৩০	১০.০৯.২৫
	বনাহী	০৬.১০	০৬.১২	
	ধীনা	০৮.১৫	০৮.১৭	
১৫৭৪৪ ভাটিণ্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	ভদৌরা	১৯.১৫	১৯.১৭	১০.০৯.২৫
	বনাহী	২০.৩৯	২০.৪১	
	ধীনা	১৮.৪০	১৮.৪২	
১২৩৫১ হাওড়া-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	মননপুর	০২.৫৯	০৩.০১	১০.০৯.২৫
১২৩৫২ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৯.২৫ থেকে কার্যকর)	মননপুর	২৩.৫৩	২৩.৫৫	১০.০৯.২৫

প্রতিক্রিয়া : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে : (১) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট-ভাটিণ্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ভায়া সুলতানপুর) এবং ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিণ্ডা জং. ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ভায়া অযোধ্যা ক্যান্ট.)-এর সংশোধিত সময়সূচী : **রঘুনাথপুর** - পৌঁ. ০৬.২০ ঘ./ছা. ০৬.২২ ঘ., **ডুমরাঁও** - পৌঁ. ০৬.৩৪ ঘ./ছা. ০৬.৩৬ ঘ.। (২) ১৫৭৩৪ ভাটিণ্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ভায়া সুলতানপুর) এবং ১৫৭৪৪ ভাটিণ্ডা জং.-বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস (ভায়া অযোধ্যা ক্যান্ট.)-এর সংশোধিত সময়সূচী : **গহমর** - পৌঁ. ১৯.২৪ ঘ./ছা. ১৯.২৬ ঘ., **চৌসা** - পৌঁ. ১৯.৩৫ ঘ./ছা. ১৯.৩৭ ঘ., **বিহিয়া** - পৌঁ. ২০.৪৮ ঘ./ছা. ২০.৫০ ঘ.। (৩) ১২৩৫১ হাওড়া-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস-এর সংশোধিত সময়সূচী: **কিউল** - পৌঁ. ০৩.১৯ ঘ./ছা. ০৩.২১ ঘ., **লাকীসরাই জং.** - পৌঁ. ০৩.২৫ ঘ./ছা. ০৩.২৭ ঘ., **বরহিয়া** - পৌঁ. ০৩.৪০ ঘ./ছা. ০৩.৪২ ঘ০., **হাথীদা জং.** - পৌঁ. ০৩.৫০ ঘ./ছা. ০৩.৫২ ঘ., **মোকামা** - পৌঁ. ০৪.০০ ঘ./ছা. ০৪.০২ ঘ., **বাঢ়** - পৌঁ. ০৪.১৯ ঘ./ছা. ০৪.২১ ঘ., **বখতিয়ারপুর জং.** - পৌঁ. ০৪.৩৪ ঘ./ছা. ০৪.৩৬ ঘ., **খুসরুপুর** - পৌঁ. ০৪.৪৭ ঘ./ছা. ০৪.৪৯ ঘ., **ফতুহা জং.** - পৌঁ. ০৪.৫৮ ঘ./ছা. ০৫.০০ ঘ., **পাটনা সাহেব** - পৌঁ. ০৫.১০ ঘ./ছা. ০৫.১৫ ঘ.। (৪) ১২৩৫২ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস-এর সংশোধিত সময়সূচী : **জমুই** - পৌঁ. ০০.০৬ ঘ./ছা. ০০.০৮ ঘ.

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শান্তির বার্তা দেবে শান্তিনগরের পুজো

এল এল পুজো এল

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : গোটা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশে যখন নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে সেসময় এই যুদ্ধের বদলে শান্তির বার্তা ছড়াতে এবার তৈরি হচ্ছে কামাখ্যাগুড়ি শান্তিনগরের পুজো কমিটি। এবছর পুজো উদ্যোক্তারা শান্তি রথের থিম নিয়ে তাঁদের দুর্গামণ্ডপ তৈরি করবেন। সাতদিন আগে থেকেই ওই মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার

পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। -সংবাদচিত্র

ওপর এবছর ওই পুজোর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবের মেজাজ আরও খানিকটা বেশি। তাই এই পুজোকে কেন্দ্র করে কামাখ্যাগুড়ির সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা বাড়ছে। এবার পুজোর আনুমানিক বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। পুজো শুরু হতে এখনও বেশ কয়েকদিন বাকি রয়েছে। তবে তার আগে থেকেই উদ্যোক্তারা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। পুজোর আগেই নাচ, গান, আবৃত্তি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি থাকছে। আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাগঞ্জের নোনাই থেকে দুর্গা প্রতিমা আনা হবে। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় সাড়ে ১২ ফুট। পাশাপাশি চন্দননগরের আদলে ফালাকাটার আলোকশিল্পীরা আলোর সাজ তৈরি করবেন। এছাড়া দুর্গাপুজো কমিটি দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করার কর্মসূচিও নেবে। এনিয়ে ক্লাব কর্তা শান্তনু সাহার কথায়, 'দুঃস্থদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হবে। তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলাই আসল লক্ষ্য। এনিয়ে আমরা প্রচার চাই না।' অন্যদিকে এলাকার কয়েকজন কৃতী ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।

পুজো কমিটির সভাপতি উত্তম কর বলেন, 'পুজোতে আমরা এলাকার সবাই মিলে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবে মাতব। এবছর আমাদের পুজোর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মণ্ডপে থাকবে শান্তির বার্তা। তার সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চন্দননগরের আদলে আলোকসজ্জাও থাকবে।' একই মত সম্পাদক প্রণব বড়ুয়ারও। অন্যদিকে ৫০ বছর আগে এলাকার মানুষই পুজোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শম্ভুনাথ সাহা, সুবোধ দাস প্রমুখ।

শম্ভুনাথের কথায়, 'সেসময় এলাকার বিভিন্ন বাড়ি থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে অল্প কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ছোট আকারে পুজো করা হয়েছিল। এলাকার সাধারণ মানুষ পুজোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।' সেই পুজোকেই এখন আবেগ বলে মনে করেন ক্লাব উদ্যোক্তারা। দুলাল বড়ুয়া নামে এক ব্যক্তি জানান, পুজো তাঁদের ছোটবেলার আবেগ। পুজোকে কেন্দ্র করে সারাবছর ধরে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হয়ে থাকে।

বেহাল সড়ক নিয়ে নাকাল পর্যটকরাও

মাদারিহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রাজ্য সড়কের ওপর থেকে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে বহু আগেই। বেরিয়ে পড়েছে ধারালো পাথর। এই বেহাল পথ দিয়েই প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ, ছাত্রছাত্রী, যানবাহন ও পর্যটক যাতায়াত করেন। অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীদের নিয়ে যেতে হলে অতিরিক্ত টাকা না দিলে তাঁরা আসতে চান না। টোটোচালকরাও আসতে চান না। আবার পর্যটকদের কাছেও কটু কথা শুনতে হয় রিসর্ট মালিকদের। এই বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবি তুলেছেন খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দারা।

ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়া জয় শিব সংঘ থেকে মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের অংশটি নিয়েই যত সমস্যা। শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিমল

গাবুর নিজেও ভোগান্তির শিকার। বললেন, 'আমার দাবি, দ্রুত এই চার কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করা হোক।' আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় অবশ্য আশ্বাস জানান, পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি মেরামতির দাবি জানানো হয়েছে।

ওই এলাকা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে জনপ্রিয়। ওই ৪ কিমি সড়কের আশপাশে ১২-১৩টি রিসর্ট রয়েছে। প্রচুর পর্যটক এই পথ দিয়েই যাতায়াত করেন। আর এই পর্যটন ব্যবসার মাধ্যমেই এখানকার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের জীবিকানির্বাহ হয়। আগে তো এই পথ দিয়েই হলং বন বাংলোতে যাতায়াত করতেন পর্যটকরা। সেই অগ্নিকাণ্ডের পর এখন অবশ্য হলং বাংলোয় আর কেউ যান না। স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক দাস বলেন, 'একবার যদি কোনও পর্যটক এই রাস্তা দিয়ে আসেন, যাওয়ার সময় তাঁরা বলে যান রাস্তা ভালো হলে তবেই দ্বিতীয়বার আসবেন।' স্থানীয়দের আর্জি, যদি পর্যটকরা না আসেন তাহলে তাঁদের রুটিরুজি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই রাস্তা সংস্কার করা হোক।

শিক্ষকের প্রয়াণ

রাঙ্গালিবাজনা, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হলেন রাঙ্গালিবাজনা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুপ্রকাশ বর্মন (৫৩)। পশ্চিম খয়েরবাড়ির বর্মনপাড়ার বাসিন্দা সুপ্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে রক্তে শর্করাজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওরে তিনি মারা যান বলে জানান প্রধান শিক্ষক জয়প্রকাশ রায়।

স্কুলকে সাহায্য

মাদারিহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার টোটোপাড়ায় ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাইস্কুলে একটি বেসরকারি ব্যাংকের আলিপুরদুয়ার শাখার তরফে সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, জল পরিশোধক মেশিন ও চেয়ার দেওয়া হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপেশ চক্রবর্তী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সচেতনতা

শামুকতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর সময় দুর্ঘটনা এড়াতে পথে নামল শামুকতলা থানার পুলিশ এবং যশোডাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার তারা সচেতনতামূলক মিছিল করে অটো, টোটো সহ বিভিন্ন গাড়িচালকদের সাবধানে এবং সরকারি বিধি মেনে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে সচেতন করেন।

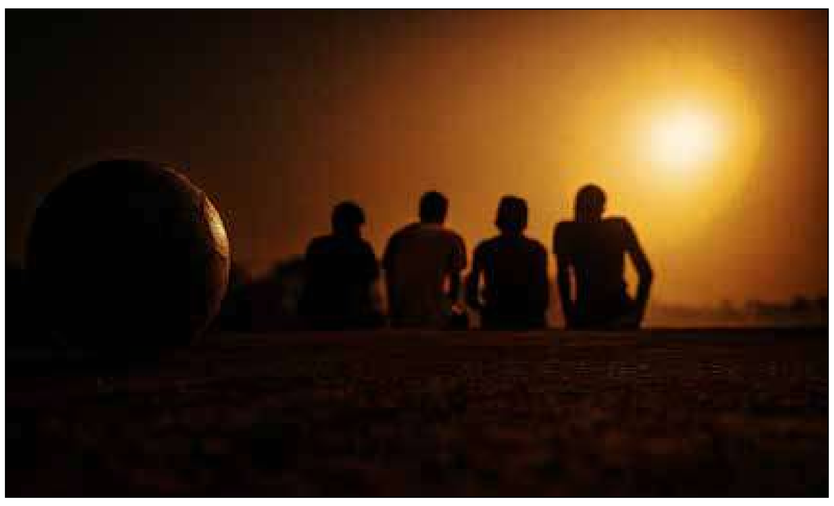

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিকেল ও বন্ধুরা।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন প্রিন্স জসওয়াল।

ওজন যন্ত্র ঠিক না করেই টাকা, ক্ষোভ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া এলাকার দোকান মালিকদের বেশ কয়েক বছর ধরেই অভিযোগ ছিল যে তাঁদের জিনিসপত্র ওজনের মেশিন মেরামত না করেই টাকা নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার সেই অভিযোগই আরও স্পষ্ট হল। এদিন মাদারিহাটের হাটখোলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল মেট্রোলজি লাইসেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বীরপাড়ার এজেন্সি মেসার্স চৌধুরী অ্যান্ড সন্স শিবির করে। সেখানেও একই কারণে বিভিন্ন দোকানের মালিকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, যাঁদের ওজন যন্ত্র মেরামতের প্রয়োজন নেই তাঁদের থেকেও শুধুমাত্র সিল করেই ৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে মাত্র ১০০ টাকার সরকারি রসিদ দেওয়া হচ্ছে। এদিকে বাকি ৪০০ টাকার রসিদ দেওয়া হচ্ছে এজেন্সির কাঁচা ভাওচার প্যাডে। আবার যাঁদের ওজন যন্ত্র সামান্য মেরামত করে সিল করা হচ্ছে তাঁদের কাছ থেকেও ৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতেই টাকা নেওয়ার পরিমাণ এক ধাক্কায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। এমনকি এদিন ওই শিবিরে আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিক বিদ্যুৎ মালাকার হাজির ছিলেন।

এদিন মাদারিহাটের সবজি ব্যবসায়ী অক্ষয় সাহা বললেন, 'আমার ওজনের মেশিনটি নতুন। শুধুমাত্র সিল করার জন্য নিয়ে

আধিকারিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ দোকান মালিকদের।

এসেছিলাম। আমার থেকে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। কোন খাতে টাকা নেওয়া হল তা জানতে চাইলে আমাকে বলা হল সরকারি খাতে ১০০ টাকা, সিল করার জন্য ৩০ টাকা আর মেরামতের খাতে ৩৭০ টাকা।' একই অভিযোগ জানালেন রাজকুমার মাহাতো। তিনি বলেন, 'এইভাবে কয়েক বছর ধরেই এজেন্সির কর্মী এবং জেলার অফিসাররা টাকা আদায় করছে। প্রতিবাদ করলেই ধমক দেওয়া হয়। আমরা এতদিন বাধ্য হয়েই চুপ ছিলাম। কিন্তু এদিন প্রতিবাদ করার পর টাকা নেওয়ার পরিমাণ কমে গিয়েছে।' এদিকে অনেকে জানিয়েছেন, অতিরিক্ত টাকা কখন ফেরত দেওয়া হবে, তা বলতেই শিবির গুটিয়ে সকলে চলে যান। মৎস্য বিক্রেতা পবন শা জানালেন, প্রথমে রেট চার্ট বাইরে লাগানো ছিল না। চাপ দিতে যখন রেট চার্ট বেরোলো তা দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ।

চার্টে রয়েছে, ইলেক্ট্রিক ওজন মেশিন ৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত মেরামতের জন্য ১৫০ টাকা নিতে হবে। অথচ নেওয়া হচ্ছে ৫০০। মেরামত করা না হলেও টাকা নেওয়া হচ্ছে। এব্যাপারে জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিক বিদ্যুৎ মালাকারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এটাই সরকারি নিয়ম।' এমনকি তাঁর দাবি, এব্যাপারে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ারও তাঁর নেই। এদিকে বীরপাড়ার ওই এজেন্সির এক কর্মী স্বীকার করেন, সরকারি খাতায় ১৩০ টাকা আর এজেন্সির খাতায় ৩৭০ টাকা জমা হচ্ছে। এব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলাকে মেসেজ করা হলে উত্তর পাওয়া যায়নি। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি প্রসেনজিৎ দে জানান, সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে বিষয়টি তিনি জেলা শাসকের নজরে আনবেন।

চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন নির্যাতন

শামুকতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : চকোলেট খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী দশ বছরের এক শিশুকে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল দুই ভাই। তারপর তার ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সেই শিশুর পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়ে অবশ্য অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুজনের বয়স ৪৫ এবং ৫৫ বছর।

নির্যাতিতার বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, ওই দুই ভাই আলাদা আলাদাভাবে ওই শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে। তিনদিন আগে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে অভিযোগ না জানানোর জন্য দুই ভাই মেয়েটির পরিবারকে চাপ দিচ্ছিল। অবশেষে প্রতিবেশীদের সাহায্যে শিশুটির বাবা মঙ্গলবার সকালে শামুকতলা থানায় অভিযোগ জানান। তারপর এদিনই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযোগ, ছোট ভাই প্রথমে মেয়েটির ওপর চড়াও হয়। বাবা-মায়ের আসার আওয়াজ পেয়েই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। শিশুটির বাবা-মা তাকে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যেতেও দেখেন। তাঁদের সন্দেহ হয়। এরপর সেদিন বিকেলবেলা বড় ভাই একইভাবে ওই মেয়েটিকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়। এরপরেই ওই শিশুটি কান্নাকাটি করে তার বাবা-মাকে সব কথা বলে। শিশুটির চিকিৎসা করা এবং তার কাউন্সেলিং করার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রেলের পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের কামরা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখেন আলিপুরদুয়ার ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। এছাড়াও এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার পিট লাইন ও অটোমেটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি।

সম্মেলন

সোনাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া এলাকায় সারা ভারত কৃষকসভার জেলা সম্মেলন হয়। কয়েকদিন আগে ওই সংগঠনের ব্লক সম্মেলনগুলো শেষ হয়েছে। এদিন জেলা সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠন কীভাবে আগামীতে কাজ করবে সেই নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভার রাজ্য কমিটির সদস্য তমসের আলি, সুখময় রায় প্রমুখ।

মহাসড়কের কাজ থমকে, ক্ষোভে অবরোধ

টোটো উলটে মৃত্যু মহিলার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : কাজে বাধা দেওয়ায় ফালাকাটায় মহাসড়কের কাজ থমকে। এজন্য রাস্তা ভর্তি বড় বড় খানাখন্দ। সেই গর্তে পড়েই টোটো উলটে মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশের আশ্বাসে রাস্তা সংস্কার শুরু হয়। এভাবে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে রাস্তার মৃত্যুফাঁদ তৈরি হওয়া নিয়ে পথচলতি মানুষও ক্ষুব্ধ।

গত রবিবার আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়িতে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন ডালিমপুরের ঝর্ণা নাগ (৫০)। এদিন সকালে বাড়ি ফিরছিলেন নিজেদের টোটোতে। বালুরঘাটে উলটে যায় টোটো। নীচে চাপা পড়েন ওই গৃহবধূ। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়িতে পৌঁছায় তাঁর নিথর দেহ। পুজোর আগে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সেই পরিবারে।

মৃতের স্বামী নিরঞ্জন নাগ বলছিলেন, 'আমার পায়ের সমস্যার জন্য আলিপুরদুয়ারে ডাক্তার দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। স্ত্রী ও ছেলেই সংসার চালায়। পুজোর আগে স্ত্রীকে হারিয়ে আমার সব শেষ হয়ে গেল। খারাপ রাস্তার জন্যই এটা হল।'

মহাসড়কের সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভার কথায়, 'কিছু এলাকায় এখনও কেউ কেউ ক্ষতিপূরণ দাবি করে রাস্তার কাজ করতে দিচ্ছেন না। এজন্য সেইসব এলাকায় রাস্তায় গর্ত হচ্ছে। বাধা না দিলে এতদিনে অনেক কাজ এগিয়ে যেত।' তবে এদিন দুর্ঘটনার পর বালুরঘাটে পাথর ফেলে রাস্তার খানাখন্দ সংস্কার করা হয়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'সঠিক নথিপত্র নেই, এমন কেউ কেউ কাজে বাধা দিচ্ছেন। এজন্য বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত যাতে এইসব এলাকায় রাস্তার কাজ শুরু হয় সেই দাবি আমরাও সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে করেছি।'

শিশাগোড়ের পর থেকে ফালাকাটার পারপাতলাখাওয়া, বালুরঘাট, আসাম মোড়, রাইচেঙ্গায় কোনওভাবেই রাস্তার কাজ করতে পারছে না সড়ক কর্তৃপক্ষ। এজন্য এইসব এলাকায় রাস্তার পরিস্থিতি বেহাল। এদিন ভাটিবাড়ি থেকে সকালেই নিজেদের টোটোতে ফিরছিলেন ওই গৃহবধূ। টোটো চালাচ্ছিলেন তাঁর ছেলে রানা নাগ। সঙ্গে বসে ছিলেন স্বামী নিরঞ্জন নাগ। সকাল আটটা নাগাদ বৃষ্টি হচ্ছিল। বালুরঘাটে রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে যায়। তাই গর্তের আন্দাজ বুঝতে পারেননি চালক। ধাক্কা লেগে টোটো উলটে যায়। টোটোর নীচে চাপা পড়েন ঝর্ণা। তাঁর ছেলে ও স্বামীও সামান্য চোট পান। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি সবাইকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। ওই গৃহবধূর মাথায় বেশি চোট লাগে। তাই কিছুক্ষণ পর হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাসড়কে খানাখন্দে টোটো দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের জটলা। মঙ্গলবার।

যা ঘটেছে

- টোটো চালাচ্ছিলেন বধূর ছেলে রানা নাগ
- বালুরঘাটে রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে যায়
- তাই গর্তের আন্দাজ বুঝতে পারেননি চালক
- ধাক্কা লেগে টোটো উলটে যায়
- টোটোর নীচে চাপা পড়েন ঝর্ণা

এদিকে, সওয়া আটটা নাগাদ ওই টোটো দাঁড় করিয়ে বালুরঘাটে শুরু হয় অবরোধ। রাস্তায় প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে।

স্থানীয় বিশ্বনাথ দাসের কথায়, 'এখানে বিশাল বড় বড় গর্ত। এজন্য রোজ কোনও না কোনও টোটো উলটে যাচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দা মন্টু দাসের গলাতেও ক্ষোভ। বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তা অবরোধ করা হয় বলে সুধীর তরফদার, মুকুল রায়, পিন্টু রায়রা জানিয়েছেন। পরে পুলিশ আশ্বাস দেয় যে এদিনই রাস্তা সংস্কার করা হবে। তখন সওয়া নয়টা নাগাদ অবরোধ তোলা হয়। এগারোটা নাগাদ পাথর বিছিয়ে আর্থমুভার দিয়ে রাস্তা সংস্কারও করা হয়।

টুকরো খবর

শিবির

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা যোজনা নিয়ে সচেতন করতে একটি শিবির হয় আলিপুরদুয়ার শহরের মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাসে। শ্রম দপ্তরের তরফে পরিবহণ শ্রমিকদের কী কী সুবিধা দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রচার করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

খেলার প্রস্তুতি

সোনাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : আগামী ১১-১৭ সেপ্টেম্বর বিজেপি আয়োজিত নরেন্দ্র কাপ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট খেলার মাঠে। মঙ্গলবার সেই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপির একটি বৈঠক হয় সোনাপুরে। জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মানিক সাহার বাড়িতে আয়োজিত বৈঠকে জেলা বিজেপির একাধিক নেতা অংশ নেন।

রক্তদান

মাদারিহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাট থানার উদ্যোগে এবং বীরপাড়া লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় মঙ্গলবার মাদারিহাট থানা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির হয়। ওসি অসীম মজুমদার জানান মোট ৬৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। তিনি ছাড়াও ৩০ জন পুলিশকর্মী রক্তদান করেছেন। এছাড়া ক্লাব থেকে রক্ত মিলেছে। বীরপাড়া লায়ন্স ক্লাবের রক্তবীর রাজু মাহেশ্বরী জানান, সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি তরাই ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কাজ বন্ধ থাকায় জাহাদিপাড়ায় বেহাল দশা রাস্তার। -সংবাদচিত্র

বছরখানেক বন্ধ কোটি টাকার রাস্তার কাজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৯ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনার এমএলএ হাট এলাকা থেকে জাহাদিপাড়া হয়ে সওয়া দুই কিমি কাঁচা রাস্তাটি সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ১ কোটি ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৯৬ টাকায় পাকা করার কাজের সূচনা করা হয় ২০২৪ সালের ৮ মার্চ। কিন্তু কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের আপত্তিতে কাজ বন্ধ করে দেয় ঠিকাদারি সংস্থা। এরপর প্রায় বছরখানেক ধরে কাজ বন্ধ, অভিযোগ স্থানীয়দের।

এদিকে, বৃষ্টিতে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। ভোগান্তিতে হাজার দশেক গ্রামবাসী।

আবার ঠিকাদার সোহেল রহমানের বক্তব্য, 'বাস্তুকাররা সামগ্রীর মান উপযুক্ত বলে তদন্তসাপেক্ষে জানিয়েছিলেন। রাস্তা তৈরির দুটি ধাপ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্য পিচ ঢালাই করা হচ্ছে না।'

কাজ এক বছর আগে শুরু হয় বলে জানান এলাকার বাসিন্দা সমরজিৎ রায়। প্রৌঢ় রামকান্ত রায় জানান, বড় বড় গর্তে রাস্তাটি ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে চলাচল করাই মুশকিল। টোটোচালকরাও এপথে আসতে চান না বলে মন্তব্য তাঁর। সবচেয়ে সমস্যায় স্কুল পড়ুয়ারা। অথচ রাস্তা নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। ওই রাস্তা দিয়ে ধুমচি ফরেস্টে যাওয়া যায়। এলাকাটি হাতি উপদ্রুত। ছুটোছুটি করতে হয় বনকর্মীদের। কিন্তু এঁদো রাস্তায় বন দপ্তরের গাড়িও ফেঁসে যাচ্ছে।

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য শৈলেন রায়ের অভিযোগ, 'স্থানীয়রা কাজে অনিয়মের অভিযোগ করায় ঠিকাদার সহ কয়েকজনের স্বার্থে আঘাত লেগেছে।' এদিকে, কাজের তথ্যসংবলিত বোর্ডে সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের কথা লেখা হলেও কোনও সাংসদের নাম লেখা হয়নি। অথচ এলাকায় রয়েছেন দুজন সাংসদ। একজন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। আরেকজন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা আমতা আমতা করে বললেন, 'সম্ভবত রাজ্যসভার অন্য কোনও সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় রাস্তাটি পাকা করা হচ্ছে।' শৈলেনের দাবি, 'কোন সাংসদের তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনা হোক।'

সমস্যা যেখানে

- নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয়রা
- স্থানীয়দের আপত্তিতে কাজ বন্ধ করে ঠিকাদারি সংস্থা
- এরপর প্রায় বছরখানেক ধরে কাজ বন্ধ, অভিযোগ স্থানীয়দের
- এদিকে, বৃষ্টিতে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি

এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বালি-বজরি সহ নির্মাণসামগ্রী সরবরাহে বিজেপি এবং তৃণমূলের কর্মীদের আলাদা আলাদা সিন্ডিকেট রয়েছে। ওই রাস্তাটি তৈরির বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার তৃণমূলিদের সিন্ডিকেট থেকে বালি-বজরি কেনেন। আবার এলাকাটি বিজেপি অধ্যুষিত। তাই বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের তরফেই কাজে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়। দীপনারায়ণ জানান, তিনি কাজে অনিয়মের অভিযোগ পাননি।

চা সুন্দরীর উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক সভা থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় রয়েছে আলিপুরদুয়ারের বেশ কিছু প্রকল্পের নাম। জেলার চা বাগানের শ্রমিকদের পাট্টা এবং চা সুন্দরীর ঘরের মালিকানা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'আমাদের জেলার দুটি প্রকল্প ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে ৩,১২২ জনকে চা বাগানে পাট্টা বিলি এবং ১,১০৬ জনকে চা সুন্দরীর ঘর দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।'

বীরপাড়ার লঙ্কাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক কর্তারা ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির সভায় আলিপুরদুয়ার থেকে অনেকে যাবেন। এমনকি, উপস্থিত থাকার কথা বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যদের।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসল

জটেশ্বর, ৯ সেপ্টেম্বর : জটেশ্বর লীলাবতী কলেজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হল মঙ্গলবার। এদিন অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কাজটি হয়। মূর্তিটি তৈরি করেছেন কামাখ্যাগুড়ির মানিক পাল। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি সমরেশ পাল। অধ্যক্ষ ডঃ সুশান্তকুমার রউল জানান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মসূচির থেকে বেঁচে যাওয়া অর্থ দিয়ে এই মূর্তি বসানো হয়েছে।

দাবিপত্র

কুমারগ্রাম, ৯ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের অন্তত তিন হাজার বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির স্বার্থে বিডিওকে ছয় দফা দাবি সংবলিত দাবিপত্র দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনি। সংগঠনের কুমারগ্রাম ব্লক শাখার তরফে মঙ্গলবার বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের ব্লক সম্পাদক মৃদুলকান্তি সাহা জানান, এদিন অন্তত ৮০০ সদস্য বিডিও অফিসে জমায়েত করেন। পুজো উপলক্ষ্যে নতুন পোশাক ও স্পেশাল জিআর প্রদান, ১০০ দিনের কাজ প্রদান, মানবিক ভাতা ১ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা, সবাইকে সরকারি আবাস প্রদান সহ ছয় দফা দাবি বিডিওর কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বিডিও পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

হাতির উপদ্রব

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে খোয়ারডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য নারারথলি এলাকায় একপাল বন্য হাতি দাপিয়ে বেড়ায়। এতে ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে হাতিদের বনে ফেরায়। স্থানীয়রা ওই এলাকায় বন দপ্তরের নজরদারি বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন।

বাঘের চোখে মার্বেল বসিয়ে শুরু পুজো

এল এল পুজো এল

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : ছয় দশক আগে ফালাকাটার শিশাগোড়ে কোনও মৃৎশিল্পীর পরিবার বাস করত না। তাই প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজনের জন্য কোচবিহার থেকে এক মৃৎশিল্পীকে নিয়ে আসা হয়। সর্বেশ্বর বর্মন নামে সেই মৃৎশিল্পী প্রতিমা তো তৈরি করলেন। কিন্তু কোনওভাবেই বাঘের চোখ তৈরি করতে পারছিলেন না। এবার উপায়?

সেসময় মার্বেল দিয়ে ছোটরা খেলত। দোকান থেকে সেই হলুদ রংয়ের মার্বেল কিনে বাঘের চোখের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। ব্যাস, চোখ হয়ে গেল! সেভাবেই দুর্গাপুজো শুরু হল শিশাগোড়ে। প্রবীণরা এখনও পুজো শুরুর সেই ইতিহাস মনে করলে হাসেন।

ছয় দশক আগেও শিশাগোড়ের এই এলাকায় জোতদার দেওয়ানদের প্রভাব ছিল। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার রাস্তার ধারে ফালাকাটা ব্লকের শেষ প্রান্তে এই গ্রামটিতে বসে হাটবাজার। একসময় চরতোর্ষা নদী এবং নদীর চর ছিল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। শিশাগোড়ের কদমতলা থেকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বাবুরহাটের গরম চা পর্যন্ত প্রায় দু'কিমি এলাকাজুড়ে ছিল নদী এবং চর। গাড়ি চলাচল করত নদীর এপার-ওপার।

শিশাগোড় থেকে ফালাকাটা যাওয়ার পথে কোনও পুজো হত না। তাই ৬১ বছর আগে শিশাগোড়ের কদমতলায় ছনের ঘরে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এখানে দুর্গার বাহন হিসেবে সিংহের বদলে বাঘ রয়েছে। রজনীকান্ত বর্মন, সূর্যপ্রসাদ বর্মন, রাজকান্ত বর্মন, সুবোধ দেব, সন্তোষ সরকারদের মতো তৎকালীন জোতদাররা উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু প্রথমবারেই সমস্যায় পড়তে হয়। মৃৎশিল্পী এসেছিলেন কোচবিহারের শৌলমারি থেকে। তাঁর আবার সেই বাঘের চোখ আঁকার স্মৃতি এখনও মনে আছে সকলের। প্রবীণ পুষ্পকান্ত বর্মনের কথায়, 'তখন তো মার্বেল দিয়ে ছোটরা খেলাধুলো করত। আর সেই মার্বেলই বাঘের চোখে বসিয়ে দেন শিল্পী। তবে এই কথাটা আমরা ক'জনই জানতাম। বাকিদের বুঝতে দেওয়া হয়নি।'

ঢাকিও ছিলেন না এলাকায়। পাশের গুদামটারিরি এক আদিবাসী পরিবারের থেকে নিয়ে আসা হয় ধামসা-মাদল। ঢাক মেলেনি। সেই ধামসা-মাদল বাজিয়েই পুজো হয়। পুরোহিত হিসেবে নিয়ে আসা হয় অসমের ত্রৈলোক্যনাথ শর্মাকে। সেইসঙ্গে চলে পুজোর ক'দিন যাত্রাপালা। এটাই ছিল পুজোর মূল আকর্ষণ। টানা দু'সপ্তাহ যাত্রাগানের আসর বসত।

ফালাকাটার শিশাগোড়ে এই মন্দিরেই হবে দুর্গাপুজো।

তারপর এই পুজো কদমতলা থেকে সরে যায় চরতোর্ষা প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। সেখানে দুই-এক বছর পুজোর পর পাশেই শিশাগোড় বাজারে তৈরি করা হয় টিনের চালা দেওয়া মন্দির। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বাজারের মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। তবে এখন এই মন্দির পাকা হয়েছে। পেশাগত মৃৎশিল্পী যতীন পাল প্রতিমা তৈরি করেন। ঢাকি, পুরোহিতরাও এখন স্থানীয়। আর দশমীতে বসে বিরাট মেলা।

তবে এখনও প্রবীণ ও তরুণদের নিয়ে শিশাগোড় সর্বজনীন পুজো কমিটি গঠিত হয়। এবারের কমিটির সভাপতি হয়েছেন প্রবীণ ভবেশ্বর বর্মন ও তরুণ শ্যামপদ দাস। ভবেশ্বরের কথায়, 'এখন পাকা মন্দিরে পুজো হয়। যাত্রাপালার কদর এখন নেই।'

দম্পতির মৃত্যু

পেট ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পরেই মৃত্যু হল এক নবদম্পতির। নদিয়ার চাকদহের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নাগরিকত্ব

সিএএ-র মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন ডাককর্মী উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস। চলতি বছরের এপ্রিলে আবেদন করেছিলেন তিনি।

শিশু চুরি

হাসপাতাল থেকেই হল শিশু চুরি। আমতার ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ল পুলিশ। শিশুটিকে তার দিদার কাছ থেকে দেখভালের জন্য নিয়ে উধাও হয়ে যান এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা।

ভুয়ো 'ইডি'

জামালপুরে দৌরাত্ম্য ভুয়ো ইডি অফিসারের। থানার কাছে একটি মুদিখানার দোকানের মালিকের থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে ওই ভুয়ো অফিসারের বিরুদ্ধে।

বয়ঃসন্ধির মানসিক সমস্যায় প্রশিক্ষণ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : অনেক কষ্টে মায়ের একটি পুরোনো ওড়না খুঁজে পেয়েছে মেয়েটি। সন্তর্পণে টুলটা রাখল সিলিং ফ্যানের ঠিক নীচে। মনে ভয়, পাছে পাশের বাড়ির কেউ শব্দ শুনতে পায়! পা টিপে টিপে টুলের ওপর উঠে ওড়নাটা ফ্যানে জড়িয়ে ফেলল তো ঠিকই, তবুও বুক ঢিপ ঢিপ কাটছে না। সিদ্ধান্তটা কি ঠিক? ওড়নার ফাঁসে গলা ঢোকাতে যাবে, তখনই হঠাৎ মনে পড়ল স্কুলে একটা টোল ফ্রি নম্বরের কথা বলেছিল আন্টি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন। তৎক্ষণাৎ উত্তর। মা-বাবা-কে খবর দেওয়া এবং তারপরই উদ্ধার। মেয়েটি বেঁচে গেল।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মনে যেভাবে দ্রুত হতাশা জন্ম নেয় তার সমাধানে কাউকে পায় না তারা। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আবাসনের ৮ তলার ছাদ থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে ঠিক একইভাবে জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল বছর ১৪-র সরলা। বয়ঃসন্ধিকালে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবন থেকে 'পালাচ্ছেন' যাঁরা, তাঁদের জীবনে অন্তত একটা আলোর রেখা চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)। রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েই তাদের কাজ।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সিদের সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে বাংলার প্রতিটি ব্লকে অন্বেষা কাউন্সিলারদের নিয়োগ করা হয়েছে। দু'দিন তাঁরা ব্লকে বসবেন। বাকি দিনগুলি অন্যত্র গিয়ে সহায়তা দেবেন। স্কুলগুলিতে দু'জন করে শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সমস্যা শনাক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ হাজার স্কুল এসেছে এর আওতায়। বুধবার বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। চলতি বছরের তথ্য বলছে, বছরে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেন। সেই আবহে পারিবারিক বিবাদ, সম্পর্কে ভাঙন, মাদকাসক্তি, যৌন আকর্ষণ সহ একাধিক মানসিক

ছবি-এআই

অবসাদকে শনাক্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

সিনি-র চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ডাক্তার ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য বলেন, 'আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে সর্বাধিক সাহায্য পাঠানো হয় কোচবিহার, হুগলি, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনায়। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে এই প্রবণতা সবথেকে বেশি। ভিডিও কনফারেন্স সহ সামনাসামনি বসিয়েও কাউন্সেলিং করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। যাঁরা নিজেদের গোপনে রাখতে ইচ্ছুক, তাঁরা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন টোল ফ্রি নম্বর (১৮০০১২১৫৩২৩) মারফত।' মানসিক অবসাদ আসে পরীক্ষার ভয় থেকেও। মনোবিদরা বলছেন, ডিজিটাল জমানায় মুঠোফোনে বন্দি পড়ুয়ারা স্ক্রিনের বাইরের জীবন উপভোগ করার সুযোগ পায় না একেবারেই। অবসাদের সূত্রপাত হয় সেখানেও। সংস্থার অ্যাডোলেসেন্স প্রোগ্রামের সিনিয়র ম্যানেজার ডাক্তার সান্ত্বনা অধিকারী বলেন, 'কোনওরকমভাবে আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি হলে আমাদের একবার ফোন করাই যায়। সবটা বুঝে পাশে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি ২০০২ সাল থেকে। পাঁচটি ব্লক মডেলের স্কুল রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা পুরুলিয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর সহ মোট ৮,৮০০ স্কুলে কাজ হয়। প্রতিটি স্কুলে কাউন্সিলাররা যান।'

শুধুমাত্র স্কুল নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলছেন ইন্দ্রাণী, সান্ত্বনারা। ২০২৩ সাল থেকে ব্লক ভিত্তিক কাজ শুরু হয়েছে। এভাবেই সিলিংয়ের বন্ধনে মাটির ব্যবধানে আর কোনও নীলাঞ্জনাকে যাতে হারাতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছেন তাঁরা।

পটের বিবি... মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই

অর্ণবের সঙ্গে সাক্ষাতে বাধা এপিডিআরকে

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৯ সেপ্টেম্বর : স্কলারশিপ মিলছে না। তাই বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে 'অনশন' শুরু করেছেন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অর্ণব দাম। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এপিডিআরের প্রতিনিধিরা। কিন্তু অর্ণবের সঙ্গে দেখা হল না তাঁদের।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন অর্ণব। অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তিনি এই অনুমতি পেয়েছেন। কিন্তু গবেষণা করলেও স্কলারশিপ মিলছে না। সেজন্য স্কলারশিপের দাবিতে তিনি গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে জেলেই অনশন শুরু করেছেন। এই অবস্থায় অর্ণবের পাশে দাঁড়িয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। মঙ্গলবার এপিডিআরের পাঁচ সদস্যের

প্রতিনিধি দল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর নাথের সঙ্গে দেখা করেন। এপিডিআরের সদস্য অমিতাভ সেনগুপ্ত জানান, অর্ণব কেন স্কলারশিপ পাচ্ছে না সেটা জানতে চাইলে উপাচার্য তাদের রাজ্য সরকারের অর্ডার দেখান। যাতে অর্ণব দামকে স্কলারশিপ দেওয়া যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এপিডিআরের প্রতিনিধিরা বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পৌঁছান। সেখানে অর্ণবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে জানান সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়শ্রী পাল। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি জানান, যতক্ষণ না তাদের অর্ণবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে ততক্ষণ তারা এই সংশোধনাগারের সামনেই থাকবেন।

পরে জয়শ্রীর সঙ্গে অর্ণবের মোবাইলে কথা বলার সুযোগ করে দেয় জেল কর্তৃপক্ষ। জয়শ্রী অনশনরত অর্ণবকে তার পরিবারের জন্য অনশন তুলতে অনুরোধ করেন। বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখছেন বলে অর্ণব তাদের জানান।

দশে মিলি করি কাজ... মা চললেন মণ্ডপে। কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

'শ্রমশ্রী' নিয়ে অ্যাকাউন্টে নজর নবান্নের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের কাছে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে টাকা নিয়েও অনেকে বাড়ি তৈরি করছে না। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প ঘোষণার পর আগাম সতর্ক রয়েছে রাজ্য সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরলে তাঁদের এককালীন ৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, এক বছর ধরে প্রতি মাসে তাঁরা ৫ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। সরকারের শ্রমশ্রী প্রকল্পের পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করলে পরিযায়ী শ্রমিকরা সেই টাকা ব্যাংক মারফত পেয়ে যাবেন।

এই পর্যন্ত সরকারি অনুদান নিতে প্রায় ৪০ হাজার রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক 'শ্রমশ্রী' পোর্টালে আবেদন করেছেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ২২ লক্ষ শ্রমিক ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। শ্রম দপ্তর এখন আবেদনগুলি খতিয়ে দেখছে বলে মঙ্গলবার নবান্নের খবর। আবেদন খতিয়ে দেখার কাজে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির ওপর। ৫ হাজার টাকা অনুদান পেতে আবেদনকারী শ্রমিকদের আবেদনের সঙ্গে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খুঁটিনাটি বিষয় জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরাসরি সরকারি অনুদানের টাকা যাতে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাংক মারফত সংশ্লিষ্ট পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে পৌঁছোয়, তা নিশ্চিত করতে চায় শ্রম দপ্তর। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনুদানের টাকা কিছুতেই মিলবে না।

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই ব্যাপারে জেলা শাসকদেরও জরুরি বার্তা পাঠিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবেদনকারীরা ভিনরাজ্যে কোথায় কাজ করতেন বা কাজের জন্য থাকতেই সেইসব তথ্যও রাজ্য ও জেলা প্রশাসনস্তরে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিধানসভা ভোটের আগে শ্রমশ্রী প্রকল্পের কাজ চালু করে ফায়দা তুলতে চাইছে সরকার ও শাসকদল তৃণমূল। তবে চালু করার আগে সরকারি অনুদান প্রাপকদের সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই সরকারের এই খতিয়ে দেখার উদ্যোগ। পাছে এই নিয়ে অভিযোগ না ওঠে জনমানসে।

পুজোর আগে রাজ্যে দলের বৈঠক শা'র

ভোটার তালিকা সংশোধনে অগ্রাধিকার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের এক সপ্তাহ পরেই আসছেন অমিত শা। ১৫ সেপ্টেম্বর ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাদের একটি সরকারি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সব ঠিকঠাক থাকলে মহালয়ার পরের দিন ২২ তারিখ কলকাতায় পৌঁছোবেন অমিত শা। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর যেমন পুরোপুরি সরকারি, অমিত শা আসছেন মূলত পুজোর উদ্বোধনে। যদিও সঙ্গে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকও করবেন তিনি।

ভোট বড় বালাই। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। '২৬-এর সেই নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে ফের তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছে বিজেপি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগের বছর প্রথম দুর্গাপুজো করেছিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়াল মাধ্যমে সেই পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর '২১-এর মহারণে ২০০ পার করার হুংকার দিয়ে শেষপর্যন্ত বিরোধী দল হয়েছিল বিজেপি। পার্টির তরফ থেকে পুজো করা নিয়ে সেই সময় বিতর্কও হয়েছিল বিস্তর। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, 'পুজো করাটা পার্টির কাজ নয়।' কিন্তু তারপরেও হিন্দু মতে সংস্কার মানতে পরপর তিন বছর দুর্গাপুজো করেছিল বিজেপি। ২০২৩-২০২৪-এ পুজো থেকে সরে আসে দল। তবে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে পুজো

হয়েছিল। এবার '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ফের পরিবর্তনের ডাক দেওয়া বিজেপি দলের তরফ থেকে পুজো করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই খুঁটিপুজো সেরেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় এসে ইজেডসিসিতে রাজ্য বিজেপির সেই পুজোর উদ্বোধন করার কথা অমিত শা-র। একই সঙ্গে মধ্য কলকাতার বিজেপি নেতা সজল ঘোষের পুজোর উদ্বোধনও করার কথা তাঁর।

পুজোর উদ্বোধন সেরেই রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন অমিত শা। সেই বৈঠকে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং রাজ্যে এসআইআর নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিতে পারেন তিনি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই দল নিযুক্ত একটি বেসরকারি এজেন্সি সমীক্ষা শেষ করেছে। বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিজেপির পুরোনো কর্মীদের ফেরানোর বার্তা দিয়েছিলেন। তার ফলে বিজেপির ৪৩টি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে বিজেপির 'বসে' যাওয়া নেতা-কর্মীরা আবার ফিরেছেন। কিন্তু তার জেরে অধিকাংশ জেলায় নতুন করে সমন্বয়হীনতা প্রকট। রাজ্য সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সেই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া গিয়েছে। নির্বাচনের আগে নতুন-পুরোনো এই দ্বন্দ্ব মেটাতে রাজ্য সভাপতি আলাদা করে 'দরবার' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাতে মুখোমুখি কথা বলার মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমন করতে পারেন তিনি। এরই সঙ্গে এবার প্রার্থী হওয়া নিয়ে নয়া ফরমান জারি করেছেন বনসল। তিনি চান, যাঁরা দলের সাংগঠনিক পদে থাকবেন, তাঁরা নির্বাচনে টিকিট পাবেন না। এটা নিয়েও বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে পুজোর উদ্বোধনের ফাঁকেই রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন শা। পুজো শেষ হলেই ভোটের দামামা বেজে যাবে। তাই পুজোর আগেই নতুন রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করতে চান শমীক। সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপির ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে অন্তত তিনজন সরতে পারেন। জেলা সংগঠনেও বেশকিছু রদবদল চান শমীক। কিন্তু জেলা সভাপতি ও জেলা কমিটির নির্বাচন চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় নতুন করে পরিবর্তন করতে হলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন প্রয়োজন। সম্প্রতি দিল্লিতে বনসল ও নাড্ডার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন শমীক। যদিও সেই বৈঠকের ফলাফল এখনও অজানা।

হিডকোর চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব চন্দ্রিমার

মমতার আস্থা অর্থ প্রতিমন্ত্রীর ওপর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : শাসকদল তৃণমূল ও রাজ্য সরকারে দায়িত্ব ও গুরুত্ব বেড়েই চলেছে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। এবার তাঁকে আবার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে হিডকোর চেয়ারম্যান করা হল। ওই পদ থেকে আগেই পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে (ববি) সরিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ডিসেম্বরে মন্ত্রীসভার বৈঠকে ববিকে ওই পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্তের পর তৃণমূলের অন্দরেও রীতিমতো গুঞ্জন তৈরি হয়। হিডকোর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তখন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সামাল দিচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী হিডকোর চেয়ারম্যানের

দায়িত্ব চন্দ্রিমার হাতে দিয়ে যান। এতে সরকার ও প্রশাসনে তাঁর দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন এই বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

চন্দ্রিমা রাজ্যের অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। অতি সম্প্রতি চন্দ্রিমাকে তৃণমূলের 'লিগ্যাল সেলে'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই। ওই সেলের দায়িত্বে আগে ছিলেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। তাঁকে সরিয়ে চন্দ্রিমাকে ওই পদে নিয়ে আসা নিয়েও শাসকদলের অন্দরে জল্পনা তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সম্প্রতি তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী চন্দ্রিমার গুরুত্বও আগের থেকে অনেকটাই বাড়িয়েছেন। উত্তর কলকাতা মহিলা তৃণমূলের নেত্রী হিসেবে চন্দ্রিমার গুরুত্ব দল ও সরকারে বৃদ্ধি পাওয়া রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে চন্দ্রিমা বিগত কয়েক বছর ধরেই বিধানসভায় রাজ্য সরকারের বাজেট পেশ করে আসছেন। এই নিয়ে অবশ্য চন্দ্রিমা এদিনও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিডকোর চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে উপযুক্ত মনে করেছেন। এর জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। মনপ্রাণ দিয়ে নতুন দায়িত্ব পালন করব আমি।'

২০০২-এর ডেটাবেস নেই কমিশনের হাতে

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের এসআইআর-এর জন্য ২০০২-এর ভোটার তালিকাই মাপকাঠি। অথচ সেই ২০০২-এর ভোটার তালিকার ডেটাবেসই নেই রাজ্যের হাতে। কমিশন সূত্রে এই কথা জানা গিয়েছে। রাজ্যের হাতে রয়েছে পিডিএফ আকারে ভোটার তালিকা। রয়েছে তার হার্ডকপিও। কোনও ভোটার তাঁর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আছে কি না, তা খুঁজে পেতে পদ্ধতির সরলীকরণ করতে চায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যাতে কমিশনের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে ২০০২-এর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অনুসন্ধানে নিজের নাম টাইপ করলেই তিনি তা নিশ্চিত হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন, ২০০২-এর ভোটার তালিকার ডিজিটাইসড় ডেটাবেস। যা বর্তমানে রাজ্যের হাতে নেই। সেই সময় এই কাজের দায়িত্বে ছিল ওয়েবেল।

পরবর্তীকালে অন্য সংস্থা দায়িত্বে এসেছে। ফলে তালিকার পিডিএফ ছাড়া অন্য কোনও ফরম্যাটের সফট কপি পাওয়া যাচ্ছে না। এই আবহে বুধবার দিল্লিতে এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিহার সহ সব রাজ্যের সিইওদের বিশেষ সম্মেলন রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস।

রাজ্যের সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, ডেটাবেস না থাকায় হয়তো একটু সময় লাগবে। কিন্তু নাম খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। দিল্লিতে বুধবার কমিশনের বৈঠকে সব রাজ্যের সিইওকে নির্ধারিত ১০টি বিষয়ে পাঁচ মিনিটের একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করতে হবে। সেখানে ২০০২-এর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্য এবং সর্বশেষ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হবে সিইওকে। হাতে ডেটাবেস না থাকায় সেই প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে কার্যত হিমসিম খেতে হয়েছে সিইও-র দপ্তরকে। সদ্যসমাপ্ত বিহার এসআইআর-এর অভিজ্ঞতা দেশের বাকি সিইওদের কাছে জানাবেন বিহারের সিইও।

যাতে বিহারের অভিজ্ঞতাকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে এসআইআর-এর সময় তাঁরা তা কাজে লাগাতে পারেন। রাজ্যে এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও কমিশনের ঘোষণার পর প্রশাসনিক পর্যায়ে এসআইআর-এর কাজ করতে অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছেন কমিশনের আধিকারিকরা। তবে তাঁদের উদ্বেগের বিষয়, রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকা ও পরিকাঠামোর অভাব। অতিসম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তরের সেকেন্ড ম্যান বলে পরিচিত যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জায়গায় এখনও কোনও নিয়োগ হয়নি। রাজ্যের ৯৪ হাজার বুথে বিএলও নিয়োগও কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে।

ফেডারেশনের তালিকায় এক ঝাঁক তারকা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : টলি পাড়ার দ্বন্দ্ব মেটাতে কমিটি গঠনের বিষয়ে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ডিরেক্টরস গিল্ড বনাম ফেডারেশনের মামলায় দুই পক্ষকেই কমিটিতে রাখার জন্য নামের প্রস্তাবিত তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। পরিচালকদের তালিকায় টলিউড ব্রাত্য হলেও ফেডারেশনের তালিকায় জায়গা পেলেন অনেকে। নাম রয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, জিৎ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, নিশপাল সিং রানে, শ্রীকান্ত মোহতা, রাহুল মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পাভেল, মেক আপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডুদের। আপাতত পর্যালোচনা কমিটি তৈরির জন্য এই নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট এরপর কমিটি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলাটি শুনানির কথা থাকলেও তা হয়নি।

ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন একঝাঁক পরিচালক। সেই দ্বন্দ্ব মেটাতে নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে দুই পক্ষকে সম্ভাব্য তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালকদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা প্রকাশ্যে আসে। তাতে টলিউডের কাউকে রাখা হয়নি। বরং মুম্বই ও দক্ষিণী তারকাদের রাখা হয়। পরিচালকদের তালিকায় দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা দাস, হনশল মেহতাদের নাম ছিল।

বালি পাচারের তদন্তে উদ্ধার ৯০ লক্ষ টাকা

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বালি পাচার চক্রে রাজ্যের একাধিক জায়গায় হানা দিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর মধ্যে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম থেকে ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই বালি পাচার কাণ্ডে তল্লাশিতে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। এই অভিযানে কোথাও বস্তা, কোথাও প্যাকেট ভর্তি নোটের বান্ডিল উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের এখন ধারণা, ব্যবসায়ীদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে যে টাকা হাতে এসেছে, তার সঙ্গে হাওয়ালা যোগ থাকতে পারে। কীভাবে এত টাকা জমা করা হল, এই টাকার উৎস কী, তা খোঁজার চেষ্টা করছে ইডি।

পুশব্যাক কেন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশে পুশব্যাকে কেন এত তাড়াহুড়ো, প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক দুই পরিবারের সদস্যদের পুশব্যাকের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, '২৪ জুন আটক করা হল আর তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হল? কোন পদ্ধতিতে এমনটা করা হয়েছে? কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এরা বাংলাদেশি?' বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন কেন্দ্রের কাছ থেকে উত্তর চেয়েছে আদালত। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে যে নির্দেশিকা হয়েছিল তার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের অবস্থা কী রয়েছে, কেন কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হবে, তা নিয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করার কথা বলেছে আদালত।

বীরভূমের আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবার এবং সুইটি বিবি ও তাঁর পরিবারকে দিল্লিতে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্ন, 'আপনাদের অফিসাররা কীভাবে বুঝলেন এরা বাংলাদেশি? আইনানুযায়ী ৩০ দিন আটকে রেখে তদন্তের প্রয়োজন ছিল। সেই তদন্ত হয়েছে কি? কেন নিয়ম মানা হয়নি? এত তাড়াহুড়ো কেন?' কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোক চক্রবর্তী জানান, ঘটনা দিল্লিতে ঘটেছে। দিল্লি পুলিশ, জেলা শাসক, সরকারি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে

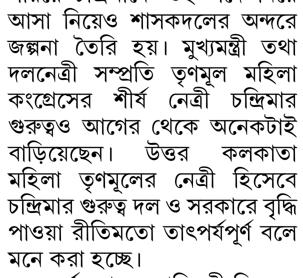

মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। তাই এই মামলা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শুনতে পারে না। অনেক তথ্যও গোপন করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তা জানানো হয়নি। আদালতের পালটা প্রশ্ন, 'আপনি কি মনে করেন এঁরা যদি কলকাতায় আটক হতেন তাহলে মামলাটি শুনতে পারতেন? যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তার আর কোনও সমাধান নেই?' এএসজি যুক্তি দেন, দু'মাসের বেশি সময় ধরে তাঁরা বাংলাদেশে রয়েছেন, কী প্রমাণ রয়েছে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক? ভারতীয় হলে তাঁরা নথি দেখিয়ে দেশে কি ফিরতেন না? বিষয়টি বাংলাভাষীদের হেনস্তা নয়, বরং অনুপ্রবেশ ইস্যু। গত ৩০ বছর ধরে ভারতের সমস্যা হয়ে উঠেছে। দিল্লি পুলিশের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, 'আজ পর্যন্ত কেউ হলফনামা দিয়ে জানাননি যে এরা বাংলাদেশি নন।' তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ পালটা মন্তব্য করে, 'বিশেষ আধিকারিক জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন এরা বাংলাদেশি। আপনাদের আধিকারিক বলছেন, বাংলা বস্তি থেকে ৩০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে কি কাউকে বলতে পারেন বাংলাদেশি? এভাবে সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৪ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ ভাদ্র ১৪৩২

অবাধ্যতার ঢেউ

একই পথে নেপাল। বাংলাদেশের পথ। বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ। চাকরিতে বৈষম্যের বিরোধিতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের আন্দোলন। নেপালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলল সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে। বৈষম্য বিরোধিতায় ওপার বাংলায় থেমে থাকেনি আন্দোলন। সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারেও আগুন নিভল না নেপালে। বাংলাদেশে আন্দোলনটা ঘুরে গিয়েছিল সরকার উচ্ছেদের দিকে। নেপালেও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগে অভিমুখ কার্যত সেদিকে। যা ছিল ক্ষোভের কারণ, সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও।

বিদ্রোহ নেপালে নতুন নয়। পাহাড়ি দেশটা মাওবাদী বিপ্লবেরও সাক্ষী। রাজতন্ত্র বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনের শরিক। রাজ শাসনকে সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা দেখিয়েছে নেপালি জনগণ। আবার কুশাসন, দুর্নীতি ইত্যাদির বেলাগাম হয়ে ওঠার প্রত্যক্ষদর্শীও বটে অতীতের হিন্দু রাষ্ট্রটি। রাজতন্ত্রে যেমন, তেমন সাংবিধানিক গণতন্ত্রের শাসনের অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি নেপালে। বারবার শাসক বদল হয়েছে। মূলত সরকারের শরিক শক্তিগুলির মধ্যে তীব্র কোন্দলে।

মতাদর্শগত দেউলিয়াপনা দেখা গিয়েছে নেপালের কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যেও। সেই দলগুলির অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনও কম নয়। সংবিধানে গণতন্ত্র শব্দটি আছে বটে। জনতার ভোটাধিকারও আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত উপলব্ধিই করতে পারেনি নেপালি জনসাধারণ। চিন-ঘনিষ্ঠ এখনকার কেপি শর্মা ওলির সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাহাড় জমছিল অনেকদিন থেকে। সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। দেশের তরুণ সমাজ সরাসরি রাজপথে বিদ্রোহে নেমে পড়েছে।

শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ না থাকলে জনতার আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। যেমন আন্দোলন দেখা গিয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। তরুণ প্রজন্ম রাজপথে নেমে এলে নিশানা হয় সরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলগুলি। শ্রীলঙ্কায় দখল হয়েছিল প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ। বাংলাদেশে তাণ্ডব হয়েছিল তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনে। নেপালে দলে দলে তরুণরা ঢুকে পড়েছিলেন দেশের সংসদ ভবনে। লাঠি, ব্যারিকেড, কাঁদানে গ্যাস, এমনকি গুলি সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে।

২০২২-এর জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষেকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল জনরোষের মুখে। ঠিক দু'বছরের মাথায় ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের ধাক্কায় পালাতে হয় বাংলাদেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। আরও এক বছর পর ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দেশ ছাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তারুণ্যের যে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে নেপালে, তা কিন্তু নিছক সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে নয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ, সমাজমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সত্ত্বেও তাই ছাত্রসমাজ বিদ্রোহে অটল। সবচেয়ে বড় ক্ষোভের কারণ, কর্মসংস্থানের অভাব। জীবিকা খুঁজতে নেপালের তরুণরা বাধ্য হয়ে দলে দলে দেশান্তরী। দেশে চাকরির সুযোগই নেই। তার ওপর লাগামছাড়া দুর্নীতি। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এই জুলাইয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন সেদেশের ফেডেরাল বিষয়ক মন্ত্রী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাধবকুমার নেপালের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে চার্জ গঠন হয়েছে।

টেলিকম কেলেঙ্কারি উঠে এসেছে এই জুন মাসে। যাতে ১৩ লক্ষ ডলারেরও বেশি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। পোখরায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণে চিনের দেওয়া ১০ কোটি ডলারেরও বেশি রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে সংসদীয় কমিটির তদন্তে। বাংলাদেশের মতো নেপালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও শক্তিশালী কোনও বিরোধী পক্ষ নেই। ফলে বিদ্রোহের নিয়ন্ত্রণ কোনও দলের হাতে নেই। তরুণদের বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব ছাড়া।

বাংলাদেশের মতো সরকারের পাশ থেকে নেপালে সরে গিয়েছে সেনাবাহিনী। ফলে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন। রাজতন্ত্র অবসানের পর থেকে যত সরকারই তৈরি হয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রবীণরা। যাঁদের গড় বয়স ৭০। নবীনদের নেতৃত্বে তুলে আনা হয়নি। সুযোগ না দেওয়ায় ক্ষিপ্ত তরুণরা। যাঁদের প্রায় কারওই দেশ শাসনের বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধিতার অভিজ্ঞতা নেই। বিপদটা এখানেই। বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের মতো নেপালের তরুণদের এই বিদ্রোহে বিপথগামী হওয়ার বিপদ থেকেই গেল। পৃথিবীর যেখানেই শক্তিশালী বিরোধীর অভাব, বিপদ সেখানেই।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আলোচিত

যখন দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান ও ন্যায়ের দাবির জবাব গুলি দিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা দেশের জন্য কালো অধ্যায় হয়ে যায়। আজ নেপালের কালো দিন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের কণ্ঠস্বর দমন করতে রক্তপাত কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বড় দুঃসময়ের মধ্যে আছে আমার দেশ।

- মনীষা কৈরালা

ভাইরাল

স্টান্টবাজি। দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ট্রেন। এক তরুণ প্রথমে রেললাইনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেন। ট্রেন কাছাকাছি আসতেই রেললাইনের মাঝে শুয়ে পড়েন। ট্রেন তার ওপর দিয়ে চলে যায়। ট্রেন চলে যেতে আবার উঠে পড়েন।

আজ

১৯১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

১৯২৩

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

১০ এপ্রিল ১৯১২। টাইটানিকের প্রথম ও শেষ যাত্রা। টাইটানিকের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ১,৫১২ জন মানুষের স্মৃতি আজও অমলিন। হয়তো ইতিহাসে প্রথম একসঙ্গে সবার নাম, যাত্রী, নাবিক, কর্মচারী, সংগীতশিল্পী। যা বেলফাস্ট লিস্ট নামে পরিচিত।

আনন্দে বিষাদে টাইটানিকের আঁতুড়ে

দেবব্রত সান্যাল

জলপাইগুড়ি আর কলকাতায় বেজায় গরম পড়লেও তিব্বত যাওয়ার উপায় ছিল না। 'কলকেতা, ডায়মন্ড হারবার, রানাঘাট' অবধি ম্যানেজ হলেও তিব্বত ম্যানেজ হতে চায় না। তখন আমাদের ছেলে-বৌমা বলল, আমাদের এখানে চলে এসো। এখন গরমকাল হলেও কলকাতার মতো গরম নেই। মে মাসে গায়ে কম্বল দিয়ে শোওয়া, তারপর সেই কথাটা ফেসবুকে পোস্ট করে যারা দেশে বেগুনপোড়া হচ্ছে তাদের উত্তাপ বৃদ্ধি করার মধ্যে একটা শয়তানি-আনন্দ আছে।

লন্ডনে ছেলে-বৌমার বাড়ি আসার পর মিউজিয়াম, বাগান, প্রাসাদ ইত্যাদি দেখার পর ঠিক হল, ওদের যখন সাতদিনের ছুটি আছেই তখন সেই সুযোগে আমরা চারজন উত্তর আয়ারল্যান্ড ঘুরে আসি। ছেলে-বৌমার সঙ্গে সস্ত্রীক আমি।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে আমাদের প্রথম গন্তব্য বেলফাস্ট। কিন্তু যাবার পথে বর্নভিলে ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ড দেখে যাওয়ার ইচ্ছে দমন করা গেল না। যখন ছোট ছিলাম তখন সব চকোলেটকেই ক্যাডবেরি বলে জানতাম। তবে এটা জানা ছিল না যে, ক্যাডবেরি চকোলেট ইংল্যান্ডে তৈরি হয়। বর্নভিল ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের কাছের একটা ছোট্ট সুন্দর গ্রাম, যেখানে বিখ্যাত ক্যাডবেরি চকোলেট কোম্পানির প্রধান কারখানা। আমাদের কলিনডেলের বাসা থেকে বর্নভিল ঘণ্টা দুয়েকের পথ।

বর্নভিল গ্রামটা এমনিতে বেশ সুন্দর আর শান্তিপূর্ণ। এদেশে পথে-ঘাটে গাড়ির হর্ন বা মানুষের চ্যাঁচামেচি থাকে না। গ্রামটা ক্যাডবেরি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ক্যাডবেরি তাঁর কর্মচারীদের থাকবার জন্য গড়েছিলেন। এখানকার চারপাশটা গাছপালা, পার্ক আর ঐতিহাসিক বাড়ি নিয়ে ভারী সুন্দর।

বর্নভিলে ক্যাডবেরি ওয়ার্ল্ডের জন্য বাচ্চাদের খুব ভিড় হয়। আগে থেকে টিকিট কেটে রাখা দরকার। শুরুতে একটা এগজিবিশন ছিল যেখানে চকোলেট তৈরির ইতিহাস নানাভাবে দেখানো হয়। এখানকার উপস্থাপনা এত সুন্দর যে, দেখতে ও শিখতে ভালো লাগে। সঙ্গে ক্যাডবেরি কোম্পানির ইতিহাস আর বিবর্তনের প্রদর্শনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। হাতে-কলমে চকোলেট তৈরি করা শেখানো হল, পছন্দমতো চকোলেট চাখতে পেলাম আর কিছু চকোলেট কেনাও হল।

নানা রকম ফ্লেভারের চকোলেট চেখে দেখার মজাই আলাদা। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন মজার খেলা ছিল, আর ছিল থিম পার্কের মতো মজার রাইড। এসব করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল, তাই রাতটা স্ট্রানরারে থাকা ঠিক হল।

স্ট্রানরার স্কটল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে লক রায়ানের তীরে, ডামফ্রিস আর গ্যালোওয়ে অঞ্চলের একটা ছোট শহর। স্ট্রানরার থেকে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট এবং লার্নে অবধি ফেরি চলে। স্কটল্যান্ডে লক মানে তালা নয়, হ্রদ।

এখানে অনলাইনে এক-দু'রাতের জন্য পুরো সাজানো ফ্ল্যাট বুক করা যায়। ফ্ল্যাটে জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর সঙ্গে চা-কফি-সস-তেল-ময়দাও থাকে। চাইলে নিজের খাওয়া বানিয়ে নেওয়া যায় সেই ফ্ল্যাটে।

ইউকে ভিসাতে শুধু নর্থ কেন পুরো আয়ারল্যান্ডেই ঘোরা যায়, তবে এ যাত্রায় আমরা নর্থেই ঘুরেছি। তার একটা আজব কারণ হল, আমার ছেলে-বৌমা যেহেতু ইউকে-তে ডাক্তারি করে তাই তারা হুটহাট করে

আয়ারল্যান্ডে ঢুকতে পারবে না। আলাদা ভিসা চাই। গাড়িতে গেলে ফেরি ছাড়া গতি নেই। স্ট্রানরার থেকে বেলফাস্ট বত্রিশ মাইল ফেরিতে যেতে হয়। ফেরি বলতে একটা আস্ত জাহাজ। গাড়িখানা চালিয়ে এনে জাহাজের ডেকে পার্ক করে আমরা ওপরে সাজানো লাউঞ্জে এসে বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে সমুদ্রযাত্রার উপরি আনন্দ উপভোগ করলাম। জাহাজে অনেক আয়োজন। ডিউটি ফ্রি দোকানে গেলে পকেট হালকা হওয়ার ভয়, তার চেয়ে মিনি থিয়েটারে মিনি মাগনা মুভি দেখে কিছুটা সময় কাটানো ভালো। রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড় এবং দামও গলাকাটা নয়। তাই ওখানে বসে লাঞ্চ সেরে নেওয়া গেল। অসুবিধে হল বাইরে বেরিয়ে কায়দা করে ছবি তুলতে গিয়ে। মোবাইলে দেখে এসেছি লন্ডন আর বেলফাস্টের তাপমাত্রায় কোনও তফাত নেই। কিন্তু ডেকের ওপর কী প্রবল হাওয়া আর শীত যে ছবি তোলা মাথায় উঠল। রিল বানাতে গেলে 'চন্দ্রবিন্দু' হতে হবে। তখন দাঁত ঠকঠক করতে করতে জানলাম, জাহাজের ওপর সমীকরণটাই আলাদা এবং এখানে রিয়েল ফিল অন্তত তিন ডিগ্রি কম।

এরপর লাউঞ্জ থেকে বের হইনি। যেতে মোট দু'ঘণ্টা লাগল। জাহাজের খোল থেকে গাড়িতে চেপে উত্তর আয়ারল্যান্ডে নেমে আমাদের প্রকৃত যাত্রা শুরু হল।

আঁতুড়ে টাইটানিক শুনলে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। যেন জন্মলগ্ন থেকেই বলি প্রদত্ত। ইউকে-তে দেখার জায়গার তো অভাব নেই। মিউজিয়াম, প্রাসাদ, পাহাড়, হ্রদ এমনকি মিউজিক্যালস। তবু বেলফাস্টে আসা টাইটানিকের টানে।

২০১৬ সালে বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্র্যাভেল অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে টাইটানিক বেলফাস্টকে বিশ্বের সেরা পর্যটন আকর্ষণের শিরোপা দিয়েছিল। টাইটানিক স্লিপওয়েজ, হারল্যান্ড এবং উল্ফ ড্রয়িং অফিস আর হ্যামিল্টন গ্রেভিং ডকের পাশেই এই বেলফাস্ট টাইটানিক। এখানেই টাইটানিক ডিজাইন, তৈরি আর ৩১ মে ১৯১১ সালে লঞ্চ করা হয়েছিল।

টাইটানিক বেলফাস্ট এমন একটি মিউজিয়াম যেখানে টাইটানিকের গল্প শোনা যায়। পাতায় পাতায় বেলফাস্টে ১৯০০ সালের শুরুর দিকে এর কল্পনা থেকে শুরু করে এর নির্মাণ, লঞ্চ এবং যাত্রা শুরুর দিনের সবকিছু লেখা আছে। আমরা সেই গল্পের আবেশে এগিয়ে চললাম।

টাইটানিক এক্সপেরিয়েন্সে মোট ন'টা ইন্টারপ্রেটিভ আর ইন্টারঅ্যাক্টিভ গ্যালারি রয়েছে, যেখানে টাইটানিকের দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ আর গল্পগুলোর সঙ্গে পরিচয় হলাম। সেই সঙ্গে এই শহর এবং মানুষদের গল্প শোনা গেল, যাঁরা এই জাহাজটা তৈরি করেছিলেন।

মিউজিয়ামের ভিতরে ঢোকার পর ঘড়ির কাঁটা যেন পেছনে ফিরে গেল। কীভাবে টাইটানিক তৈরি হয়েছিল ধাপে ধাপে চোখের সামনে ফুটে উঠল। সামনে হারল্যান্ড এবং উল্ফ গেট। গেট পেরিয়ে শিপইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে ডার্ক রাইডে উঠলাম।

ডার্ক রাইড, আমার কাছে টাইটানিক বেলফাস্ট মিউজিয়ামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা।

এ এক ইন্ডোর রাইড, যেখানে আমরা একটা ঝুলন্ত কেবিনে বসে বেলফাস্টের শিপইয়ার্ডের অভিজ্ঞতা পেলাম। ভয়ের কিছু নেই, কেবিনগুলো রোলার-কোস্টারের মতো ধীরে চলে। অবাক হয়ে দেখলাম কীভাবে হারল্যান্ড অ্যান্ড উল্ফ শিপইয়ার্ডে টাইটানিক তৈরি হচ্ছিল। আলো, শব্দ, ভিডিও প্রোজেকশন, অ্যানিমেশন আর বাস্তবসম্মত সেট মিলে সেই সময়ের শ্রমিকদের কাজের পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। আমরা তখন গরম ধাতু, ইঞ্জিনের শব্দ আর ভারী যন্ত্রপাতির শব্দের জগতে ঢুকে গিয়েছি। স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি তাদের কথাবার্তা। রাইড হয়তো প্রায় চার মিনিটের মতো হবে, কিন্তু অভিজ্ঞতা সামান্য নয়। ওপর থেকে আমরা টাইটানিক এবং অলিম্পিক যে স্লিপওয়েজে ছিল তার একটা প্যানোরামিক ভিউ দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে।

টাইটানিক এবং তার সহোদরা জাহাজ অলিম্পিক দুটিই এই হারল্যান্ড অ্যান্ড উল্ফ শিপইয়ার্ডে দুটো বিরাট স্লিপওয়েজে তৈরি হয়েছিল। স্লিপওয়েজ হল জাহাজ তৈরির জন্য ঢালু কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে তৈরি জাহাজ প্রথমবারের মতো জলে ভাসানো হয়।

টাইটানিক ও অলিম্পিকের স্লিপওয়েজ দুটো পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছিল। একটাতে অলিম্পিক, অন্যটাতে টাইটানিক। সেই সময়ে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্লিপওয়েজ, যেখানে সেই বিশাল সমুদ্রজাহাজ দুটো তৈরি করা হয়েছিল। স্লিপওয়েজের চারপাশে বিশাল গ্যান্ট্রি ক্রেন বসানো হয়েছিল, যার নকশা বানিয়েছিলেন স্যর উইলিয়াম আরল্ড। এই ক্রেন দিয়ে জাহাজের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব যন্ত্রাংশ তোলার কাজ করা হত। টাইটানিককে এখান থেকেই জলে নামানো হয়েছিল।

১৯১১ সালে শুরুর দিনের নানান ছোট-বড় স্মৃতিচিহ্ন এমন মুনশিয়ানায় সাজানো হয়েছে যে গায়ে কাঁটা দেয়। নানান ছোট ছোট মডেল, ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস এবং কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারির মাধ্যমে জাহাজের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। যেমন অভিজাত মহল্লা এবং কেবিন, ডাইনিং এরিয়া, ইঞ্জিন রুম, কাজের জায়গায় আছে। আমরা সেখানে ঢুকে মহাসাগরের শব্দ শুনতে পাওয়ার সঙ্গে ইঞ্জিনের কম্পনও অনুভব করতে পারলাম।

পরের অংশটা বড় বেদনাদায়ক। এই বিশাল জাহাজের প্রথম যাত্রায় দেড় হাজার পুরুষ, নারী এবং শিশুর মৃত্যুকে শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়ালাম। এখানে সেই সময়ের তদন্ত ও সংবাদ রিপোর্টগুলি সব রাখা আছে। পুরো অভিজ্ঞতা শেষ হয় বর্তমানে এসে, যেখানে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার আর জলের নীচে যে খোঁজ চলেছে তার কাহিনী খুব বিস্তারিত ভাবে রয়েছে।

সারা শহর নানাভাবে টাইটানিককে মনে রেখেছে। মনে রেখেছে ১০ এপ্রিল ১৯১২ সালে তার প্রথম ও শেষ যাত্রার কাহিনী।

বেলফাস্ট সিটি হলের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে টাইটানিক মেমোরিয়াল গার্ডেন, যেখানে টাইটানিকের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ১,৫১২ জন মানুষের স্মৃতি অমলিন। দুই স্তরে তৈরি এই বাগানের উপরের অংশে ন'মিটার লম্বা পাথরের ফলক, যেখানে ব্রোঞ্জের পনেরোটি প্ল্যাকে মৃতদের নাম অক্ষরক্রমে খোদাই করা। হয়তো ইতিহাসে প্রথম একসঙ্গে সবার নাম, যাত্রী, নাবিক, কর্মচারী, সংগীতশিল্পী। যা আজ 'বেলফাস্ট লিস্ট' নামে পরিচিত।

বাগানের চারপাশে সাদা, রুপোলি, নীল ও সবুজ মেশানো গাছপালা, যেন সেই জল আর বরফের রঙে নেমে আসা এক নীরব শান্তি। বসন্তে ম্যাগনোলিয়া, তারার মতো ফুল, সাদা গোলাপ বা স্মৃতির প্রতীক রোজমেরি এই বাগানের বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জনমন জনমত

হকিতে ভারতের সুদিন ফিরে আসার আশায়

৮ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে খেলার পাতায় প্রকাশিত 'এশিয়া সেরা ভারত' শীর্ষক প্রতিবেদনটি নজরে পড়তেই একজন ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমী হিসাবে মনটা অনাবিল

আনন্দে ভরে উঠল। দীর্ঘ ৮ বছর পরে পুরুষদের এশিয়া কাপ হকিতে ভারত আবার চ্যাম্পিয়ন হল। হরমনপ্রীত সিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত এবারের প্রতিযোগিতায় পুরোপুরিভাবে অপরাজিত থেকে চতুর্থবারের জন্য এশিয়া সেরার তকমা লাভ করল। ম্যাচের শুরু থেকে ভারতীয় হকি দলের হেড কোচ ক্রেইগ আর্থার ফুলটনের আক্রমণাত্মক স্ট্র্যাটেজিতেই তো এই সোনালি সাফল্যলাভ সম্ভব হল।

২০২৬ সালের অগাস্ট মাসে ইউরোপ মহাদেশের নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম যুগ্মভাবে আয়োজন করতে চলেছে ১৬তম পুরুষ হকি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা। আশা করছি, ভারতীয় পুরুষ হকি দল এইরকমভাবে অ্যাটাকিং ও গোল লক্ষ্য করে লাগাতার শট মেরে যাওয়ার কার্যকরী স্ট্র্যাটেজিটা ধরে রাখার চেষ্টা করবে এবং বিশ্বকাপে সফল হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারতীয় পুরুষ হকি দলের বিজয়রথের গতি অব্যাহত থাকুক।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

হুলি গান ইজম যেন প্রতিবাদের নামে ভণ্ডামি

হুলিগানিজম বলে ইংরেজিতে একটি কথা আছে যার পাতি বাংলা শব্দ গুন্ডামি। সম্প্রতি হুলি গান ইজম নামক গানের পারফরমেন্সে এখন গোটা বাংলার নেট দুনিয়া উত্তাল। সৌজন্যে অভিনেতা ও গায়ক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। অনির্বাণ অত্যন্ত উঁচু মাপের একজন অভিনেতা। গানের গলাটাও মন্দ নয়। তবে তাঁর হুলি গান ইজম নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন, গানের কথায় তিনি এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন। তুলতেই পারেন। যতই কেন্দ্র সরকার বা দেশের পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন হোক না কেন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক বলে কথা! তিনি প্রশ্ন তুলে সঠিক কাজই করেছেন।

তিনি তাঁর গানের মধ্যে রাজ্যের তিন ঘোষ পদবিপ্রাপ্ত রাজনীতিককে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। যার মধ্যে প্রথমজন শাসকদলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কুণাল কত বড় নেতা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। তবে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে তিনি কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন সেটা প্রমাণিত। দ্বিতীয়জন দিলীপ ঘোষ, যিনি গোরুর দুধে সোনা পাওয়া যায় বলেছিলেন। রূপক অর্থে বলা এই কথার ব্যাখ্যাও তিনি বহুবার দিয়েছেন। দিলীপবাবুর রাজনৈতিক বোধ এবং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মূর্খামি। তিনি রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চে অত্যন্ত সফল এক নেতা, সেটা প্রমাণিত। তৃতীয়জন বাম নেতা শতরূপ ঘোষ। তিনি বাবা-মায়ের জমানো পয়সায় গাড়ি কিনে নেট দুনিয়ায় সমালোচিত হয়েছিলেন। গাড়ি তিনি কিনতেই পারেন। বাবা-মা তো অন্য কারও নয়, তাঁর নিজের। সেই গাড়ি চড়ে তিনি পার্টি অফিসে যাবেন না টিভি শোতে যাবেন- সেটা তাঁর ব্যাপার। এতে কার কী?

আজকাল মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করা এক ধরনের ফ্যাশনে পরিণত। যদিও মুখ্যমন্ত্রীকে গানের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করার সাহস অনির্বাণ দেখাতে পারেননি। তিনি সাম্প্রতিক দুর্নীতি বা অভয়া কাণ্ড নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে বীরত্ব বা বিপ্লব করতে গিয়ে তিনি আবার সনাতন ধর্মকে আক্রমণ করে বসেছেন। যাইহোক ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে কিছু বলার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। পরিণতিটা বোধহয় তিনি জানতেন।

সবচেয়ে বড় কথা হুলি গান ইজম যদি গান হয় তাহলে এপাং-ওপাং-ঝপাংকে ব্যঙ্গ করার অধিকার তাঁর নেই। শিল্পী ও শিল্পের স্বাধীনতা থাকতেই পারে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, গানের নামে এই ধরনের গুন্ডামি বা ভণ্ডামি চলবে। সলিল চৌধুরী, কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তীরা বাংলা গানে বিপ্লব আনার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ফাজলামি করেননি। বাংলা সংগীত এতটা হালকা বা ঠুনকো নয়। এখানে হানি সিং সংস্কৃতি বোধহয় চলে না। বিপ্লবের নামে বাদ্যি বাজিয়ে জগঝম্প শব্দ করা আর যাইহোক কখনোই গান হতে পারে না। বিপ্লব অনেকভাবেই হয়, তবে গানের নামে এই বিপ্লবাত্মক ভণ্ডামি কখনোই বরদাস্ত নয়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি।

গ্যাস-ওষুধে কর কমলে ভালো হত

২২ সেপ্টেম্বর থেকেই দেশে কার্যকর হতে চলেছে নতুন জিএসটি হার। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, স্বাস্থ্যখাতে, শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম এবং যানবাহনের উপর ট্যাক্সে বড় পরিবর্তন আসছে। যদিও এই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ কতটা স্বস্তি পাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যেসব জিনিসের উপর কর কমানো হয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু জিনিস একবার কিনলে বহুদিন ব্যবহার করা যায়। যেমন টেলিভিশন, টায়ার বা থার্মোমিটার। এগুলির দাম কমলেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খরচে তেমন বড় কোনও পরিবর্তন আসে না। অথচ গ্যাস, বিদ্যুৎ, সার ও ওষুধ প্রতিদিন প্রয়োজন হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এইসব খাতের উপর করের বোঝা কমানো হলে প্রতিদিনের খরচে স্বস্তি আসত এবং মানুষ বাস্তবিক অর্থে উপকৃত হতেন।

অতএব, সরকারের এই পদক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি মিললেও তা আংশিক বলেই ধরা হচ্ছে। মানুষজনের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, সার ও ওষুধের মতো প্রতিদিনের অপরিহার্য খাতে কর কমানো হবে, যাতে তাঁরা প্রকৃত অর্থে আর্থিক স্বস্তি পেতে পারেন।

আলমগির মিয়াঁ
শীতলকুচি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। বুদ্ধদেব ৫। হুঁশ, খেয়াল, মনোযোগ ৬। অস্বাভাবিক রকমের কাজের নেশা ৮। মুক্তা ৯। সপ্তাহের বিভিন্ন দিন, উকিলসমাজ, পালা ১১। আত্মসম্মান রক্ষায় রাজপুত রমণীদের মৃত্যুবরণের ব্রত ১৩। লক্ষ্মীদেবী, ভারতের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ১৪। তন্নতন্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ।

উপর-নীচ : ১। গোঁয়ার, রুক্ষপ্রকৃতি ২। পর্যন্ত, অবধি ৩। স্বার্থ, প্রয়োজন ৪। ধনী ৬। শাঁখের করাত ৭। গোপনে কোনও জিনিস সরিয়ে নেওয়া ৮। স্বর্ণমুদ্রা, সিল ৯। কথা বাক্য, বড় বড় কথা, রোগবিশেষ ১০। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ১১। বুদ্ধিমান, চালাক ১২। লতার আরেক নাম ১৩। শেষ, অন্ত।

সমাধান ■ ৪২৩৯

পাশাপাশি : ১। শামিয়ানা ৩। মালিকা ৫। কচরমচর ৬। নিকৃষ্ট ৭। ভল্লুক ৯। কোপনস্বভাব ১২। কশিদা ১৩। চিরায়ত।

উপর-নীচ : ১। শাক্যমুনি ২। নাকচ ৩। মালুম ৪। কান্তার ৫। কষ্ট ৭। ভব ৮। কতশত ৯। কোরক ১০। নর্মদা ১১। ভাংচি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পদ্মাপারের ছায়া

জেন জেড বিপ্লব

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, কাঠমান্ডু

নেপালের সিংহ দরবারে তাণ্ডব উন্মত্ত জনতার।

৫ অগাস্ট, ২০২৪, ঢাকা

বাংলাদেশের গণভবনে অগাস্ট বিপ্লব।

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : পটভূমিটাই যা আলাদা। না হলে বাকি চিত্রনাট্যে খুব একটা অমিল নেই। নেপালে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় জেন জেডের অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের গুঁতোয় যেভাবে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি সরে দাঁড়িয়েছেন তার সঙ্গে গতবছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের প্রভূত মিল রয়েছে।

ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশেই বিক্ষোভের নেপথ্যে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সরকার বিরোধী মানসিকতা রয়েছে। বাংলাদেশে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ছাত্র-জনতা। নেপালেও তরুণ প্রজন্মের হাতেই রয়েছে বিক্ষোভের ব্যাটন। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, উর্দিধারীদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, সেনা-পুলিশের গুলিতে মৃত্যু-যা কিছু বাংলাদেশে হয়েছিল, নেপালেও তা হয়েছে। আর এসব দেখেশুনে ভারতেও আগামী দিনে বাংলাদেশ, নেপালের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে তথ্যভিজ্ঞ মহলের একাংশের মধ্যে।

> দুই দেশেই প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সামনের সারিতে রয়েছেন তরুণ, ছাত্রসমাজ। যে জেন জেড নেপালে আন্দোলনে নেমেছে তাদের বেশিরভাগেরই জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২-র মধ্যে। সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে বেশিরভাগ সময় কাটানো তরুণরা একযোগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে যেভাবে কোটা বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল নেপালেও 'নেপো কিডস'দের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তরুণরা।

তাঁরা মনে করছেন, নেপালে যেভাবে জেন জেড রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে সেদেশের ভোল বদলানো শুরু করেছে, তাতে বার্তাটা স্পষ্ট। নতুন প্রজন্ম স্থিতাবস্থা বরদাস্ত করতে নারাজ। লম্বাচওড়া ভাষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা লাগাতার তরুণদের দিনের পর দিন বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে বিরোধী বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা না করে তরুণরা যে নিজেরাই পথে নেমে ইতিহাস গড়ার পথে হাঁটতে প্রস্তুত সেটা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কিংবা নেপালের জেন-জেড আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব তথা রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'নেপালে যেটা হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে তা অবশ্যই চিন্তার কথা। তবে এই মুহূর্তে ভারতে তার প্রভাব পড়েনি। বাংলাদেশে যেমনটা হয়েছিল নেপালে তা হবে না বলেই মনে হচ্ছে।'

বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জেরে হাসিনা দেশচ্যুত হওয়ার পর পদ্মাপাড়ে অস্থিরতা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় বসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারত বিরোধী কার্যকলাপে মদত দেওয়া হচ্ছে। কবে নাগাদ সাধারণ নির্বাচন হবে তাও স্পষ্ট নয়। এমনকি যে সেনাবাহিনী গোড়ায় ক্ষমতা দখল করবে বলে মনে করা হয়েছিল তার সঙ্গেও ইউনূস সরকারের বিরোধ বারবার সামনে এসেছে।

নেপালে জল এতটা গড়াবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশের মতো হিমালয়ের কোলে থাকা দেশটিতে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলিকে বিক্ষোভকারীরা নিশানা করেছে। পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টের বাসভবন, শাসক দলের সদরদপ্তর, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ইউনূসের মতো না হলেও মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির বাইরে থাকা কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ ওরফে বলেনকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার কথাবার্তা চলছে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে অন্তত পাঁচটি মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। প্রথমত, দুই দেশেই প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সামনের সারিতে রয়েছেন তরুণ, ছাত্র সমাজ। যে জেন জেড নেপালে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁদের বেশিরভাগেরই জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২-র মধ্যে। সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে বেশিরভাগ সময় কাটানো তরুণরা একযোগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে যেভাবে কোটা বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল নেপালেও 'নেপো কিডস'দের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তরুণরা। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ ও নেপালে সরকারের ছোট্ট একটি সিদ্ধান্তের জবাবেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। বাংলাদেশে ছিল কোটাবিরোধী আন্দোলন। নেপালে হয়েছে সামাজিক মাধ্যমের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ। তৃতীয়ত, .বাংলাদেশের মতো নেপালেও নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে প্রতিবাদীদের মৃত্যু হয়েছে। চতুর্থত, দুই দেশেই প্রতিবাদের আগুন লেগেছে সরকারি ভবনগুলিতে। নেতা-মন্ত্রীদের আক্রমণ করা হয়েছে। আর সর্বশেষ মিল, দুই দেশের সেনার পরামর্শে ক্ষমতাধর শাসককে কুর্সি ছাড়তে হয়েছে। বাংলাদেশে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের পরামর্শে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। নেপালে জেনারেল অশোক রাজ সিগডেলের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী ওলি পদত্যাগ করে করেছেন।

র‍্যাপার থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ বলেন্দ্র

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর : বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল। ছাত্র-যুব বিদ্রোহে বেসামাল রাজধানী কাঠমান্ডু। দেশের তরুণ প্রজন্মের চাপে নতিস্বীকার করে মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। একইসঙ্গে গণইস্তফার সিদ্ধান্ত নেন রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির ২১ জন সাংসদ। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি।

নেপালের পরবর্তী শাসনভার কার হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই নিয়ে প্রবল চর্চার মধ্যেই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাতাসে নাম উড়তে থাকে নেপালি জনগণের মুখ বলেন্দ্র শাহ বা বলেনের।

কে এই বলেন শাহ? তিনি কাঠমান্ডুর মেয়র। দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে নেপালি জনতার পছন্দের প্রার্থী। পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বলেনের রাজনৈতিক উত্থান উল্কার গতিতে। ২০২২ সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন বলেন। মেয়র নির্বাচনে শাসকদলের বাঘা বাঘা প্রার্থীকে হারিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে লড়াই করে তিনি জয় ছিনিয়ে নেন।

বলেন্দ্র কাঠমান্ডুর ১৫তম মেয়র পদে জয়লাভ করার পর তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রায় দেববিগ্রহের মতো হয়ে ওঠেন। ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তাঁকে ভাবতে শুরু করেন নেপালের তরুণ জনসমাজের একাংশ। বর্তমান অস্থির আবহে এখন বলেনকেই কেপি শর্মা ওলির আসনে চাইছেন নেপালের তরুণরা। নেপালের সমাজমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক পোস্টগুলি বলেনের সমর্থনে ভরে উঠেছে।

বলেন্দ্রের পড়াশোনা নেপালের ভিএস নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল থেকে। হিমালয়ান হোয়াইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কর্ণাটকের বিশ্বেশ্বরীয়া টেকনলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (ভিটিইউ) থেকে তিনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান।

নেপালে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের গোড়া থেকেই নজর কাড়েন তরুণ নেতারা। এঁদের মধ্যে ছিলেন বলেন্দ্রও। তাঁর জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়ায় বড় ভূমিকা ছিল সমাজমাধ্যমের। সোমবারের উত্তপ্ত আবহে যুব আন্দোলনের সমর্থনে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন কাঠমান্ডুর ৩৩ বছর বয়সি মেয়র।

কাঠমান্ডুর 'র‍্যাপার' হিসাবে খ্যাত বলেন লেখেন, 'তরুণসমাজের আন্দোলনে আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রয়েছে। তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলিতে মনোযোগ দেওয়া ভীষণ জরুরি।' রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে এই আন্দোলনকে কাজে না লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। তাঁর কথা তরুণ নেপালিদের মনে দাগ কেটেছে, যাঁদের অনেকেই তাঁকে দেশের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে দেখেন। তাঁর বক্তব্যে মুগ্ধ তরুণরা ফেসবুকে ঝড় তুলে স্লোগান তোলেন 'বালেন দাই, টেক দ্য লিড।' অনলাইনে শুরু হয়েছে 'বালেন ফর পিএম' প্রচার।

২০২৩ সালে বলেন্দ্রর নাম জায়গা করে নিয়েছিল বিশ্বখ্যাত 'টাইম' পত্রিকায়। পৃথিবীর জনপ্রিয়তম ১০০ ব্যক্তির তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিল তাঁর নাম। এমনকি 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর মতো বিখ্যাত সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছিল বলেন্দ্রর নাম। সেই প্রতিবেদনে তাঁর স্বচ্ছতা এবং তৃণমূল স্তরে রাজনীতির প্রশংসা করা হয়।

আন্দোলনের মুখ ভূমিকম্পে সন্তানহারা বাবা

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর : নাম সুদান গুরুং। তাঁর একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে দর্পচূর্ণ হল কেপি শর্মা ওলির। জেন জেড আন্দোলনের চাপে মঙ্গলবার নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া ওলি দেশ ছেড়েছেন বলে জল্পনা চলছে। তবে কাঠমান্ডুর নানা জায়গায় বিক্ষোভ জারি রয়েছে। তরুণ তুর্কিদের ক্ষোভের আঁচে পুড়ছে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী নেতাদের ঘরবাড়ি, অফিস-কাছারি। সমাজমাধ্যমে বিধিনিষেধের জেরে শুরু হওয়া নেপালের বেনজির বিক্ষোভের পিছনে অনুঘটক যে সুদান গুরুং, তা একবাক্যে স্বীকার করছে সেদেশের সব মহল।

রাজনীতির ময়দানে ডান-বাম দলগুলি যখন ক্ষমতা দখলের দড়ি টানাটানিতে ব্যস্ত ছিল, তখন প্রচারের আলো থেকে অনেক দূরে গোকুলে বেড়েছে সুদানের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হামি নেপাল। ২০১৫-য় নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ছেলেকে হারিয়েছিলেন সুদান। ত্রাণকার্য চালাতে হামি নেপাল তৈরি করেছিলেন সন্তানহারা বাবা। সেই শুরু। অচিরে নেপালের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে হামি নেপাল। হাজার হাজার তরুণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। রাজনৈতিক নেতাদের সমান্তরালে বাড়তে থাকে সুদানের প্রভাব। কিছুদিন আগে বিপি কৈরালা ইনস্টিটিউটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। যা দ্রুত সরকারি কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য দুর্নীতির সঙ্গে জুড়ে যায়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভে পরিণত হয়।

২৬টি সমাজমাধ্যম বন্ধ করার কারণে ওলি সরকারের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজের ক্ষোভ যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় দুর্নীতি-বিরোধী একটি মিছিলের ডাক দিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন সুদান। সেখানে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম পরে হাতে বই নিয়ে মিছিলে শামিল হতে বলেছিলেন। আগুনে ঘি ঢালে সেই পোস্ট। সুদানের এক ডাকে সোমবার সকালে রাস্তায় নেমে পড়ে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। পরের ঘটনা সবার জানা। ওলির পদত্যাগের আগে পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে হওয়া সংঘর্ষে ঝরে গিয়েছে ২২টি তাজা প্রাণ। সুদান গুরুংয়ের হাত ধরে চলা আন্দোলন নেপালকে কোন পথে নিয়ে যায় এখন সেটাই দেখার।

অনুঘটক সুদান

ব্যক্তিগত ক্ষতি

২০১৫-র ভূমিকম্পে হারিয়েছিলেন সন্তানকে

উত্থান

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন

জেন জেডের কণ্ঠস্বর

তরুণদের বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে সরকারের সমালোচনা

পরিস্থিতির আঁচ সীমান্তে, বিহারে ভোটের আগে সতর্ক ভারত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : নেপালে জেন জেডের বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেছেন। সরকারহীন নেপালের ভবিষ্যৎ কোন পথে বাঁক নেবে, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। এর জের ভারত-নেপাল সীমান্তেও পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভারতের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত ১৭৫১ কিমি, যার মধ্যে বিহারের সঙ্গেই রয়েছে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ৭২৬ কিলোমিটার। তাই বিহার বিধানসভা ভোটের আগে নেপালের অস্থিরতা ভারতের কাছে নিছক একটি বিক্ষোভের ঘটনা নয়, বরং এক বড় সতর্কবার্তাও বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) সীতামারি, মধুবনী, পশ্চিম চম্পারণ, আরারিয়া, সুপৌল, পূর্ব চম্পারণ ও কিষাণগঞ্জের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে টহলদারি বাড়িয়েছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তল্লাশি, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই ভালোভাবে জানে, নেপালের উত্তাল ঢেউ যদি সীমান্ত পেরিয়ে আসে, তবে নির্বাচনের আগে বিহার ভয়াবহভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

এই অস্থিরতা তাই সরাসরি ভোটের ইস্যু না হলেও রাজনৈতিক আখ্যান গঠনে বড় ভূমিকা নেবে। বিজেপি সীমান্ত-নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও কূটনৈতিক কঠোরতার প্রশ্নকে সামনে এনে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরবে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর নেপালের অশান্তির ঘটনাকে ভারতের বিদেশনীতির ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরবে বিরোধী শিবির। বিহারের ভোটে সীমান্ত সুরক্ষা, কূটনৈতিক দক্ষতা এবং বিদেশনীতি নিয়ে প্রচণ্ড টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। বস্তুত, ভারতের চারদিকে একটিও শান্ত প্রতিবেশী নেই। পাকিস্তান ডুবে আছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক ধসে, বাংলাদেশ শেখ হাসিনার পতনের পর চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মায়ানমার গৃহযুদ্ধে জর্জরিত, শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক ধসের অভিঘাত সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, চিন সীমান্তে লাগাতার চাপ বাড়াচ্ছে, আর নেপাল অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক বিক্ষোভে বিপর্যস্ত। দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে ভারত এখন কার্যত এক 'অশান্তির বৃত্তে' বন্দি হয়ে পড়েছে।

এমন পরিস্থিতি শুধু নিরাপত্তার ঝুঁকিই নয়, অর্থনীতির উপরও চাপ ফেলছে। নেপাল ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, ভারত থেকে নেপালে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি, খাদ্যপণ্য ও ওষুধ যায়, আর নেপাল থেকে আসে জলবিদ্যুৎ, কৃষিজাত পণ্য ও পর্যটন সুবিধা। অশান্তি এই লেনদেন ব্যাহত করতে পারে, যার প্রভাব পড়বে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অর্থনীতিতেও। এর থেকেও বড় উদ্বেগের বিষয় চিনের ভূমিকা। নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি সিং ওলি বরাবরই চিনপন্থী বলে পরিচিত। ২০২৪ সালে তিনি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কেও অনেক শীতলতা এসেছে। তার আগের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার পর যেখানে প্রথম ভারত সফরে এসেছিলেন সেখানে ওলি প্রথমেই চিন সফরে যান।

দীর্ঘদিন ধরেই কাঠমান্ডুতে বেজিং বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ -এর অংশীদার করার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় চিনের প্রভাব আরও গভীর হলে ভারতের উত্তর সীমান্তে বিপজ্জনক কৌশলগত বাস্তবতা তৈরি হবে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক'-এর এত কাছাকাছি চিনা দাপট ভারতের নিরাপত্তার জন্য এক অশুভ বার্তা হতে পারে। কূটনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই এই তত্ত্ব উঠে আসছে, নেপালে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা এমনি এমনি নয় তাকে ঘটানো হয়েছে। মধ্যেই এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খুলেছেন ভারতীয় সেনার প্রাক্তন ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল একে চৌধুরী। তিনি বলেছেন, 'নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির পদত্যাগের পর, এমন একটি সরকার ক্ষমতায় আসা উচিত যারা দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়ে নেপালের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য কাজ করবে। সরকার গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চিনের যেকোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেপাল এবং এর নাগরিকদের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর হবে। সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় ছাত্র এবং যুবসমাজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চিনের কোনও হস্তক্ষেপ মেনে নিতে হবে না।'

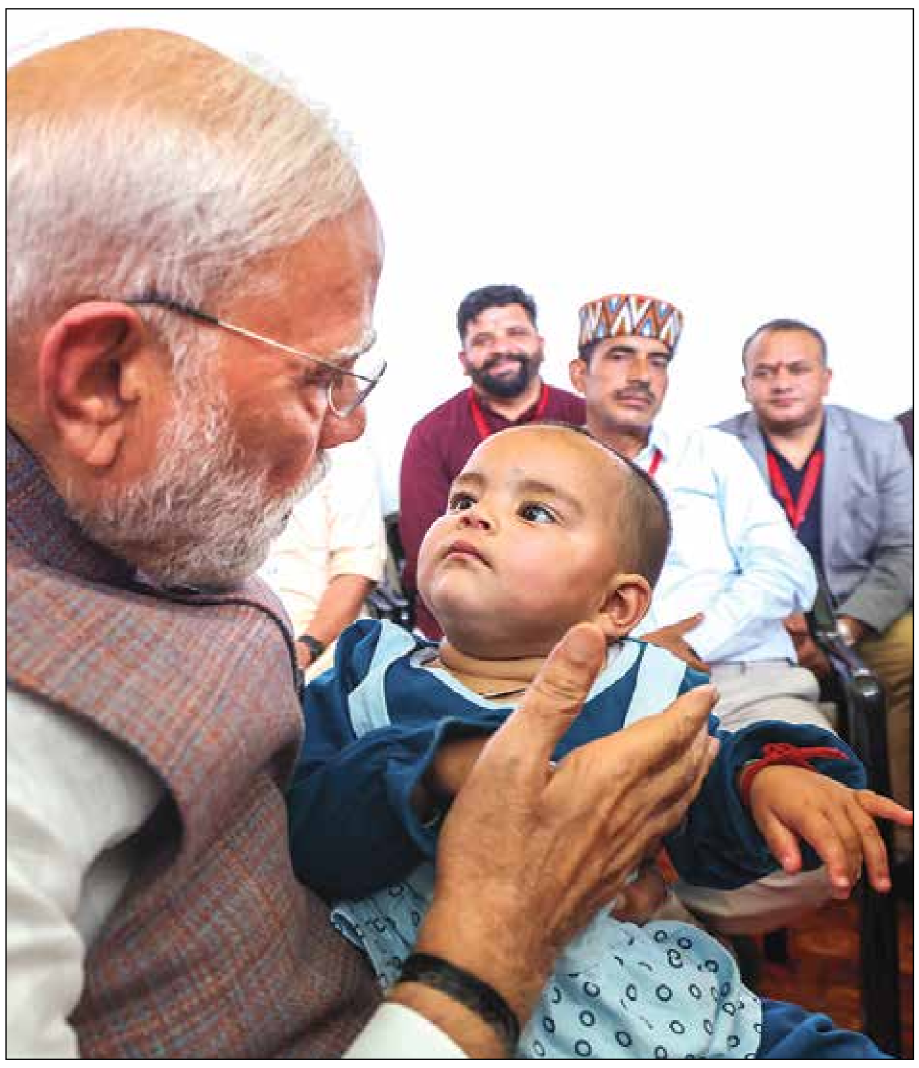

চোখে চোখে... বন্যাপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে খুদেকে কোলে নিয়ে আদর প্রধানমন্ত্রীর। মঙ্গলবার কাংড়ায়।

প্রত্যাশিত জয় রাধাকৃষ্ণাণের

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চর্চায় ক্রস ভোটিং

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : শাসক জোটের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত ছিলই। মূল প্রশ্ন ছিল, বিরোধী প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান গতবারের মতো থাকবে নাকি কমবে। কিন্তু সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে মাত্র ১৫২টি ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে শেষ হাসি হাসলেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণান।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেল তথা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার পিসি মোদি জানান, ৪৫২টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ী রাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণান। অপরদিকে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি. সুদর্শন রেড্ডি পেয়েছেন ৩০০ ভোট। মোট ১৫টি ভোট বাতিল হয়।

ভারতের নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতিকে জয়ের অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ। রাতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর বাসভবনে রাধাকৃষ্ণনকে অভিনন্দন জানাতে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ সাংসদরা। অপরদিকে পরাজয়ের পর রেড্ডি জানিয়েছেন, মতাদর্শের লড়াই আরও জোরালোভাবে চলবে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্রহণ। ভোটগণনায় দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণান পেয়েছেন ৬০.১০ শতাংশ। রেড্ডি পেয়েছেন ৩৯.৯০ শতাংশ।

২০২২ সালে এনডিএ-র জগদীপ ধনকর পেয়েছিলেন ৭৪.৩৭ শতাংশ ভোট। বিরোধীদের প্রার্থী মার্গারেট আলভা পেয়েছিলেন ২৫.৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ এবার যে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট আগাগোড়া ঐক্যবদ্ধ ছিল ফলাফলই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। তবুও ফলাফলে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে ক্রস ভোটিংয়ের। যদিও জয়রাম রমেশ দাবি করেছেন, নৈতিক জয় হয়েছে তাঁদেরই।

এদিন মোট ভোট পড়েছে ৭৬৭টি। অর্থাৎ ৯৮.২১ শতাংশ। এর মধ্যে বৈধ ভোট পড়েছে ৭৫২টি। বাতিল হয়েছে ১৫টি ভোট। ভোটদানে বিরত ছিলেন ১৪ জন। সোমবার বিরোধীরা দাবি করেছিলেন তাঁদের প্রার্থী অন্তত ৩২৪ ভোট পাবেন। পাশাপাশি অনুমান করা হয়েছিল এনডিএ প্রার্থী রাধাকৃষ্ণন পেতে পারেন ৪৩৯ ভোট। কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল রাধাকৃষ্ণনের ঝুলিতে পড়েছে পূর্বাভাসের থেকেও ১৩টি বেশি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, বিরোধী শিবিরের কিছু সাংসদ ক্রস ভোট না করলে রাধাকৃষ্ণনের পক্ষে অতিরিক্ত ভোট পাওয়া সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের ইঙ্গিত, কংগ্রেসের ১ টা ভোট কম পড়েছে, শিবসেনার তিনটি এবং আপের তিনটে ভোট কম পড়েছে।

এদিন ভোট দিতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বিরোধিদের দাবি কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সপা-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে ভোট দেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ভোট দেন তৃণমূলের দুই বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত রায়। উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের দাবি, তাঁদের সাংসদদের ১০০ শতাংশ ভোটদান কার্যকর হয়েছে।

ভোটগ্রহণ পর্বে সংসদ ভবনে বেশ কিছু বিরল ঐক্যের ছবি ধরা পড়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়িকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাত ধরে হাঁটতে দেখা যায়। সপা প্রধান অখিলেশ যাদবকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে থাকতে দেখা যায়। আরও এক বিরল দৃশ্য তৈরি হয় যখন তৃণমূল সাংসদদের গ্রুপ ফটো তুলে দেন বঙ্গ বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

পঞ্জাব-হিমাচলকে আর্থিক প্যাকেজ

বন্যা পরিস্থিতি দেখে ঘোষণা মোদির

চণ্ডীগড়, ৯ সেপ্টেম্বর : বন্যাপীড়িত হিমাচলপ্রদেশ এবং পঞ্জাবের জন্য বিপুল আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার দুপুরে দুই রাজ্যের বন্যাকবলিত এলাকাগুলি আকাশপথে পরিদর্শন করেন তিনি। কথা বলেন বন্যাপীড়িতদের সঙ্গেও। পঞ্জাবকে যথাক্রমে ১৬০০ কোটি টাকা এবং হিমাচলপ্রদেশকে ১৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। দুই রাজ্যেই মৃতদের পরিবারবর্গকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

এদিন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েই হিমাচলের উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে কাংরায় স্বাগত জানান রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, বিরোধী দলনেতা জয়রাম ঠাকুর প্রমুখ। হিমাচলে পৌঁছে আকাশপথে ঘুরে দেখেন বন্যাকবলিত মান্ডি এবং কুলু জেলা। হিমাচলের কঠিন সময়ে রাজ্যের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। কথা বলেন বন্যাপীড়িত মানুষদের সঙ্গেও। রাজ্য সরকারের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করার বার্তাও দেন মোদি। হিমাচলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর পঞ্জাবে আসেন তিনি। গুরদাসপুরে একটি রিভিউ বৈঠকে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মোদি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখরের নেতৃত্বে বন্যাপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিন হিমাচলে বন্যাপীড়িতদের সঙ্গে কথা বলার সময় এক বছরের শিশু নিকিতাকেও কোলে নেন মোদি। এবারের বিধ্বংসী ভূমিধসে নিকিতার বাবা, মা, ঠাকুমা মারা যান। পরিবারের বাকি সদস্যরা মারা গেলেও নিকিতা আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে হিমাচলপ্রদেশ সরকারের তরফে তার যাবতীয় দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে তার পিসির কাছে মানুষ হচ্ছে।

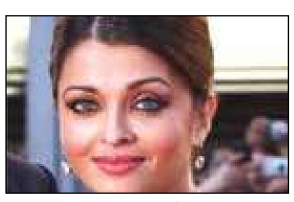

কোর্টে ঐশ্বর্য

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ঐশ্বর্য রাইয়ের নাম, কণ্ঠস্বর ও ভিডিও ব্যবহার করে তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি করা হচ্ছে। বিষয়টিতে দাঁড়ি টানতে শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনের দেখানো পথে মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিশ্বসুন্দরী। হাইকোর্টে তাঁর আবেদন, 'আমার নাম, ছবি, ব্যবহার করা থেকে মানুষকে বিরত রাখুন।' হাইকোর্ট সাড়া দিয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি তেজস কারিয়া জানিয়েছেন, তাঁর বেঞ্চ বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ব্যক্তিত্ব ও প্রচারের অধিকারের অপব্যবহার বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতীতে দিল্লি হাইকোর্ট বিগ বি-র নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ দেয়।

সিয়াচেনে তুষার ধসে মৃত ৩ সেনা

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র লাদাখের নিয়ন্ত্রণরেখার সিয়াচেন হিমবাহ সংলগ্ন ভারতীয় সেনার বেসক্যাম্প বিধ্বস্ত হল তুষার ধসে। বলি হলেন তিন সেনা জওয়ান। ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। মৃত তিন জওয়ানই মহর রেজিমেন্টের। তাঁদের মধ্যে দু'জন অগ্নিবীর।

সমুদ্রতল থেকে ২০ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সিয়াচেন সেনাছাউনির ওপর মঙ্গলবার দুর্বার গতিতে আছড়ে পড়ে তুষার ধস। তাতেই চাপা পড়ে যান সেনা-জওয়ানরা। তাঁরা পাঁচ ঘণ্টা তুষারের নীচে চাপা পড়েছিলেন। শুধুমাত্র ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আরও কেউ তুষারের মধ্যে আটকে রয়েছেন কি না তা জানা যায়নি।

সিয়াচেনে তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই ভয়াবহ শৈত্যের মধ্যে টহল দেন জওয়ানরা। মাঝেমধ্যেই তুষার ধস নামে। প্রতিকূল আবহাওয়া বিধ্বস্ত করে দেয় সেনাছাউনি। এদিনও ঠিক তাই হল। সিয়াচেনে তুষার ধস আগেও হয়েছে। ২০১৯ সালে টহল দেওয়ার সময় তুষার ধসের শিকার হয়েছিলেন চার সেনা জওয়ান সহ ছ'জন। ২০২১ সালে দুই সেনার মৃত্যু হয়।

সংঘর্ষে শহিদ দুই নিরাপত্তাবাহিনী : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামের গুদ্দার জঙ্গলে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষ গড়াল মঙ্গলবারে। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন দুই নিরাপত্তাবাহিনী। তাঁদের একজন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

পরিযায়ী সমস্যা

রাষ্ট্রপতির কাছে আজ অধীর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : তিনি নির্বাচনি যুদ্ধে হেরে গেলেও বাংলার মানুষের দরকারে যে সবসময় এগিয়ে আসবেন সেকথা বারবার জানিয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেই লক্ষ্যে এবার ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হতে চলেছেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী।

মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'বুধবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছি আমি। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভারতের যে সমস্ত রাজ্যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, উৎপীড়িত, নিপীড়িত হচ্ছেন, তাঁদের বিষয়টি সমাধানের জন্য দরবার করা।'

তাঁর সাফ কথা, 'আমি মনে করি, মানুষের সমস্যার কথা যদি তুলে ধরা না হয় তাহলে সমস্যার কথা শুধুমাত্র আমরাই জানব, কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও প্রকৃত প্রচেষ্টা হবে না। তাই মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি আমি।' অধীর বলেন, 'বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা কোন কোন রাজ্যে আছেন, তাঁদের কী কী সমস্যা হচ্ছে, আপনারা যদি কোনওভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে জানাতে পারেন, তাহলে আমি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করব অর্থাৎ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি বিশ্বাস করি, শুধু বসে থাকলে হবে না। দাবি করলে সব সমস্যার সমাধান হয় না, আমি জানি। কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয় এটাও আমি জানি।'

এর আগে হরিয়ানায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগেই মতুয়াদের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিল।

নিকোবর প্রকল্প কং-বিজেপি তর্জা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : গ্রেট নিকোবর প্রকল্প নিয়ে তর্জায় জড়াল কংগ্রেস ও বিজেপি। সোমবার একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে ওই প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে একটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি।

তিনি লিখেছেন, ওই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হলে নিকোবরি এবং সম্পেন উপজাতির মানুষজনের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। ওই উপজাতির মধ্যে অনেকেই ২০০৪ সালের সুনামির কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সম্পেন রিজার্ভের এলাকাগুলিকে ডিনোটিফাই করে নির্বিচারে জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করে দিলে এবং গণপর্যটনকে উৎসাহিত করলে গোটা দ্বীপের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। সোনিয়ার খোঁচা, 'গত ১১ বছর ধরে অর্ধপক্ক এবং ভ্রান্তধারণাপ্রসূত নীতি নির্ধারণে কোনও খামতি নেই। ৭২ হাজার কোটি টাকা খরচ করে ওই দ্বীপের জনজাতিগুলির অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে বিশ্বের অন্যতম অদ্ভুত জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোলে বসে থাকা একটি এলাকার অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও গ্রেট নিকোবর প্রকল্পকে মিসঅ্যাডভেঞ্চার বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

কংগ্রেসের আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেতা অনিল অ্যান্টনি তীব্র আক্রমণ করেন সোনিয়া-রাহুলকে। তিনি বলেন, 'ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৫০ মাইলের কম দূরত্বে অবস্থিত গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌ বাণিজ্যপথ এবং বিশ্বের সবথেকে সূক্ষ্ম চেকপয়েন্ট মালাক্কা প্রণালীর পশ্চিম দ্বারপ্রান্তের কাছে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ। ২০১২ সালের ৩১ জুলাই গ্রেট নিকোবরের ক্যাম্পবেল উপসাগরে আইএনএস বাজ যখন ঘাঁটি তৈরি করেছিল তখন সোনিয়া গান্ধি ছিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন। তাহলে এক দশকেরও বেশি সময় পরে কীসের ভিত্তিতে এবং কার হয়ে আপনি, আপনার পরিবার এবং কংগ্রেস এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে মিসঅ্যাডভেঞ্চার বললেন?' ঘটনা হল, বিজেপি বিরোধিতা করলেও তিরুবনন্তপুরমের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর কিন্তু সোনিয়া গান্ধিকে সমর্থন করেছেন। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর ইস্যু বলে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

সেনাপ্রধানের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : যুদ্ধের সময় তিন বাহিনীর মধ্যে স্থলসেনার গুরুত্বই যে সর্বাধিক, সেই কথা ফের জানিয়ে দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তাঁর মতে, ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য ধরে রাখাই বিজয়ের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, 'আপনারা যদি দুই প্রেসিডেন্টের আলোচনার বিষয়টি দেখেন, তাহলে দেখবেন কতখানি জমি হাতবদল হবে ওঁরা শুধু সেই বিষয়েই কথা বলেছেন। ভারতের যেহেতু আড়াইটি ফ্রন্টে বিপদ রয়েছে, তাই জমি সবসময়ই বিজয়ের মাপকাঠি হয়ে থাকবে।' সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনার কৃতিত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং।

স্নেহের পরশ... সপা নেত্রী ডিম্পল যাদবের সঙ্গে জয়া বচ্চন।

মণিপুরে ভাঙন পদ্ম শিবিরে

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : কুকি বনাম মেইতেইদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের তিন বছর পর চলতি মাসেই মণিপুরে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর ওই সফরের আগেই বিজেপিতে ভাঙন ধরাল কংগ্রেস। দুই প্রাক্তন বিধায়ক সহ মোট তিন জন বিজেপি নেতা মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁরা হলেন প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াই সুরচন্দ্র সিং, এল রাধাকিশোর সিং এবং উত্তমকুমার নিংথাউজাম। তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে বরণ করে নেন মণিপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি নেতা এসএস উলাকা এবং প্রদেশ সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং। উলাকার দাবি, এই যোগদানের ফলে মণিপুরে কংগ্রেসের শক্তি আরও বাড়বে। হাত শিবিরের বক্তব্য, বিজেপি যেভাবে মণিপুরের পরিস্থিতি জটিল করেছে, তাতে রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষ রয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা বিজেপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কংগ্রেসই একমাত্র দল যারা রাজ্যে শান্তি, স্থায়িত্ব এবং সার্বিক প্রশাসন কায়েম করতে পারে।

আসরে সুকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : আসন্ন শারদীয় উৎসবে মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফোটো রাখার নির্দেশ দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তৃণমূল কংগ্রেস সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

দলের অস্বস্তি কাটাতে মঙ্গলবার বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সাক্ষাৎ করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে। বিজেপি সূত্রে খবর, ড্যামেজ কন্ট্রোল এবং দুর্গাপুজো নিয়ে বাঙালি আবেগ ঠিক কোন জায়গায় সেই বিষয়ে আলোচনা করতেই এই সাক্ষাৎ। যদিও সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, 'প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের জন্য ১২০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জানাতেই আমি সাক্ষাৎ করি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে।'

দলীয় সূত্রে খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রেখা গুপ্তার মন্তব্যে বিরক্ত। সেই মর্মেই ভবিষ্যতে দেব-দেবী বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে সব নেতা-কর্মীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে সতর্ক করতেও পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে।

ডিকে উবাচ

কোয়েম্বাটোর, ৯ সেপ্টেম্বর : পুরোনো ব্যর্থতা ভুলে বিজেপিকে টক্কর দিতে মরিয়া রাহুল গান্ধি। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জন নিয়ে আদাজল খেয়ে নেমেছেন তিনি। এই আবহে মঙ্গলবার দেশের প্রথম সারির এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে দক্ষিণী কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার রাহুল গান্ধিকেই দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করলেন। আত্মবিশ্বাসী শিবকুমার বলেছেন, ২০২৯ সালে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন রাহুল গান্ধি। তাঁর কথা, দেশে পরিবর্তন দরকার।

সফটওয়্যারের ছোঁয়ায় শিক্ষায় এক্সপ্রেস গতি অঙ্কের পড়ুয়াদের

হায়দরাবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর : মানুষ নয়, সর্বত্র এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর অত্যাধুনিক সফটওয়্যারের জয়জয়কার। এমনই একটি কৃত্রিম মেধাজনিত ভোজবাজির খবর মিলল অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। সেটা হল, রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ব্যবহৃত এক বিশেষ সফটওয়্যার শিক্ষার্থীদের শিখনক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমারের নেতৃত্বে করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'পার্সোনালাইজড অ্যাডাপটিভ লার্নিং' (সংক্ষেপে, পিএএল) সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরা অন্যদের তুলনায় প্রায় ২.৩ গুণ বেশি অগ্রগতি করেছে।

২০১৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার 'কনভেজিনিয়াস.এআই'-এর সহযোগিতায় এই প্রযুক্তি চালু করে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির প্রায় ১,২০০ স্কুলে ট্যাবলেটের মাধ্যমে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে। পড়ুয়াদের যোগ্যতা অনুযায়ী এটি পাঠ্যবিষয়, প্রশ্ন ও মূল্যায়ন সাজিয়ে দেয়। ফলে দুর্বল ও মেধাবী নির্বিশেষে সবধরনের শিক্ষার্থী একসঙ্গে উপকৃত হচ্ছে। ক্রেমারদের গবেষণায় স্পষ্ট, শিক্ষার্থীদের যার যেমন শিখনগত চাহিদা তা ওই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজেই পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

২০২৩ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে টানা ১৭ মাস ধরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন ল্যাব ১২০টি স্কুলে গবেষণা চালায়। এর মধ্যে ৬০টি স্কুলে পিএএল ব্যবহার করা হয় এবং ৬০টিতে করা হয়নি। মোট ১৪,০০০ শিক্ষার্থীকে বিশেষ গণিত পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হয়। ফলাফলে দেখা যায়, পিএএল ব্যবহারকারীরা অন্যদের তুলনায় 'গড়ে ২.৩ গুণ বেশি শিখেছে'। আর কী দেখা গেল? না, সফটওয়্যারের মাধ্যমে শেখার ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের টেক্কা দিচ্ছে। গবেষণার ফলাফলে ছাত্রীদের অগ্রগতি ছিল গড়ে ২.৩১ বছরের সমতুল্য, যেখানে ছেলেদের ১.৫৪ বছর।

আবার তুলনায় বেশি তাড়াতাড়ি শিখতে পারছে নীচু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। যেমন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পিএএল ব্যবহারকারীরা ২ বছরের সমান অগ্রগতি দেখিয়েছে। সপ্তম শ্রেণিতে এই অগ্রগতি ছিল সর্বোচ্চ ২.৩৬ বছর।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, সফটওয়্যার ব্যবহারের সময় যত বেশি, শেখার ফল তত উন্নত হয়েছে। গড়ে প্রতি শিক্ষার্থী ৩৫ ঘণ্টা পিএএল ব্যবহার করেছে, আর প্রতি অতিরিক্ত এক ঘণ্টা ব্যবহার প্রায় ০.০৬ বছরের সমতুল্য বাড়তি শিক্ষাগত অগ্রগতি এনে দিয়েছে। সোজা কথায়, যে যত বেশি সময় সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে, তার উন্নতি তত বেশি হয়েছে।

এই গবেষণা চালাতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার 'সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প' তহবিল থেকে স্কুল পড়ুয়াদের ট্যাব সরবরাহ করেছে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখন পরিকল্পনা চলছে পিএএল'কে আরও বেশি স্কুলে, বিশেষত 'পিএম-শ্রী' স্কুলে চালু করার। পরবর্তী ওই ধাপে ট্যাবের বদলে ক্রোমবুক কেনার প্রস্তাবও রয়েছে।

মাইকেল ক্রেমারের মতে, স্কুলে শিক্ষার্থীদের শেখার স্তরে অনেক বৈচিত্র্য থাকে। কেউ দ্রুত এগোয়, আবার কেউ পিছিয়ে পড়ে। এই ফারাক কমাতে পিএএল কার্যকর সমাধান হিসাবে কাজ করছে। এর আগেও দিল্লি ও রাজস্থানে পিএএল ব্যবহার করে ইতিবাচক ফল মিলেছিল বলে দাবি তাঁর।

কীভাবে অগ্রগতি

- পিএএল সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিখনহার দ্বিগুণ (২.৩ গুণ) হয়েছে
- ২০১৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এটি চালু করে, এখন ১,২০০-র বেশি স্কুলে চলছে
- ১৭ মাসের গবেষণায় ১৪,০০০ শিক্ষার্থীর ওপর প্রমাণ মিলেছে
- মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশি শিখেছে
- ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি লাভবান
- সফটওয়্যার ব্যবহারের সময় যত বেশি, শেখার ফল তত ভালো
- ভবিষ্যতে আরও স্কুলে, বিশেষত পিএম-শ্রী স্কুলে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে

ছোট্ট তারা

ফালাকাটার জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী তৃষা দাস। পড়াশোনায় বেশ ভালো। পাশাপাশি অঙ্কন, আবৃত্তি, নাচেও তার পারদর্শিতা আছে।

এখন তো বৌদিরাই ভরসা

অন্য পেশা হাতড়াচ্ছেন দর্জিরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : ‘আচ্ছা এখানে একটা পুরোনো দর্জির দোকান আছে না..., সেটা যেন কোনটা?’ দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ির সামনে রোদ তাপাতে বসা ভদ্রলোককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই হাত দিয়ে ১৫ মিটার দূরের একটা দোকান দেখিয়ে দিলেন। ওই দোকানের পাশ দিয়ে আসার সময় লক্ষ্যই হয়নি যে ওটা কোনও দর্জির দোকান। কাঠের একটা ঘর। একদম সামনে টেবিল। সেখান রাখা লটারি। আর ভিতরে সেলাই মেশিন। তারপর আরেকটা টেবিল। সেখান রাখা একটা পুরোনো ইস্তিরি। আলিপুরদুয়ার শহরের হাটখোলার রতন মণ্ডলের টেলারের দোকান এখন বদলে গিয়েছে অনেকটা। দোকানে রতনকে পাওয়া গেল না। দুপুরে তিনি বাড়ি গিয়েছেন খেতে। ব্যবসা ভালো চলছে না। তাই দর্জির কাজের সঙ্গে নাকি, লটারি বিক্রি শুরু করেছেন তিনি। এসব কথা জানালেন তাঁর পাশের দোকানের ব্যবসায়ীরা।

শহরের দর্জিদের অনেকেরই রতনের মতো অবস্থা। বানানো পোশাকের কদর কমায় দুর্গাপুজোর আগেও মুখে হাসি ফুটছে না অনেক দর্জির। ‘পুজোর পোশাক বানিয়ে যে উপার্জন হত সেটা তো কমেছে। তাহলে আনন্দ আসে কীভাবে...’, বলছিলেন মায়া টকিজ রোডের প্রবীণ দর্জি তারাপদ কুণ্ডু। কোমরে সামান্য ভাঁজ পড়লেও এখনও নিয়মিত সেলাই মেশিনে বসেন। বিভিন্ন স্কুলের পোশাক তৈরির অর্ডার নেন। তবে আপাতত রেডিমেড পোশাক খাপানোর কাজই করছেন।

পুজোর নতুন পোশাক কিনে বড় হলে, সেটা ফিটিংস করিয়ে নিতেই অনেকে ছুটছেন ওই দর্জিদের কাছে। এই গল্পগুলো শোনা গেল সেই দর্জিদের কাছে যাঁরা বেশি ছেলেদের পোশাক বানানোর কাজ করেন।

তবে এই গল্পের আরেকটা দিকও রয়েছে। মেয়েদের পোশাক বানানোর কাজের কদর এখনও রয়েছে। যাঁরা মেয়েদের পোশাক বানান সেই দর্জিদের দম ফেলার সময় নেই। তারাপদর দোকানের পাশেই দোকান চুনি দাসের। কয়েক বছর আগে তাঁর দোকান ছিল হাসপাতাল মোড়ে। জায়গা বদল হলেও ব্যবসা নাকি ভালোই তাঁর। বললেন, ‘ব্লাউজের প্রচুর অর্ডার। আমার কারিগররা নিজের নিজের বাড়িতে কাজ করে। আমি অর্ডার নিয়ে কাপড় কেটে ওদের পাঠিয়ে দিই।’ পুজোর ব্যবসা নিয়ে একই রকম কথা শোনা গেল নিউটাউন এলাকার আরেক দর্জি রমিতা সাহার কাছেও। এক সপ্তাহ আগে থেকে অর্ডার নেওয়া নাকি কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। যে অর্ডার নিয়েছেন সেগুলো শেষ হওয়ার পরই তিনি আবার অর্ডার নেবেন।

শহরের দর্জিদের কারও কাছে যখন হতাশার গল্প উঠে এল, তখন কারও কাছ থেকে আবার উঠে এল আনন্দের খবর। ছেলেদের প্যান্ট-শার্ট তৈরির প্রবণতা যেমন কমেছে, তেমনই মেয়েদের সালোয়ার তৈরির প্রবণতাও কমেছে। তবে দুর্গাপুজোয় শাড়ি পরার ট্রেন্ড দিয়েই ব্লাউজ তৈরি করে আয়ের রাস্তা খুলে গিয়েছে দর্জিদের। পাশাপাশি শাড়ির ফলস-পিকো লাগানো হোক বা বিভিন্ন পোশাক ফিটিংস করার কাজ করা হোক, সেই সব কিছুও ভালো আয়ের রাস্তা খুলে দিয়েছে।

বড় বাজার এলাকার দর্জি দ্বিজেন শীল যেমন জানান, তিনি ছেলেদের পোশাক তৈরি করেন। বেশি অর্ডার এবছর না পাওয়ায় মেয়েদের পোশাক ফিটিংস করার কাজও করছেন। ব্যবসা খারাপ থাকলেও রেডিমেডের উপর কাঁচি চালানোর কাজই এখন সম্বল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দুর্গাপুজোর আগে তাও কিছু কাজ জোটে আলিপুরদুয়ারের দর্জিদের।

> ব্লাউজের প্রচুর অর্ডার। আমার কারিগররা নিজের নিজের বাড়িতে কাজ করে। আমি অর্ডার নিয়ে কাপড় কেটে ওদের পাঠিয়ে দিই।
>
> **চুনি দাস** *দর্জি*

> পুজোর পোশাক বানিয়ে যে উপার্জন হত সেটা তো কমেছে। তাহলে আনন্দ আসে কীভাবে...
>
> **তারাপদ কুণ্ডু** *প্রবীণ দর্জি*

অথ দর্জি কথা

- যাঁরা ছেলেদের পোশাকের কাজ করেন, তাঁদের উপার্জন কমেছে
- উলটোদিকে মেয়েদের পোশাকের কাজ করা দর্জিদের ফুরসত নেই
- অনেকে রেডিমেড পোশাকের উপর কাঁচি চালিয়েই উপার্জন করছেন

কোমর তিরিশ, ঝুল গোড়ালি অবধি, ঘের বড়...এসব কথাগুলোর সঙ্গে কতটা পরিচিত নতুন প্রজন্ম? অথচ একসময় তো পুজো মানেই বাবার সঙ্গে নতুন প্যান্ট পিস আর শার্ট পিস নিয়ে দর্জির দোকানে যাওয়া। তারপর দুরুদুরু বুকে নির্দিষ্ট তারিখের জন্য অপেক্ষা। জামা-প্যান্ট হাতে পাওয়া মাত্র সেসব পরে দেখা, ফিট করে কি না। সেই সময় পুজো যত এগিয়ে আসত, দর্জিদের মেজাজের পারদও ততই চড়ত। কিছু করার নেই, বিপুল অর্ডারের চাপ সামলাতে হত যে। এখন ‘পুরুষসমাজ’ আর দর্জির দোকানমুখো হয় না। তাই বলে দর্জিদের রমরমা কি একেবারেই নেই? উঁহু, তাঁদের পেশা টিকিয়ে রেখেছেন মহিলারা। পুজোর আগে আগে তাই সালোয়ার, চুড়িদার, কুর্তির কাপড়ে কচকচ করে কাঁচি চলছে।

আর কয়েকদিন পরেই পুজো। তবুও বীরপাড়ায় ব্যস্ততা নেই দর্জির দোকানে।

বছর দশেক ধরে পুজোর কাজ কমছে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ সেপ্টেম্বর : কাপড় কিনে সেলাই করিয়ে নেওয়া টিকেন প্যান্টের জমানা গিয়েছে! উঠতি বয়সের পছন্দ মাঙ্কি ওয়াশ কিংবা তাপ্পি দেওয়া জিন্স। এমনকি মাঝবয়সিদেরও একটি বড় অংশেরও পছন্দ জিন্স। তাই পুজোর মুখেও বীরপাড়ায় দর্জির দোকানগুলিতে আনাগোনা নেই দাদাদের। তবে বৌদিরা দাদাদের কাছে আগেভাগেই আদায় করেছেন শাড়ি। শাড়ির সঙ্গে থাকে ব্লাউজ পিস। ওঁরা আগেভাগেই দর্জিদের ব্লাউজ সেলাই করতে দিয়েছেন। তাই পুজোয় বীরপাড়ার দর্জিদের ভরসা বৌদিরাই। মূলত মহিলাদের ব্লাউজ সেলাইয়ের কাজেই এখন ব্যস্ত বীরপাড়ার দর্জিরা।

অথচ মিঠুনের ডিস্কো ড্যান্সার, অমিতাভ বচ্চনের লাওয়ারিশ সিনেমার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল বীরপাড়ার আনন্দ রায় সহ তৎকালীন নতুন প্রজন্মের পোশাক পরিচ্ছদে। কখনও গোগো প্যান্ট, কখনও ডিস্কো প্যান্ট পরতেন ওঁরা। আনন্দর বয়স এখন ৫১ বছর। সোমবার তিনি বলছিলেন, ‘সেটা আলাদা জমানা ছিল। সিনেমার ব্যাপক প্রভাব ছিল আমাদের পোশাক পরিচ্ছদে। তখন সবাই সেলাই করিয়ে নেওয়া পোশাকই পরতাম। বছর বিশেক ধরে আর সেলাই করিয়ে নেওয়া কাপড় পরি না। জিন্স, রেডিমেড জামা পরি।’

আনন্দদের তারুণ্যের দিনে দিনবাজারের কেন্দ্রস্থলে দর্জি মহম্মদ করিমুল্লাহ ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত। পুজোর মুখে ব্যস্ততা ছিল আরও বেশি। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মেয়ে মুসকান খাতুন বাবার কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। মুসকান বলছিলেন, ‘বছর দশেক ধরে কাজ কমছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে গত দুই বছরে। তবে আমাদের ভরসা চা বাগানের শ্রমিকরা। বোনাস পেলেই মহিলা শ্রমিকরা শাড়ি কিনে ব্লাউজ সেলাই করাতে আসেন। তাই বোনাসের অপেক্ষায় রয়েছি।’

শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির রাস্তায় সন্তোষ দাসের কাপড় সেলাইয়ের দোকান। সোমবার দুই একজন মহিলাকে সেলাই করা ব্লাউজ সরবরাহ করছিলেন তিনি। সেখানেই ওই মহল্লার বনানী গুহ বললেন, ‘পুজোয় নতুন শাড়ি কেনার পাশাপাশি ব্লাউজ সেলাই করিয়ে নিতে হয়। ব্লাউজ সেলাই করতে দিয়েছি দিন দশেক আগে।’ তবে আক্ষেপের সুর শোনা গেল সন্তোষের গলাতে। তিনি বললেন, ‘দিন-দিন ব্লাউজ সেলাইয়ের বরাতও কমছে। চুড়িদার সেলাইয়ের বরাত প্রায় পাওয়াই যায় না। কারণ রেডিমেড চুড়িদার বাজারে মেলে দেদার। এছাড়া রয়েছে অনলাইন শপিং সংস্থাগুলির থাবা। কমবয়সি মেয়েদের পছন্দ পালটাচ্ছে। বর্তমানে কুর্তি সহ নানা ফ্যাশনেবল পোশাক পছন্দ করে ওরা।’

বীরপাড়ার দিনবাজারে চৈতন সরকারের সেলাইয়ের দোকানে ছয় থেকে সাতজন কর্মী রয়েছেন। চৈতনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেলাই করা কাপড়ের চাহিদা কমেছে। তাঁর সহকারীরা জানালেন, পুজোয় বেশ কিছু বরাত পাওয়া গিয়েছে। তবে মেয়েদের কাপড় সেলাইয়ের বরাতই বেশি। দিনবাজারের আরেক দর্জি হৃদয় শা’র বক্তব্য, ‘পুরুষদের বেশিরভাগই জিন্স পছন্দ করেন। আমি ব্লাউজ ও মহিলাদের লেহেঙ্গা সেলাই করি। তবে বর্তমানে মহিলারা অনলাইন শপিংয়ে ভীষণভাবে ঝুঁকেছেন। ফলে আমাদের কাজ কমেছে।’

> বছর দশেক ধরে কাজ কমছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে গত দুই বছরে। তবে আমাদের ভরসা চা বাগানের শ্রমিকরা। বোনাস পেলেই মহিলা শ্রমিকরা শাড়ি কিনে ব্লাউজ সেলাই করাতে আসেন। তাই বোনাসের অপেক্ষায় রয়েছি।
>
> **মুসকান খাতুন** *দর্জি*

চাহিদা তলানিতে

- কাপড় কিনে সেলাই করিয়ে নেওয়া টিকেন প্যান্টের জমানা গিয়েছে। উঠতি বয়সের পছন্দ মাঙ্কি ওয়াশ কিংবা তাপ্পি দেওয়া জিনস
- মাঝবয়সিদেরও একটি বড় অংশের আজ পছন্দ জিনস
- এখনও মহিলারা ব্লাউজ সেলাই করাতে দর্জিদের কাছে আসছেন
- চুড়িদার সেলাইয়ের বরাত প্রায় পাওয়াই যায় না
- এখন শপিং মল ও অনলাইনে ফ্যাশনেবল পোশাক কিনছে তরুণ প্রজন্ম

ছেলেকে উচ্ছেদ করে দোকান পেলেন বাবা

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশে দোকান খালি করা হল পার্থপ্রতিম সাহা নামের এক ব্যক্তির। তবে এই ঘটনা সাধারণ দখলদারির ব্যাপার নয়। ছেলে যাতে স্বনির্ভর হতে পারে সেজন্য বাবা দোকান তৈরি করে দিয়েছিলেন। আগে বাবাই দোকান চালাতেন। তারপর ছেলের হাতে সেই দোকান তুলে দেন। ছেলেও বিয়ে করে অন্য জায়গায় থাকা শুরু করেন।

ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর মা ও বাবাকে সংসার খরচ চালানোর জন্য মাসে ৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার শর্ত দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ঠিকঠাক চলার পর তা ৫ হাজার টাকায় নেমে আসে। এখন দুই-আড়াই বছর ধরে টাকা দেওয়া বন্ধ। বৃদ্ধ দম্পতি সংসার কীভাবে চালাবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সাহায্যের জন্য কাকুতিমিনতি করলেও ছেলে সাড়া দেননি। এক সময় বাবা বীরেন্দ্রকুমার সাহা ও ছেলে পার্থপ্রতিমের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষপর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন বাবা। তারপর আদালত দোকান খালি করার নির্দেশ দেয়। মঙ্গলবার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দোকান খালি করা হয়।

বীরেন্দ্র বলেন, ‘আগে আমি দোকান চালাতাম। আমাকে দোকান থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমনকি আমাদের সংসার খরচের অর্থ দেয় না। এখন নিজে দোকান করব।’

ছেলে বাবার অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, ‘আগে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতাম। ফের নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর চেয়েছি, তবে তা দেওয়া হয়নি। দোকান বাবা নিয়ে নিলে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। মোটা অঙ্কের ঋণ নেওয়া রয়েছে।’

নিউ টাউন মাধব মোড় সংলগ্ন এলাকায় হার্ডওয়্যারের দোকানে বেসিন, প্যান, পাইপ, জলের ট্যাংক সহ বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হয়। মঙ্গলবারের মধ্যেই সেই দোকান খালি করে তা বাবার হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। দুপুরে পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সেই দোকানের জিনিস বাইরে বের করে দিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দৃশ্য দেখে এলাকায় ভিড় জমে ওঠে।

দুই শহরে সচেতনতায় পুলিশ

বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : ট্রাফিক আইন সচেতনতার প্রসারে মঙ্গলবার দুপুরবেলা বীরপাড়ায় স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে র‍্যালি করে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে র‍্যালিটি বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধি রোড এবং বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোড ধরে বীরপাড়া থানায় গিয়ে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। বীরপাড়ায় গাড়িচালক, মোটরবাইক চালকদের ট্রাফিক আইন ভাঙা রোজনামচা। পুলিশ জরিমানা করলেও বিশেষ লাভ হচ্ছে না বলে সচেতনতায় গুরুত্ব দিয়েছে পুলিশ। সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে নেওয়া হচ্ছে স্কুলপড়ুয়াদেরও।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের বিশেষ কর্মসূচি পালন করল জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার নতুন পুলিশ লাইনে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে প্রচার করেন পুলিশকর্মীরা। সেখানে পড়ুয়ারাও যোগ দেয়। এদিন একাধিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে দুটি বিভাগে ছয়জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও প্রায় পঞ্চাশজনের বেশি মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। পুজোর আগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভের বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে চলতে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ আধিকারিকরা সন্ধ্যায় হেঁটে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টহল দেন।

শুভদীপের লড়াই

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : সকালে পড়াশোনা, তারপর সারাটা দিন পানের দোকান সামলানো। অভাবের সংসারে বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। এভাবেই দোকান সামলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে শুভদীপ পাল নামে এক ছাত্র। কলা বিভাগের এই পড়ুয়া আলিপুরদুয়ার শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর এলাকার বাসিন্দা। বাবা অসুস্থ থাকায় ছোটবেলা থেকেই তাঁকে পানের দোকানে সাহায্য করত ছোট শুভদীপ। প্রায় দুই বছর আগে তার বাবা মারা যান। তারপর সংসার চালাতে একাই দোকান সামলাচ্ছে সে।

আলিপুরদুয়ার শহরে মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাসে ঠ্যালাগাড়িতে ছোট দোকান শুভদীপের। সোমবার সকালে তৃতীয় সিমেস্টারের প্রথম পরীক্ষা শেষ হতেই দোকানে দেখা গিয়েছিল তাকে। কলা বিভাগের ছাত্র শুভদীপের বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও দর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়গুলির পরীক্ষা রয়েছে। মঙ্গলবার পরীক্ষা ছিল না। তাই সকাল দশটার পর থেকেই শুভদীপ দোকান সামলাতে ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য দিন অবশ্য সকাল আটটায় দোকান খোলা হয়। সেখানে এক পাশে বসে পান, সুপারি বিক্রি করে সারাদিনে এক থেকে দেড়শো টাকা উপার্জন হয়। আর তাতেই তার পড়াশোনা ও কম্পিউটার ক্লাসের খরচ চলে। বাকি টাকা সংসারের জিনিসপত্র কিনতে চলে যায়। ছেলের এটুকু উপার্জনে সংসার চলে না তাই শুভদীপের মা সুপ্রিয়া পাল পরিচারিকার কাজও করেন।

পড়াশোনা করে বড় হওয়ার দৃঢ় স্বপ্নটাই শুভদীপের একমাত্র ভরসা। তার কথায়, ‘প্রথম দিনের পরীক্ষা ভালো হয়েছে। বাকি পরীক্ষাগুলিও আশা করি ভালোই হবে। বাবা মারা যাওয়ার পর পড়াশোনার খরচ কীভাবে চলবে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে পান, সুপারি বিক্রি করে পড়াশোনার খরচ চলে যায়। দোকানের জন্য সারাদিন লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। সকাল ও সন্ধ্যার পরেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছি।’ আবার অনেক সময় দোকানেও শুভদীপ পড়াশোনা করে। এভাবেই সকালে পড়াশোনা করার পর সারাদিন দোকানে কেটে যায়। দুপুরের খাবারের সময় অবশ্য আধ ঘণ্টা দোকান বন্ধ থাকে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে শুভদীপের মা সুপ্রিয়া পালও ছেলের পড়াশোনার আগ্রহ দেখে খুশি। ছেলের সুবিধার জন্যই তিনি নিজেও উপার্জন করেন।

ফুচকার দোকানে স্বাস্থ্যবিধি পরিদর্শনে আধিকারিক। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : সিএবি অনূর্ধ্ব ১৫ রাজ্য ক্রিকেট দলে ট্রায়ালে সুযোগ পেয়েছে ফালাকাটার দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে নিবেদিতা বর্মন। মঙ্গলবার টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে নিবেদিতার হাতে ব্যাট, জুতো ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি, টাউন ক্লাবের সম্পাদক মিলন সাহা চৌধুরী, ফালাকাটা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি রাজু মিশ্র প্রমুখ।

ফালাকাটা টাউন ক্লাবের সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, ‘টাউন ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ছাত্রী নিবেদিতা। সিএবি পরিচালিত ক্যাম্পে এখন সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আশা করছি আগামীদিনে নিবেদিতা বাংলার ক্রিকেট দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।’ ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নিবেদিতা জানায়, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ ভেঙ্কটেশ প্রসাদের কাছে এখন সে কোচিং নিচ্ছে। এছাড়াও অন্য প্রাক্তন ক্রিকেটাররা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

গা গুলিয়ে গেল চকচকে রেস্তোরাঁর হেঁশেলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরের মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে একাধিক বড় রেস্তোরাঁয় হানা দিলেন খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা। সেসব জায়গায় অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর দেখে চক্ষু চড়কগাছ কর্তাদের। ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য দোকানের সামনের অংশ ঝাঁ চকচকে হলেও রান্নাঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই উৎকট গন্ধে বমি পাওয়ার উপক্রম সরকারি আধিকারিকদের। পচা মাংস, পচা সবজি, এমনকি কয়েকদিনের বাসি বিরিয়ানি ও খাবার রাখার অভিযোগও উঠেছে একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে। একাধিক মিষ্টির দোকানের রান্নাঘরের ভিতরেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে বেজায় চটেছেন আধিকারিকরা।

এদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে অভিযান চলে। প্রায় ২০টি দোকানে হানা দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে নিউটাউনের মাধব মোড় থেকে খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পুলিশ যৌথ অভিযান শুরু করে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর শ্বেতা মজুমদার, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সৌরভ গুহ রায় সহ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও পুলিশকর্মীরা। শ্বেতা বলেন, ‘কয়েকটি দোকানে স্বাস্থ্যবিধি কিছুটা হলেও পালন করা হয়। তবে বেশিরভাগ রেস্তোরাঁর রান্নাঘরেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চোখে পড়েছে। সেখান থেকে পচা মাংস আর পচা খাবার মিলেছে।’ তবে এদিন কোনও দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়নি বা কারও বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে শোকজ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে কেন রান্না করা হচ্ছে, সেব্যাপারে তিন থেকে সাতদিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে তাঁদের। যেসব রেস্তোরাঁ বা মিষ্টির দোকানের রান্নাঘরের দুর্দশা বেশি, সেসব দোকানদারদের তো ৩ দিনের মধ্যেই কারণ দেখাতে হবে। আর নির্দেশিকা অমান্য করলে প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

এদিনের অভিযানে যেখানে যেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ বোতলবন্দি লস্যি, চাটনি ইত্যাদি মিলেছে, সেসব ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় খাবার খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সেব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। নিমকি, ঝুড়িভাজার প্যাকেট কবে কোথায় তৈরি সেসব লেখা থাকছে না বলে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। পুরোনো তেল, মশলা, কৃত্রিম রং, ফ্লেভার ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ফুচকা ও আখের রস বিক্রি হয় এমন একাধিক দোকানদারদের সঙ্গেও কথা বলেন আধিকারিকরা। আখের রসে যে বরফ ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্যকর নয় বলে দাবি কর্তাদের। পুরোনো তেলে ফুচকা ভাজা হচ্ছে কি না, খবরের কাগজের মোড়কে তা পরিবেশন করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সচেতন করতে লিফলেট বিলি করে। কোনও কোনও দোকানের আঢাকা খাবারে মাছি বসছে, এবিষয়টিও লক্ষ করেন আধিকারিকরা।

দশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অনেক খাবারের দোকানে ফুড সেফটি লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

২ কিশোরকে পিষে দিল ট্রাক

আব্দুল লতিফ ও শুভাশিস বসাক

হাসপাতালে চিকিৎসধীন জখম তরুণ। -সংবাদচিত্র

গয়েরকাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক দুর্ঘটনায় দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন তরুণ গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই ৩ জন স্থানীয় একটি ক্লাবের হয়ে বড়দের সঙ্গে মিলে রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা তুলছিল। সেই সময় একটি চা পাতাবোঝাই লরি পালাতে গিয়ে তাদের ধাক্কা মারে। যদিও মৃতদের পরিবার বা স্থানীয় ক্লাব, দু'পক্ষই চাঁদা তোলার বিষয়টি মানতে চায়নি। তবে ক্লাবকর্তাদের কথায় যথেষ্ট অসংগতি রয়েছে। আর মৃতদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের রসিদ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মৈনাক দত্ত (১৬) ও পার্থ রায় (১৫)। তারা ভাটিয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'খবর পেয়েছি। গোটা ঘটনা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।' গাড়িটি আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। এদিকে, দুর্গাপুজোর আগে এমন পথ দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এদিন স্থানীয় এক পুজো কমিটির সদস্যরা রাস্তায় গাড়ি আটকে দুর্গাপুজোর চাঁদা কাটছিলেন। তাঁদের দলে শামিল হয়ে যায় এলাকার কয়েকজন কিশোরও। সেসময় একটি গাড়ি নাথুয়ার দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসছিল। প্রথমে তাঁরা ওই গাড়িটি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চালক তাঁদের কথা না শুনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সেই ৩ জন বাইকে চেপে সেই লরিটির পিছুধাওয়া করে। এগিয়ে গিয়ে সেই লরির পথ আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু চালক বাইকটিকে ধাক্কা মেরে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়। রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে তিনজন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সেই দুর্গাপুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা অরূপ দত্ত এব্যাপারে একেকবার একেকরকম কথা বলছেন। কখনও দাবি করছেন, তিনি এদিন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। আর তাঁদের দুর্গাপুজোর চাঁদা তোলা নাকি বিশ্বকর্মাপুজোর পর শুরু করা হবে। আবার কখনও বলছেন, চৌপথিতে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। সেখানে ওই কিশোররা ছিল।

মৃত পার্থর বাবা রবি রায় বলেন, 'ছেলে টিউশন যাওয়ার নাম করে বেরিয়েছিল। কী করে কী হল জানি না। হঠাৎ একজন ফোন করে জানাল দুর্ঘটনা ঘটেছে। পৌঁছে দেখি ছেলের নিথর দেহ রাস্তার উপর পড়ে রয়েছে।' চাঁদা তোলার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন রবি। তবে তাঁর কথায়, বেপরোয়া বাইক চালানোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। মৈনাকের কাকা পঙ্কজ দত্তও হাসপাতালে গিয়েছিলেন। চাঁদা তোলার কথা অস্বীকার করেছেন তিনিও।

প্রতিবাদ মিছিল

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : মালদার চাঁচলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কিছু সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়েছে অভিযোগে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি।

বিজেপির নগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস, টাউন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ রক্ষিত প্রমুখ।

গাছ লোপাট

প্রথম পাতার পর

দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। তারপর পুরসভা নড়েচড়ে বসে। স্থানীয়ভাবে তদন্ত করে। এজন্য পুরসভার একটি দল এলাকায় গিয়েছিল। তারা গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার ঘটনায় একজনের নামও পেয়ে যায়। আর এর পরেই গোটা ঘটনা জানিয়ে ফালাকাটা থানায় এফআইআর করে পুরসভা।

ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত শুরু হয়েছে। একজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হৃদরোগ ও স্নায়ুর চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

শিলিগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল কলকাতায় বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব চালু করল। শিলিগুড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। এমন ব্যবস্থা পূর্ব ভারতে এই প্রথম চালু করা হল। এই আধুনিক সুবিধা কার্ডিয়াক, স্নায়ুবিদ্যা ও ভাসকুলার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। ব্যবস্থাটি মানুষকে বিশ্বমানের চিকিৎসার আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে বলে আশাবাদী কর্মকর্তারা।

বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম, যা জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্রুততা এবং নিখুঁতের সঙ্গে করতে সাহায্য করে। স্ট্রোক, হৃদরোগ ও ভাসকুলার জটিলতায় আক্রান্ত রোগীরা এখন আরও দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং কার্যকর চিকিৎসা পাবেন।

অ্যাপোলো হাসপাতাল, কলকাতার ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিসেস, ডাঃ সুরিন্দর সিং ভাটিয়া বলেন, 'বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব চালুর মাধ্যমে আমরা উন্নত ও সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবার দিকে এক বড় পদক্ষেপ করলাম। এই প্রযুক্তি আমাদের জটিল কেসগুলি আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে এবং চিকিৎসার ফলাফল আরও উন্নত হবে।' সিনিয়ার কার্ডিয়াক ও ভাসকুলার সার্জন ডাঃ সুশান মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব সূক্ষ্ম রক্তনালি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পষ্ট থ্রিডি দৃশ্য আমাদের আরও নিখুঁতভাবে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম করবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

অক্টোপাসের শহর

অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের নীচে এক অদ্ভুত 'অক্টোপাস শহর' আবিষ্কার করেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অক্টল্যান্টিস'। সাধারণত অক্টোপাসরা একা একা থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এই শহরের অক্টোপাসগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে এবং জটিল সামাজিক আচরণ দেখায়। তারা শাঁস ও পাথর দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে। এই অক্টোপাসরা শুধু একসঙ্গে থাকছে না, তারা একে অপরের সঙ্গে মিশছে এমনকি ঝগড়া মীমাংসাও করছে! এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, অক্টোপাসদের সামাজিক জীবন যতটা আমরা ভাবতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। এটি প্রাণীর আচরণ এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পালটে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই 'অক্টোপাস শহর' অন্য প্রাণীদের সামাজিক জীবন নিয়ে গবেষণার জন্য এক নতুন মডেল তৈরি করবে। এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, প্রাণীজগতের বুদ্ধি এবং সামাজিকতা সম্পর্কে আমরা হয়তো এখনও খুব কমই জানি।

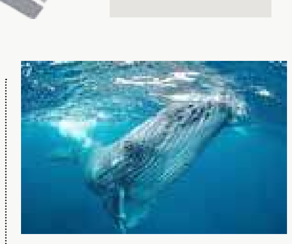

চুপ হয়ে যাচ্ছে নীল তিমি

নীল তিমি, যাকে আমরা প্রাণীজগতের সবচেয়ে বড় গায়ক বলে জানি, তারা নাকি আজকাল গান কম গাইছে! গত কয়েক দশকে তাদের গলার স্বর ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে। অথচ বিশাল সাগরে সঙ্গীকে খুঁজে নিতে, পথ খুঁজতে বা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য তারা এই জোরালো শব্দ ব্যবহার করে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এর পেছনে রয়েছে তিনটি কারণ- জলবায়ু পরিবর্তন, খাবারের অভাব ও সাগরের কোলাহল। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তিমির প্রধান খাবার ক্রিল কমে যাচ্ছে। তাই খাবার খোঁজার জন্য এখন তাদের আরও বেশি শক্তি খরচ করতে হচ্ছে। ফলাফল, গলার আওয়াজ কমিয়ে শক্তি বাঁচানো। এছাড়া, জাহাজের আওয়াজ তাদের যোগাযোগে বাধা দিচ্ছে। নীল তিমির এই নীরবতা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য এক বড় বিপদসংকেত!

তেল শেষে হোটেল

তেলের দিন শেষ! এবার পুরোনো তেল প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হোটেল বানানোর পালা! নরওয়ে সেই পথেই হাঁটছে। পুরোনো তেল প্ল্যাটফর্মগুলোকে ভেঙে ফেলার বদলে, সেগুলোকে ভাসমান হোটেল বা সামুদ্রিক গবেষণাকেন্দ্রে বদলে ফেলা হচ্ছে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি! এই হোটেলগুলো চলবে ঢেউ বা বায়ু শক্তি দিয়ে। এতে যেমন পরিবেশ বাঁচবে, তেমনই তেল প্ল্যাটফর্ম ভাঙার খরচও কমবে। ভাবুন তো, সাগরের মাঝখানে বিলাসবহুল হোটেলে উঠেছেন, যেখানে সবকিছুই পরিবেশবান্ধব- সৌর প্যানেল, জল পরিশোধন ব্যবস্থা, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের প্ল্যান্ট! এর ফলে শুধু পর্যটন বাড়বে তা নয়, বরং পরিবেশ নিয়ে সচেতনতাও বাড়বে।

জাহাজের কারাগারে ৪ বছর

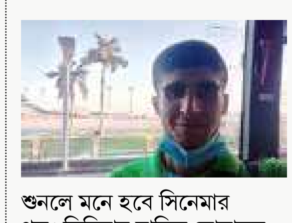

শুনলে মনে হবে সিনেমার গল্প! সিরিয়ার নাবিক মোহাম্মদ আয়েশা চার বছর ধরে একটি জাহাজে আটকা পড়েছিলেন। জাহাজের মালিক দেউলিয়া হয়ে গেলে জাহাজটি মিশরের সুয়েজ বন্দরে আটকে যায়। মিশরের আইন অনুযায়ী, জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে মোহাম্মদকে জাহাজের আইনি অভিভাবক ঘোষণা করা হয়।
তারপরই শুরু হয় তাঁর দুঃস্বপ্ন। বিদ্যুৎ নেই, খাবারের ব্যবস্থা নেই, এমনকি জলেরও অভাব। চার বছর ধরে তিনি একাই সেই জাহাজে বন্দি ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর হস্তক্ষেপে অবশেষে ২০২১ সালে তিনি মুক্তি পান। তাঁর এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনের ত্রুটিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

জ্বলছে স্বভূমি

ফুলবাড়িতে আটকে নেপালবাসীরা

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির স্থলবন্দরের সামনে তখন জটলা। নীচু স্বরে নিজেদের ভাষায় কথা বলছেন কয়েকজন তরুণ। সকলের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। পাশেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নেপালের কিছু ট্রাক। প্রত্যেকটি গাড়িই পণ্যবোঝাই। তাঁদের কথোপকথনে বুঝতে অসুবিধা হয়নি, তাঁরা নেপালের বাসিন্দা। তাঁদের কথার ভাষায় ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছিল দুশ্চিন্তার কারণ। কবে দেশ থেকে এসেছেন? পরিবারের সদস্যরা ঠিক রয়েছেন তো? মাত্র দুটি প্রশ্ন করতেই কাঁকরভিটার বিজয় বিশ্বকর্মা, বিত্তামোড়ের যোগেন্দ্র লিম্বুদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। নিজের দেশে যে আগুন জ্বলছে।

চিন্তাটা নিজেদের নিয়ে নয়, দুশ্চিন্তা পরিবারের সদস্যদের জন্য। আকাশে কালো মেঘ দেখে ট্রাকে ত্রিপল লাগানোর ফাঁকে বিজয় বললেন, 'বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা মুরগির দানা রয়েছে গাড়িতে। ট্রাক চালিয়ে যা আয় হয়, তা দিয়েই সংসার চলে। স্ত্রী, সন্তানের পাশাপাশি বাড়িতে বাবা, মা রয়েছেন। তিনদিন হল ভারতে এসেছি। নেপাল থেকে আসার সময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন আন্দোলনের রেশ কাঁকরভিটায় ছড়িয়ে গিয়েছে। সমস্ত দোকান, বাজার বন্ধ। পরিবারের সদস্যরা খুবই আতঙ্কে আছে। খাবারের জোগান সেভাবে নেই। খুব ভয় হচ্ছে।' এলাকার অনেকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরিবারের লোকজন তাঁকে ফোন করে জানাচ্ছেন বলে জানান বিজয়। দুশ্চিন্তাটা এখানেই।

বাংলাদেশে থেকে নেপালে রপ্তানি করা সামগ্রী ভারতের ফুলবাড়ি হয়ে যায়। ওপার বাংলা থেকে ট্রাকে করে ফুলবাড়ি সীমান্তে নিয়ে আসা হয় প্রথমে। পরবর্তীতে এখান থেকে তা দেশে নিয়ে যায় নেপালের ট্রাক। এমনই কিছু জিনিস নিতে নেপাল থেকে ফুলবাড়ি এসেছেন পেশায় গাড়ির চালক, খালাসি কিছু তরুণ। সকালে ট্রাক নিয়ে রওনা দেওয়ার সময়ই ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় মানুষ রাস্তায় নামতে শুরু করে দেয় বলে জানান বিত্তামোড়ের বাসিন্দা যোগেন্দ্র লিম্বু। তাঁর কথায়, 'পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ফুলবাড়িতে এসে ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে একবার

আটকে থাকা নেপালের ট্রাক।

কথা হয়েছে। সকলে ঘরবন্দি হয়ে রয়েছে বলে ভাই জানায়। শাসকদলের এক নেতার বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে। ভাই পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করে। সরকারি কর্মীদের ওপরও আক্রমণ হচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই সকলকে বাড়ির মধ্যে থাকতে বলেছি।' নেপাল থেকে ফুলবাড়িতে প্রতিদিন গড়ে ৫০টি ট্রাক আসে। এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য এদিন এসেছে মাত্র চারটি। অনেক গাড়ি পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। বিরাটনগরের বাসিন্দা মণীশ শর্মা কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের কাজ করেন। ফুলবাড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন কিছুই নেই। ট্রাক নিয়ে গেলে লুটপাট হয়ে যেতে পারে সমস্ত কিছু। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নেপালে ট্রাক নিয়ে যাওয়া বিপদ ডেকে আনা।'

অনলাইনে ফের হাতি সাফারির টিকিট

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে ফের পর্যটকদের জন্য অনলাইনে চালু হচ্ছে হাতি সাফারির টিকিট। তিন মাস বন্ধ থাকার পর আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর প্রত্যাহার হচ্ছে জঙ্গলে সাধারণের প্রবেশে থাকা নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ ওই দিন থেকে ফের জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবেন পর্যটকরাও। আর জঙ্গল খুললে অনলাইনে গরুমারা ও জলদাপাড়ায় হাতি সাফারি টিকিট দেওয়া হবে। বছরের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের ফি মকুব হওয়ার পর অনলাইনে হাতি সাফারির টিকিট দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। পর্যটকদের সুবিধার জন্য অনলাইনে হাতি সাফারির টিকিট চালুর দাবি তুলছিল পর্যটন মহল। জঙ্গলে প্রবেশের জন্য নতুন করে টিকিট চালুর সিদ্ধান্ত বন দপ্তর না নিলেও, অনলাইনে হাতি সাফারির বুকিং চালু করতে চলেছে।

পর্যটকদের কাছ থেকে জঙ্গলে প্রবেশের টিকিট নেওয়া যাবে না, জানুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ওই নির্দেশে পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে যেমন টিকিট প্রথা তুলে দেওয়া হয়, তেমনই অনলাইনে চালু থাকা হাতি সাফারিও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। মাসখানেক বন্ধ থাকার পর অনলাইনের পরিবর্তে অফলাইনে হাতি সাফারির টিকিট দেওয়া শুরু করে বন দপ্তর। গরুমারায় দিনে তিনবার দুটি হাতিতে চারজন করে মোট ১২ জন পর্যটক হাতি সাফারির সুযোগ পান। জলদাপাড়ায় দিনে তিনবার পাঁচটি হাতিতে ২০ জন করে মোট ৬০ জন হাতি সাফারির সুযোগ পান। তবে হাতি সাফারির টিকিট কম থাকায় প্রায়ই হয়রানির শিকার হতে হয় পর্যটকদের। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'হাতি সাফারির অনলাইনে টিকিট বন্ধ হওয়ায় বহু পর্যটক কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন টিকিটের জন্য। তার পরেও অনেকে টিকিট পাচ্ছেন না। যে কারণে অনলাইনে টিকিট চালুর দাবি আমরা জানাই বন দপ্তরের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও পর্যটন দপ্তরকে। অবশেষে অনলাইনে টিকিট চালু হচ্ছে, সুবিধা হবে পর্যটকদের। হাতি সাফারির জন্য প্রত্যেক পর্যটককে ১,২০০ টাকা গুনতে হয়।

শাবককে ফেরাল মা

বানারহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালায় থাকা চিতাবাঘ শাবককে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল শাবকের মা। বানারহাট ব্লকের মোরাঘাট চা বাগান চিতাবাঘের আতঙ্কমুক্ত হওয়ায় একদিন পর চা পাতা তোলার কাজ শুরু করল বাগান কর্তৃপক্ষ। সোমবার চা বাগানের এল-৩ নম্বর সেকশনে নিকাশিনালার কাজ করতে গিয়ে নালায় একটি চিতাবাঘের শাবককে দেখতে পান বাগান শ্রমিকরা। মা চিতাবাঘ থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় বন দপ্তরের নির্দেশে সেই সেকশন ও আশপাশের সেকশনে কাজ বন্ধ রাখা হয়। এরপর দিনভর সেই সেকশন এলাকায় বন দপ্তর নজরদারি চালায়। মঙ্গলবার সকালে বন দপ্তর নিকাশিনালার সেই স্থানে গিয়ে দেখে শাবকটি নেই। আতঙ্কমুক্ত হন শ্রমিকরা। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'মা চিতাবাঘটি সম্ভবত সন্ধ্যার পর শাবকটিকে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছে।'

বালির নিয়ন্ত্রণ

প্রথম পাতার পর

বলে ফোন কেটে দেন। চেক পয়েন্ট অপারেটর নিয়োগ নিয়ে প্রশাসনিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। কাগজে-কলমে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলেও বেসরকারি সংস্থার হাতে একবার দায়িত্ব চলে গেলে পাচার বন্ধের বদলে আরও বেড়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা। অভিযোগ, পুলিশ ও প্রশাসনের অসাধু আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করেই এখন বেআইনি বালির কারবার চলছে। বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে সেই যোগসাজশ আরও শক্তিশালী হবে বলেই ধারণা প্রশাসন ও পুলিশের একাংশেরই। চেক পয়েন্ট অপারেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। টেন্ডারের শর্তাবলিতে বলা হয়েছে, যিনি বা যে সংস্থা অপারেটর হবে তাদেরই চেকপোস্টের যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। চেকপোস্টে ওয়েব্রিজ, সিসিটিভি সহ নিরাপত্তার পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত রাখতে হবে। ট্রাক পার্কিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে চেকপোস্ট তৈরির জমি সরকার দেবে নাকি বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে কিনে নিতে হবে তা স্পষ্ট নয়। চেকপোস্ট থেকে আদায় করা জরিমানার অর্থ তিনদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা করতে হবে। অপারেটরের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে সরকারের চুক্তি হবে পাঁচ বছরের জন্য। আর্থিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতাবান না হলে যে চেক পয়েন্ট অপারেটর হওয়া যাবে না তা মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের টেন্ডারের নথিতেই স্পষ্ট। তাতে বলা হয়েছে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে হলে ২০২০-'২১, ২০২১-'২২ এবং ২০২২-'২৩ তিন আর্থিক বর্ষে ১০০ কোটি টাকার টার্নওভার থাকতে হবে। টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকার মালিক এবং ৫০ কোটি টাকা খরচের মতো সচ্ছল হতে হবে।

মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তথ্য বলছে, যে ১৭টি জেলায় অপারেটর নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেখানে ২০২৩-'২৪ আর্থিক বর্ষে বেআইনি বালি-পাথরের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জরিমানা সংগ্রহ হয়েছে ৩৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। তারমধ্যে উত্তরবঙ্গে সবথেকে বেশি জরিমানা আদায় হয়েছে কোচবিহারে, প্রায় ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

তথ্য সহায়তা- সায়নদীপ ভট্টাচার্য

রাস্তায় বেরোতেই

প্রথম পাতার পর

দমকলবাহিনীকে আগুন নেভাতেও বাধা দিচ্ছে। ফলে সকাল থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমে আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেও রাস্তায় বেরোনোর পরই সেনারা বলল, ঘরে ঢুকে যেতে। বুঝতে পারছি না কী করব। গত তিনদিনে এভাবে যে বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ নিবে তা আঁচ করতে পারিনি। নয়তো আগেই বেরিয়ে যেতাম। এখন সমস্ত দোকানপাট, বাজার বন্ধ। ঘরে মজুত থাকা খাবার দিয়ে চলছে। কতদিন যে এভাবে চলবে, সেটা বুঝতেই পারছি না। সরকারি কোনও আধিকারিক নেই যে যাঁর কাছে সাহায্য চাইব। গত দু'দিনের তুলনায় এদিন প্রধানমন্ত্রী ওলির পদত্যাগের পর বিদ্রোহ আরও মারাত্মক রূপ নিয়েছে। পরিবারের লোকজন খবরে সবকিছু দেখার পর আরও চিন্তা করছে। এখন শুধু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা। যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি রওনা হতে চাই।

ছাত্রীদের গুলি, ধর্ষণ মহিলাদের

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তাবাহিনীর একাংশের বিরুদ্ধে উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগও। নেপালের প্রথম সারির ইনফ্লুয়েন্সার সরিশা শ্রেষ্ঠর দাবি, বিক্ষোভকারী স্কুল ছাত্রীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে ওলির পুলিশ। যে কারণে নিহতদের বড় অংশ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রী। নেপাল আর্থ খেতাবজয়ী সরিশা বলেন, 'স্কুলের পোশাক পরা ছাত্রীদের, এমনকি নাবালকদেরও গুলি করা হয়েছে। ইউনিফর্ম পরা স্কুল ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তাদের হত্যা করা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকে মহিলা ও ছাত্রীদের ধর্ষণ করা হয়েছে, কারণ তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।' তিনি আরও বলেন, 'যাদের ওই প্রতিবাদীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা, তারাই হিংসা ছড়াচ্ছে। রবার বুলেট ব্যবহার করা যেত, কিন্তু তা করা হয়নি। পুলিশের উচিত নাগরিকদের রক্ষা করা, তাদের হত্যা করার নয়।' নেপালের নিরাপত্তাবাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ভেঙেছে বলে অভিযোগ করেছেন সরিশা।

মাদক হাতে সটান

প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশি করতেই একটি ছোট প্যাকেটে সেই ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেসব বাজেয়াপ্ত করা হয়।

অভিযুক্ত মাদক আনতে নিজেই মালদা চলে যেতেন। তবে সেই মাদক আলিপুরদুয়ারে হাতবদল হত, নাকি অন্য কোথাও পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, সেসব জয়গাঁয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও তদন্তের স্বার্থে এখনই মুখ খুলতে চাইছে না পুলিশ।

সম্প্রতি পুরোনো একটি মাদক পাচারের মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন। তারপর থেকেই মাদক কারবারি কুলদীপের উপর পুলিশের নজর ছিল। এদিন কুলদীপ কোন ট্রেন থেকে কখন আলিপুরদুয়ারে নামেন, তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, সেদিকে গোপনে নজর রাখছিল পুলিশ। অভিযুক্ত আলিপুরদুয়ার থানা এলাকার বাসিন্দা না হওয়ায় তদন্তে পুলিশকে একটু বেগ পেতে হয়। নিশ্চিত হওয়ার পরেই তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের কাছ থেকে মাদক মেলে।

ইস্তফায় নেপালে নৈরাজ্য

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রীদেরও নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে। সেনা কার্যত হাত গুটিয়ে নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। নেপালের সেনাপ্রধান অশোকরাজ সিগদেল পদত্যাগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ওলিকে পরামর্শ দেন বলে খবর ছড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন ভারত নেপালে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়েছে। আপাতত কাউকে নেপালে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। নেপালে আটকে পড়া ভারতীয়দের জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করেছে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস। নম্বরগুলি হল +৯৭৭-৯৮০৮৬০২৮৮১ এবং +৯৭৭-৯৮১০৩২৬১৩৪। বাংলার সঙ্গে নেপালের সীমান্ত আছে। কিন্তু নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'নেপাল আমার দেশ নয়, পড়শি দেশ। ভারত সরকার আমাদের কিছু বললে তবেই আমরা এবিষয়ে কিছু বলতে পারব।' তরুণ প্রজন্মের চাপে দক্ষিণ এশিয়ার আরও একটি দেশের সরকারের পতন ঘটল। বিকাল ৬টায় সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন ওলি। কিন্তু একের পর এক নেতা-মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন, মারধর ও সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁর আর কিছু করার ছিল না।

সরকার না থাকায় পাহাড়ি রাষ্ট্রটি এখন গভীর সংকটে। বিদ্রোহী ছাত্রসমাজের একাংশ দাবি করেছে, নেপাল এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেই কারণে আক্রমণাত্মক মেজাজ থেকে সরে যাওয়ার জন্য বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তারা বার্তা দিয়েছে এক বিবৃতিতে। তাতে অবশ্য মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তেমন কাজ হয়নি। ডামাডোলের মধ্যে ওলি কোথায়, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। তিনি দুবাই চলে যেতে পারেন বলে রটনা চলছে।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইতিমধ্যে আলোচনায় চলে এসেছে দুটি নাম। একজন কাঠমান্ডুর মেয়র তথা জনপ্রিয় র‍্যাপার বলেন্দ্র শাহ ওরফে বলেন। তিনি নির্দল হিসাবে মেয়র পদে জিতেছিলেন। সমাজমাধ্যমে তাঁর পক্ষে জোরদার সওয়াল শুরু হয়ে গিয়েছে। আরেকজন বিদ্রোহের প্রধান মুখ সুদান গুরুং। যদিও অতীতের পেশাদার এই ডিজে নিজে ক্ষমতায় আসার কথা অস্বীকার করেছেন।

সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত সেনাশাসনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা সবাইকে সংযত থাকার এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে আরও বেশি জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি না করার আহ্বান জানাচ্ছি।' মঙ্গলবার পর্যন্ত নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২-এ পৌঁছে গিয়েছে। কাঠমান্ডু সহ নেপালের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে আন্দোলনকারীদের হাতে।

সোমবার পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করা সিপিএন (ইউএমএল), এনসিপি (এম-সি), নেপালি কংগ্রেস নেতাদের রাস্তায় ফেলে মেরেছে জনতা। নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দেউবা, গগন থাপা, সিপিএন (ইউএমএল) নেতা মহেশ বাসনেট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক, টেলিকমমন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুংয়ের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জেল ভেঙে নেপালের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী রবি ল্যামিছানকে বের করে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর অনুগামীরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার শিলিগুড়ি যাওয়ার আগে কলকাতায় বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিবেশী ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব।' সাংবাদিকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'কেউ হঠাৎ করে নেপালে চলে যাবেন না। যাওয়ার হলে রাজ্য পুলিশকে জানিয়ে যাবেন।'

চোখের সামনে জ্বলল থানা

প্রথম পাতার পর

পোড়া টায়ারের কালো ধোঁয়া গোটা এলাকা ছেয়েছে।

কাঁকরভিটা বাসস্ট্যান্ডে কয়েকজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে একটাও বাস নেই। হোটেল, দোকানপাট সব বন্ধ। বাসস্ট্যান্ডের একধারে নিজের সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে সকাল থেকে বাসের অপেক্ষায় ছিলেন যশোদা আচার্য। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ, কাকে যেন বারবার ফোন করছেন। তিনি বললেন, 'আমি বেঙ্গালুরু থেকে সকালেই এসেছি। সঙ্গে আমার মেয়ে রয়েছে। নেপালের বেলহারি নোরেঙ্গ যাব। কিন্তু কোনও বাস নেই।'

বাসের টিকিট কাউন্টারের সামনে অসমের দাবা ভুটিয়া বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিনি আত্মীয়র বাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন। বাসস্ট্যান্ডেই হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে রয়েছেন এক মহিলা। পাশে কেউ নেই। বাসের খোঁজ নিতে একটু দূরে গিয়েছে তার পরিবার। পাশ থেকে এক মহিলা বলে উঠলেন, ছবি তুলে ভারতের মানুষকে দেখান এখানকার পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর।

বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে দেখা মিলল চোপড়ার বাসিন্দা মহম্মদ নুরালের। চোখের চিকিৎসার জন্য নেপালে এসেছেন। বললেন, 'পরিস্থিতি এত ভয়ংকর হবে জানতাম না।' কাঁকরভিটা থেকে কোনও গাড়ি যাচ্ছে? তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত এলাকা ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কাঁকরভিটা জাতীয় সড়কে পা রাখতেই বুঝলাম পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর। প্রায় ৫০০ জন জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল আবার টায়ার জ্বালানো। ঢিল ছোড়া শুরু হল থানা লক্ষ্য করে। একসময় ক্ষিপ্ত জনতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল থানার গেটে। আশপাশে তখন একজন পুলিশকর্মীর দেখা নেই। চোখের সামনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল থানায়। তারপর ভানসার (শুল্ক) অফিসে। অথচ দু'দিন আগেই ছবিটা একেবারে অন্যরকম ছিল। পুজোর মুখে কেনাকাটা বাড়বে। তাই লাভের আশায় দিন গুনছিলেন পানিট্যাঙ্কির সাইকেল ব্যবসায়ী থেকে কাপড় ব্যবসায়ী সকলেই। এদিন সকালে সেখানে পা রাখতেই মনে হয়েছিল, লকডাউনে স্মৃতি ফিরে এসেছে।

রাস্তার ধারেই মেয়েদের জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন সুবল সিংহ। গণ্ডগোলজোতে বাড়ি সুবলের। কড়া রোদে মাথা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কাপড়ের বান্ডিল গোছাতে গোছাতে সুবল বলেন, 'পুজোর মুখে প্রচুর বিক্রি বাড়ে। বহুদিন ধরেই ফুটপাথে টেবিলের উপর কাপড় সাজিয়ে বিক্রি করি। এবার সামনে পুজো, তাই মহাজনের থেকে অনেক বেশি কাপড় রেখেছি। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে নেপাল থেকে একজন ক্রেতার দেখা নেই। দুপুর হয়ে গেল। বিক্রিবাটা একেবারে শূন্য। জানি না এরপর কী হবে।' পাশেই দোকান রাজু দাসের। তিনি সাবধান করে দিলেন, 'নেপালে এখন না যাওয়ায় ভালো। পরিস্থিতি খারাপ। গেলেও বেশিক্ষণ থাকবেন না।'

আর একটু এগোতেই উড়ালপুলে পণ্যবাহী ট্রাকের লম্বা লাইন। কোনও চালকই ঝুঁকি নিয়ে নেপালে যেতে রাজি নন। ট্রাকের নীচে কার্পেট বিছিয়ে অনেকেই তখন গভীর ঘুমে।

পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'পরিস্থিতি এমন চলতে থাকলে দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হবে। আশা করি নতুন সরকার গঠন হলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।'

বিক্ষোভের রেশ যাতে এপারে ভারতে অশান্তি সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি এবং দার্জিলিং পুলিশ। এসএসবি ইতিমধ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে ইন্দো-নেপাল সীমান্তে। জওয়ানদের বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশও সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। সন্ধ্যায় আসেন নর্থবেঙ্গল পুলিশের আইজি রাজেশকুমার যাদব। তিনি বলেন, 'আমাদের বর্ডার এলাকা নিরাপদ রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে নাকা লাগানো হয়েছে। অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। যদি ওপারে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা হয়, তাহলে তাঁরা দার্জিলিং পুলিশ হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।'

এদিকে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আইজি নর্থবেঙ্গল পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবি'র আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। আইজি বলেন, নেপালে বেশ কিছু বিক্ষোভের ঘটনার খবর পেয়েছি। তবে বর্ডারে বা ভারতীয় বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবুও আমরা সতর্ক রয়েছি। পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি'র সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারির কাজ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার এবং এসএসবি'র আধিকারিকরা জেলার গলগলিয়া সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেন। জেলার অন্যান্য নেপাল সীমান্ত ও সরেজমিনে দেখেন তাঁরা। এই মুহূর্তে জেলার সীমান্ত স্বাভাবিক। কিশনগঞ্জ থেকে রক্সৌল পর্যন্ত সীমান্তে এসএসবি বিশেষ সতর্কতা নিয়েছে।

তথ্য সহায়তা- কার্তিক দাস ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

‘জানি না আমাকে ওর মনে আছে কি না’

‘বন্ধুর’ বিরুদ্ধে খেলতে হবে আজ শুভমানকে

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : শুভমান গিলের উত্থানে তাঁরও কিঞ্চিত হাত রয়েছে!

নিজের অনুশীলন শেষ করার পর ছোট্ট শুভমানকে ব্যাটিং প্র্যাকটিস দিতে নেটে টানা বল করতেন। সেই ছোট্ট শুভমান আজ ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক। নতুন প্রজন্মের অন্যতম তারকা। বুধবারও সিমরনজিৎ সিং বল করবেন শুভমানের বিরুদ্ধে। তবে প্র্যাকটিসের জন্য নয়, শুভমানের উইকেট ছিটকে দিতে!

সিমরনজিৎ সিং

ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর প্রাক্কালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাঁহাতি স্পিনার সিমরনজিতের মনজুড়ে ‘প্রতিপক্ষ’ শুভমান, সেদিনের বছর বারোর খুদে সতীর্থের কথা। বলছিলেন, বাবার সঙ্গে মোহালির পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করতে আসত শুভমান। নিজের প্রস্তুতির পর বাড়তি সময় কাটাতেন শুভমানদের নেটে। প্রশ্ন শুধু, শুভমানের কি আদৌ সেইসব কথা মনে আছে?

সিমরনজিৎ বলেছেন, ‘২০১১-’১২ সালের কথা। শুভমানের বয়স তখন খুব বেশি হলে ১১-১২ বছর হবে। মোহালির পিসিএ অ্যাকাডেমিতে সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতাম। আমাদের পর শুভমানদের প্র্যাকটিস। বাবার সঙ্গে ও আসত এগারোটা নাগাদ। নিজেদের নেট সেশনের পর আমি ওদের বিরুদ্ধেও বল করতাম। শুভমানকেও প্রচুর বল করেছি। জানি না, সেইসব দিনের কথা ওর মনে আছে কি না। আমাকে চিনতে পারবে কি না? আমাকে মনে আছে কি না?’

মাঝের ১৩-১৪ বছরে সবকিছু বদলে গিয়েছে। শুভমান এখন টেস্ট দলের অধিনায়ক। লুধিয়ানার ছেলে সিমরনজিৎ সেখানে ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন ত্যাগ করে আরব আমিরশাহির বোলিং ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র। বুধবার নামবেন ভারত-বধের লক্ষ্য নিয়ে। বছর পঁয়ত্রিশের সিমরনজতির কথায়, ২০১৭-র পাঞ্জাব রনজি ট্রফি দলের সম্ভাব্য দলে ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু এর বেশি আর এগোতে পারেননি।

পরবর্তীতে কোভিড হানা বদলে দেয় সিমরনজিতের কেরিয়ার। প্র্যাকটিস বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হত। কঠিন সময়ে ক্রিকেটের টানেই দুবাই পাড়ি। সেখানেই প্র্যাকটিস শুরু। নতুন করে স্বপ্ন দেখা। নিয়ম মেনে তিন বছর সেখানকার ক্লাব ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার পর গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি দলে ডাক, আন্তর্জাতিক অভিষেক। এবার সেই দায়িত্ব নিয়েই এশিয়া কাপের চ্যালেঞ্জ। যেখানে দলের হেডকোচ লালচাঁদ রাজপুতের অন্যতম স্পিন ভরসা সিমরনজিৎ।

সিমরনকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাজপুত বলছিলেন, ‘টি২০ ফর্ম্যাটে খুব কম বাঁহাতি স্পিনার ধারাবাহিকভাবে ফ্লাইট করানোর সাহস দেখাতে পারে। সিমরনের মধ্যে সেই সাহস রয়েছে। বাতাসে বাড়তি সময় বল রেখে কীভাবে উইকেট নিতে হয় ও জানে।’ ১২টি টি২০ ম্যাচে তারই প্রমাণ। ১৫ উইকেট নিয়েছেন ওভার পিছু ছয়ের কম রান দিয়ে। ৫ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান ম্যাচেও নিয়েছেন ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ১ উইকেট।

আগামীকাল প্রথম এগারোয় থাকলে শুভমান, সূর্যকুমার যাদবদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চান অভিজ্ঞ সিমরনজিৎ। নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে বলছিলেন, ‘পঞ্জাবের জেলা ক্রিকেটে নিয়মিত খেলতাম। ২০১৭-য় সম্ভাব্য রনজি দলে ডাক পেয়েছি। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের নেটেও বল করেছি, যখন ওরা মোহালিতে প্র্যাকটিস করত। কিন্তু লক্ষ্য পূরণ হয়নি। শেষপর্যন্ত কোভিড পিরিয়ডে সবকিছু বদলে যায়।’

দুবাইয়ে পা রাখার পর খেলার পাশাপাশি জুনিয়ার ক্রিকেটারদের কোচিংও করাতেন। তার থেকেও ভালোই আয় হত। তারপর জাতীয় দলে ডাক এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক চুক্তির তালিকায় থাকা। সম্মান, অর্থ, ভালোবাসা—সবই পাচ্ছেন দুবাইয়ে। এশিয়া কাপে তারই প্রতিদান ফিরিয়ে দিতে চান শুভমানের একদা সতীর্থ সিমরনজিৎ।

আড়মোড়া ভেঙে এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু শুভমান গিলের। দুবাইয়ে মঙ্গলবার।

সঞ্জু জল্পনা নিয়ে আজ নয়া দৌড় সূর্যদের

এশিয়া কাপে মাঠে নামার সুযোগ মিলবে কি? চিন্তায় সঞ্জু স্যামসন।

অনুশীলনের আগে জগিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া ও হর্ষিত রানা। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। কিন্তু ভাবনা ও লক্ষ্যে পাকিস্তান!

খেলা দুবাইয়ের মাঠে। মঞ্চ এশিয়া কাপের। আর তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের পরিকল্পনা।

টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফর এখন ইতিহাস। মাঝে মাস দেড়েকের বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রাম পর্ব শেষ করে কাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে এশিয়া কাপের আসরে ‘নয়া দৌড়’ শুরু করতে চলেছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ক্রিকেট দুনিয়ার সদ্যোজাত শিশু বললেও ভুল হবে না। এমন ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ’ যুদ্ধের আগে ভারতীয় শিবিরের ভাবনায় আগামীর পরিকল্পনা। সঙ্গে আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনা।

এশিয়া কাপে আজ

ভারত বনাম
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

সময় : রাত ৮টা, **স্থান** : **দুবাই**
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

সঞ্জু স্যামসন কি প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন? সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক স্কাই স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি। বরং জল্পনা জিইয়ে রেখেছেন। কিন্তু শেষ কয়েকদিন দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনে স্পষ্ট ইঙ্গিত, সঞ্জুকে ছাড়াই বুধবার এশিয়া সেরার তাজ ধরে রাখার লক্ষ্যে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। গতকালের পর আজও টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিল নেটে প্রথমে ব্যাটিং করেছেন। আর সঞ্জু ব্যাটিং করেছেন সবার শেষে। মনে করা হচ্ছে, ভারতের টি২০ স্কোয়াডে শুভমানের প্রত্যাবর্তনের কারণে সঞ্জুর কার্যত বিদায়ঘণ্টা বাজছে। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দুবাইয়ে থাকা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পছন্দ ও ভোট রয়েছে জিতেশ শর্মার দিকে।

ঘরের শত্রু বিভীষণ!

লালচাঁদ রাজপুত নামটা ভারতীয় ক্রিকেটে সবার জানা। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত যখন প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল, কোচের দায়িত্বে ছিলেন রাজপুত। এহেন লালচাঁদ এখন আমিরশাহির কোচ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সম্পর্কে ভালোই জানেন তিনি। অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও রয়েছে তাঁর। এহেন রাজপুত সূর্যদের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারবেন কি না, কালই জানা যাবে। কিন্তু তার আগে ইউএই প্রবল শক্তিশালী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে অঘটনের স্বপ্ন দেখছে। আর সেই অঘটনের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হিসেবে কোচ রাজপুতের অভিজ্ঞতা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আমিরশাহি দলে থাকা লুধিয়ানার সিমরনজিৎ সিং। আমিরশাহি দলের স্তম্ভ বলা হচ্ছে তাঁকে। অতীতে পাঞ্জাবে থাকার সময় শুভমানের সঙ্গে ঘরোয়া বয়সভিত্তিক ক্রিকেটও তিনি খেলেছেন। এহেন সিমরনজিৎ আগামীকাল ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন কি না, তা নিয়েও রয়েছে আগ্রহ।

বোলিং প্রস্তুতির মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে আলোচনায় অক্ষর প্যাটেলরা।

বিপক্ষ শিবিরের ভাবনা ও স্বপ্ন যাই হোক না কেন, কোচ গম্ভীর, অধিনায়ক স্কাই আমিরশাহির বিরুদ্ধে জোড়া লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছেন। লক্ষ্য এক, প্রথম একাদশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা। কারণ, আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই আগামী রবিবার রয়েছে পাকিস্তান মহারণ। যে ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই মরুদেশে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। লক্ষ্য দুই, এশিয়া কাপের মঞ্চ থেকেই আগামী বছর দেশের মাটিতে নির্ধারিত কুড়ির বিশ্বকাপের নীল নকশা তৈরি করে ফেলা। কারণ, ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ ফাইনালের পর অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাঁচটি টি২০ ম্যাচ ছাড়া টিম ইন্ডিয়ার চলতি বছরে আর কুড়ির ক্রিকেট নেই। ফলে নিজেদের অবস্থা যাচাই করে নেওয়ার পাশে আগামীর জন্য প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করে নেওয়ার পরিকল্পনাও গম্ভীর-সূর্যদের সংসারে রয়েছে প্রবলভাবেই।

দুবাইয়ের পিচের চরিত্র নাকি বদলে গিয়েছে! শেষ ফেব্রুয়ারি মাসে টিম ইন্ডিয়া যখন দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল, স্পিনাররা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এবারের ছবিটা আলাদা। প্রবল গরমের কারণে দুবাইয়ের পিচে ঘাস রয়েছে বলে খবর। মনে করা হচ্ছে, খেলার শুরুর দিকে জোরে বোলাররা সাহায্য পেতে পারেন। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট স্পিনারদের উপরই ভরসা রাখছে বলে খবর। অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব-তিন স্পিনারে আগামীকাল এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করছে সূর্যের ভারত।

কাজ শেষ হয়নি ফুলটনের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : ক্রেগ ফুলটন যেন ভারতীয় হকির হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। ২০২৩ সালে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এশিয়ান গেমস, প্যারিস অলিম্পিকে পদক জিতেছেন হরমনপ্রীত সিংরা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও চ্যাম্পিয়ন। এবার মাঠে এশিয়া কাপ জয়।

এশিয়াতে ভারতের যতই দাপট চলুক, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে খেলা কিন্তু বেশ কঠিন। ফুলটন নিজেও সেটা জানেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘এশিয়ান হকির সঙ্গে ইউরোপিয়ান হকির অনেক পার্থক্য রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও অনেক এগিয়ে। তাই আমাদের এমনভাবেই তৈরি হতে হবে, যাতে অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপিয়ান দেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি।’

আগামী বছর হকি বিশ্বকাপ। ১৯৭৫ সালের পর আর কখনও ভারতীয় দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। সেই লক্ষ্যে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে চলেছে। কয়েকজন সিনিয়ার খেলোয়াড়ের সঙ্গেও বৈঠক করবে নির্বাচক কমিটি। ইতিমধ্যে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি খেলোয়াড়ের পারফরমেন্স বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় ইতালির

৯ গোলের থ্রিলারে জয় পাওয়ার পর উল্লাস ইতালির গিয়াকোমো রাসপাদোরি (১০), আন্দ্রেয়া কাম্বিয়াসোদের (১৯)।

বুদাপেস্ট ও জাগ্রেব, ৯ সেপ্টেম্বর : ৯ গোলের থ্রিলার। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ৪-৫ গোলে জয় ইতালির।

ম্যাচের ১৬ মিনিটে ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে ইতালি। কিন্তু ৪০ মিনিটে তাদেরকে সমতায় ফেরান মোয়েস কিন। ৫২ মিনিটে ডোর পেরেৎজের গোলে লিড নেয় ইজরায়েল। কিন্তু ২ মিনিটের মধ্যে কিন গোল করে ইতালিকে সমতায় ফেরান। ৫৮ মিনিটে মাতেও পলিটানোর গোলে ম্যাচে প্রথমবার এগিয়ে যায় আজ্জুরিরা।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে

ইজরায়েল	৪-৫	ইতালি
গ্রিস	০-৩	ডেনমার্ক
ক্রোয়েশিয়া	৪-০	মন্টেনেগ্রো
কসোভো	২-০	সুইডেন
সুইৎজারল্যান্ড	৩-০	স্লোভেনিয়া

৮১ মিনিটে জিয়াকোমো রাসপাদোরি ইতালির হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন। সবাই যখন ধরে নিয়েছে ইতালি সহজে জিততে চলেছে, তখনই ম্যাচের ‘আসল নাটক’ শুরু হয়। ৮৭ মিনিটে আলেজান্দ্রো বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় ইজরায়েল। এর দুই মিনিট পরেই পেরেৎজ গোল করে ইজরায়েলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু হাল ছাড়েনি ইতালি। সংযোজিত সময়ে স্যান্ড্রো তোনালি ইতালির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচের পরে দুই দলের খেলোয়াড়রা অবশ্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসোকেও দেখা যায় ইজরায়েলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে। পরে তিনি বলেছেন, ‘এই ম্যাচে আমরা অনেক হাস্যকর গোল হজম করেছি। পরবর্তী ম্যাচে এই ভুল শুধরে নিতে হবে।’

একদিকে, ইতালিকে যেমন লড়াই করে জিততে হয়েছে, অন্যদিকে মন্টেনেগ্রোর বিরুদ্ধে ৪-০ ফলে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। তাদের হয়ে গোল করেন ক্রিস্টিয়ান জাকিচ, আন্দ্রেজ ক্রামারিচ ও ইভান পেরিসিচ। একটি গোল মন্টেনেগ্রোর ইডভিন কুকের আত্মঘাতী। পাশাপাশি অপর ম্যাচে ডেনমার্ক ৩-০ গোলে হারিয়েছে গ্রিসকে। ড্যানিশদের হয়ে গোল করেছেন মিকেল ডামসগার্ড, আন্দ্রেস ক্রিস্টেনসেন ও রাসমুস হোজলুন্ড।

এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে প্রতিপক্ষ সমর্থকদের বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের ফাঁদে পা না দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, ‘আমাদের ম্যাচ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব না।’

সম্মান পেয়ে কেকেআর ছেড়ে পাঞ্জাবে শ্রেয়স

‘উইম্বলডন দেখার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই’

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর : কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সি ছেড়ে পাঞ্জাব কিংস শিবিরের অধিনায়ক এখন।

যদিও কেকেআর পর্বের বিতর্কিত ঘটনা কিছুতেই পিছু ছাড়েনি শ্রেয়স আইয়ারের। কারও কারও অভিযোগ, কেকেআর-গৌতম গম্ভীর ইস্যুর কারণেই নাকি ভারতীয় দলের নির্বাচনে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন না শ্রেয়স। অতীতে গম্ভীরকে (২০২৪-এ কেকেআরের মেন্টর) উদ্দেশ্য করে শ্রেয়সের ‘কেকেআর-কে চ্যাম্পিয়ন করার পরও প্রাপ্য সম্মান পাইনি’ মন্তব্য নাকি পথের কাঁটা।

এদিন ফের কেকেআর পর্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন সাফল্য সত্ত্বেও এশিয়া কাপ দলে ডাক না পাওয়া শ্রেয়স। দাবি, পাঞ্জাব কিংসে যাওয়ার মূল কারণ সম্মান পাওয়া। প্রথম দিন আলোচনায় বসেই যে ভালোবাসার আঁচ পেয়েছিলেন পাঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের থেকে। ঠিক যার অভাব বোধ করতেন কেকেআর শিবিরে।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রেয়স বলেছেন, ‘কেকেআরের বিভিন্ন আলোচনায় অংশীদার ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারছিলাম না। ন্যায্য সম্মান পেলে আমি অধিনায়ক, ক্রিকেটার হিসেবে সবকিছু দিতে সবসময় প্রস্তুত। পাঞ্জাবে ঠিক সেটাই পেয়েছি। কোচ, ম্যানেজমেন্ট, সতীর্থদের থেকে সবরকম সহযোগিতা পেয়েছি। দেশের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে ফেরার পর পাঞ্জাব কিংস কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসি। আমার মতামত জানার জন্য ওরা উদগ্রীব ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই আগ্রহ, ভালোবাসা, সম্মান পেয়েছি ওদের থেকে।’

> কেকেআরের বিভিন্ন আলোচনায় অংশীদার ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারছিলাম না। ন্যায্য সম্মান পেলে আমি অধিনায়ক, ক্রিকেটার হিসেবে সবকিছু দিতে সবসময় প্রস্তুত। পাঞ্জাবে ঠিক সেটাই পেয়েছি।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

কেকেআর ঘটনা, ভারতীয় দল থেকে ব্রাত্য থাকলেও পরিশ্রমে ঘাটতি রাখেননি। ফোকাস সবসময় ক্রিকেটে। শ্রেয়সের কথায়, প্রস্তুতি ঠিকঠাক হলে দুই-একটা ম্যাচে ভুলভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু একটা সময় সাফল্য আসতে বাধ্য। সুফল পেয়েছেন গত কয়েক বছরে। এবার আইপিএলে দাপুটে ব্যাটিংয়ের সঙ্গে শ্রেয়সের নেতৃত্ব প্রশংসা কুড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ‘এ’ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও উঁকি মারছে।

নিজেকে প্রস্তুত রাখতে তাই ক্রিকেটের বাইরে ফোকাস রাখতে নারাজ শ্রেয়স। উইম্বলডন দেখার আমন্ত্রণ থাকলেও তাই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। স্পনসর ‘নাইকি’র সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। এতদিন পর যে প্রসঙ্গে মুখ খুলে শ্রেয়স বলেছেন, ‘দেখছিলাম যেন গোটা ভারতই লন্ডনে হাজির হয়েছিল। নাইকি আমাকে উইম্বলডন দেখার প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে আমি উইম্বলডন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিই।’

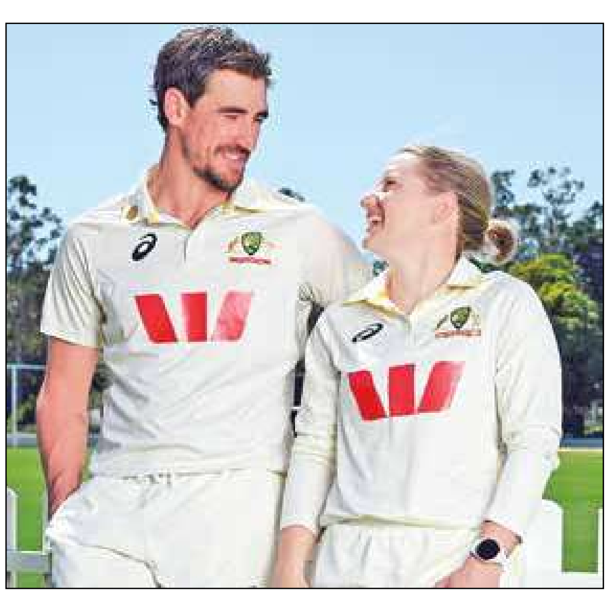
অস্ট্রেলিয়ার নতুন টেস্ট জার্সি গায়ে স্বামী মিচেল স্টার্কের সঙ্গে ফোটোশুটে অজি মহিলা দলের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ফিরতে চলেছেন ঋষভ

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর : কখনও ভাঙা পা নিয়ে বসে থাকার ছবি।

কখনও বাড়ির বাগানে চেয়ারে বসে চুল কাটানো। ইংল্যান্ড সফরে পায়ের চোটের পর ভক্তদের সঙ্গে যোগ বলতে সমাজমাধ্যমই ভরসা ঋষভ পন্থের। দল এশিয়া কাপ খেলতে নামবে বুধবার। ঋষভ সেখানে কার্যত ঘরবন্দি। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না। হতাশাও বেরিয়ে আসছে। তবে হতাশার মাঝেই স্বস্তির খবর ঋষভ ভক্তদের জন্য। পরবর্তী ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজেই সম্ভবত মাঠে ফিরছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার।

অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে আহমেদাবাদ (২-৬ অক্টোবর) ও দিল্লিতে (১০-১৪ অক্টোবর)। চোট কাটিয়ে রিহ্যাব প্রক্রিয়া যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে ক্যারিবিয়ান চ্যালেঞ্জ দিয়েই প্রত্যাবর্তন ঘটছে ঋষভ পন্থের। সূত্রের খবর, ‘অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে মাঠে ফেরা প্রায় নিশ্চিত ঋষভ পন্থের। ঝুঁকি এড়াতে যদি টিম ম্যানেজমেন্ট বাড়তি বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার (অক্টোবর-নভেম্বরে) বিরুদ্ধে সাদা বলের ফরম্যাটে খেলতে দেখা যাবে।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পরই সাদা বলের জোড়া সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখবে ভারতীয় দল। ১৯ অক্টোবর শুরু যে সফরে তিনটি ওডিআই ও ৫টি টি২০ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দেশ। ইংল্যান্ড সিরিজে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে ক্রিস ওকসের বলে চোট পান। সেই চোট নিয়েই ম্যাচের দুই ইনিংসে ব্যাটও করেন। সিরিজের পঞ্চম টেস্টের আগে অবশ্য দেশে ফিরতে হয়। নেই এশিয়া কাপের দলে। ঋষভের অনুপস্থিতিতে জোড়া উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন ও জিতেশ শর্মা।

থুতু কাণ্ডে আরও তিন ম্যাচ নির্বাসিত সুয়ারেজ

ফ্লোরিডা, ৯ সেপ্টেম্বর : থুতু কাণ্ডের জের। লুইস সুয়ারেজের শাস্তির মেয়াদ বেড়েই চলেছে।

গত ৩১ অগাস্ট লিগস কাপ ফাইনালে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের এক অফিশিয়ালকে থুতু দেওয়ায় অপরাধে সুয়ারেজকে ছয় ম্যাচ নির্বাসিত করে টুর্নামেন্টের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

এবার ওই একই অপরাধে তাঁকে তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কর্তৃপক্ষও। এমএলএসে ১৩ সেপ্টেম্বর শার্লট এফসি, ১৬ সেপ্টেম্বর সিয়াটল সাউন্ডার্স ও ২০ সেপ্টেম্বর ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না সুয়ারেজ। এছাড়া আগামী বছর লিগস কাপে ছয়টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। যদিও গোটা ঘটনার জন্য ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার। তিনি লিখেছিলেন, ‘নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। সেই সময় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবুও ম্যাচ শেষে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কখনোই কাম্য নয়। আমি নিজের আচরণের পক্ষে সাফাই দিচ্ছি না। ভুল করেছি, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

এশিয়া কাপে ট্রফি নিয়ে অংশগ্রহণকারী সাত দেশের অধিনায়কদের সঙ্গে ফোটোসেশনে সূর্যকুমার যাদব। দুবাইয়ে মঙ্গলবার।

ক্রিকেট আগ্রাসন ছাড়া হয় নাকি প্রশ্ন সূর্যর

এশিয়া কাপের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে রশিদ খান।

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই বুধবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া।

ইংল্যান্ডে লাল বলের ক্রিকেট শেষের পর সাময়িক বিশ্রাম। এবার সাদা বলের ক্রিকেটের পালা। আগামীকাল এশিয়া কাপ অভিযানে প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। অথচ, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব থেকে শুরু করে পুরো ভারতীয় দলের লক্ষ্য ও মননে পাকিস্তান।

রবিবার দুবাইয়ে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই পারদ চড়তে শুরু করেছে। টিকিট বিক্রির হারও ভালো। যদিও এখন সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ার খবর নেই। এমন অবস্থার মধ্যে আজ এশিয়া কাপ শুরুর দিনে ছিল অংশ নেওয়া সব দলের অধিবেশন। যেখানে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারের পাশে বসেছিলেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। তাঁর পাশেই ছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধান পাকিস্তানের মহসিন নকভি। তাঁর সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকে করমর্দন করতে দেখা গিয়েছে। যদিও সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চে সলমনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে।

> আমরা ফেভারিট! কে বলেছে আপনাকে? আমি তো এমন কিছু শুনিনি। কোনও প্রতিযোগিতা বা সিরিজের আগে আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিই, এবারও সেভাবেই তৈরি হয়েছি আমরা। এবার মাঠে নেমে কাজ করে দেখানোর পালা।
>
> সূর্যকুমার যাদব

পহলগাম কাণ্ড ও অপারেশন সিঁদুরের পর আগামী রবিবারের ভারত-পাক মহারণ অত্যন্ত তাৎপর্যের। তার আগে দুই দলের অধিনায়ককে সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গিয়েছে। সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দল কতটা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলবে? এমন প্রশ্নের জবাবে সূর্য স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আগ্রাসন ছাড়া ক্রিকেট হয় নাকি। মাঠে আগ্রাসন থাকবেই। দলের কাউকে আলাদাভাবে কিছু বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাই পেশাদার। সবাই জানে নিজের দায়িত্ব। বড় মঞ্চে কীভাবে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হয়, আমাদের দলের সবাই জানে।' সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে সঞ্জু স্যামসন খেলবেন কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারত অধিনায়ককে। সুকৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

শুভমান গিল ভারতীয় টি২০ দলে ফিরে আসার পর অধিনায়ক সূর্যকুমার চাপে রয়েছেন। দল এশিয়া কাপে ব্যর্থ হলে তাঁর গদি যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। স্কাই অবশ্য এখনই এসব নিয়ে ভাবছেন বলে মনে হয়নি আজকের অধিনায়কদের অধিবেশনে। এশিয়া কাপে কি ভারতীয় দল ফেভারিট? সূর্যকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে সূর্য দুনিয়াকে চমকে দিয়ে বলেছেন, 'আমরা ফেভারিট! কে বলেছে আপনাকে? আমি তো এমন কিছু শুনিনি। কোনও প্রতিযোগিতা বা সিরিজের আগে আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিই, এবারও সেভাবেই তৈরি হয়েছি আমরা। এবার মাঠে নেমে কাজ করে দেখানোর পালা। হয়তো আমরা অনেক দিন পর টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলব। কিন্তু আমরা সবাই জানি মাঠে আমাদের কী করতে হবে।'

দুবাইতে এখন প্রবল গরম। যদিও সন্ধ্যার পর আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন ঘটছে। এমন অবস্থায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর আগে ভারত অধিনায়ক সূর্য বলছেন, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। সন্ধ্যার পর দুবাইয়ে গরম একটু কমছে ঠিকই। কিন্তু সেটা নিয়ে অভিযোগের জায়গা নেই। পরিবেশ দুই দলের জন্যই সমান থাকবে।'

টানা ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত রশিদ

আগ্রাসী মেজাজে রাশ টানতে নারাজ সলমন

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : সীমারেখা অতিক্রম না করলে আগ্রাসনে অসুবিধা নেই।

১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান আবেগের ম্যাচে তাই আগ্রাসনে রাশ টানার পক্ষপাতী নন পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। পহলগাম কাণ্ড, অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষিতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চরমে। তার মাঝেই বাইশ গজে মুখোমুখি ভারত-পাক। চলতি আবহে দুই দেশের ক্রিকেটাররা ম্যাচে কীভাবে আচরণ করে, চোখ ক্রিকেট দুনিয়ার।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হন অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়করা। যেখানে এক প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন বলেছেন, 'আগ্রাসন নিয়ে কোনও খেলোয়াড়কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের একটা নিজস্বতা থাকে। কেউ যদি আগ্রাসন দেখাতে চায়, অবশ্যই স্বাগত জানাব। বিশেষত, ফাস্ট বোলারদের মধ্যে আগ্রাসী মেজাজ থাকে। সেই মেজাজে রাশ টানা অযৌক্তিক। সবকিছু সীমার মধ্যে থাকলে আগ্রাসন নিয়ে পাকিস্তান দলের তরফে কোনও বিধিনিষেধ নেই।'

> আগ্রাসন নিয়ে কোনও খেলোয়াড়কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের একটা নিজস্বতা থাকে। কেউ যদি আগ্রাসন দেখাতে চায়, অবশ্যই স্বাগত জানাব। বিশেষত, ফাস্ট বোলারদের মধ্যে আগ্রাসী মেজাজ থাকে। সেই মেজাজে রাশ টানা অযৌক্তিক।
>
> –সলমন আলি আঘা
> (পাকিস্তানের অধিনায়ক)

রশিদ খান আবার টানা ক্রিকেটের ধকলকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। আফগানিস্তান অধিনায়কের মতে, ফোকাস ক্রিকেটে রাখতে চান। বাকি জিনিস নিয়ে নজর দিতে গেলে খেলায় প্রভাব পড়বে। বলেছেন, 'দুবাইয়ে থাকলেও গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচ খেলব আবু ধাবিতে। অন্যরকম ব্যাপার। তবে পেশাদার ক্রিকেটে এই সব মেনে নিতে হয়। মাঠে নামলে বাকি সবকিছু পিছনের সারিতে। পুরো ফোকাস তখন ক্রিকেটে।'

শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চরিথ আসালঙ্কার গলায় যদিও ভিন্ন সুর। বলেছেন, 'একের পর এক ম্যাচ খেলা এবং তার মাঝে যাতায়াতের ধকল সামলানো সহজ নয়। ক্লান্তি দূর করতে দিন দুয়েকের পুরোদস্তুর বিশ্রাম প্রয়োজন। আশাবাদী কোচ সেই বিশ্রাম দেবে দলকে। কারণ, এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ থেকে একশো ভাগ দিতে তরতাজা থাকা জরুরি।' শনিবার বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে শ্রীলঙ্কা।

গোয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : প্রস্তুতি ম্যাচ সব অর্থেই নিষ্ফলা।

এফসি গোয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে নিজের দলকে কতটা যাচাই করে নিতে পারলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা! তাও বড় প্রশ্ন।

মানোলো মার্কুয়েজ রোকার গোয়া ছয় বিদেশিকে রেখে শুরু করলেও মোহনবাগান ম্যাচের প্রায় ৮০ মিনিট খেলল দুই বিদেশি নিয়ে। রক্ষণে টম অ্যালড্রেড আর একেবারে সামনে জেসন কামিন্স। এছাড়া শুরু থেকে খেললেন আশিস রাই, মেহতাব সিং, টেকচাম অভিষেক সিং, দীপক টাংরি, আপুইয়া, কিয়ান নাসিরি, সাহাল আবদুল সামাদ ও লিস্টন কোলাসো।

উলটোদিকে প্রায় পূর্ণশক্তির দল নিয়ে খেলা এফসি গোয়াও নিজেদের কিছুটা গুটিয়েই রাখল। গোল না হলেও প্রথমার্ধে দাপট ছিল মোহনবাগানের। ৬ মিনিটে কামিন্সের থেকে বক্সে বল পেয়েও তা জালে ঠেলতে ব্যর্থ হন কিয়ান। ২১ মিনিটে লিস্টনের শট গোয়ার গোলরক্ষকের গায়ে প্রতিহত হয়। তিনিই ম্যাচের সহজতম সুযোগটা নষ্ট করেন ৩৫ মিনিটে। আশিসের ভাসানো বল বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন। জোড়া সুযোগ পান কামিন্সও। যদিও ২৫ মিনিটে হেড এবং প্রথমার্ধের শেষলগ্নে তাঁর শট বাঁচাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি গোয়ার গোলরক্ষককে।

এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৮০ মিনিট খেললেন জেসন কামিন্স।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় বেশিরভাগ সময়টাই সবুজ-মেরুনকে মাঝমাঠের মধ্যেই বেঁধে রাখলেন বোরহা হেরেরা, আকাশ সাঙ্গোয়ান, নিম দোরজি তামাংরা। এর মধ্যেও ৭৫ মিনিট নাগাদ বাঁ পায়ে কামিন্সের কোনাকুনি শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৮৫ মিনিটে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের সঙ্গে ওয়াল পাস খেলে ঢুকে পড়েছিলেন রবসন রবিনহো। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের থেকে ফাঁকায় বল পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেননি সুহেল আহমেদ বাট। পক্ষান্তরে গোয়া বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও শেষ বাঁশি বাজার মিনিট খানেক আগে বক্সের একেবারে সামনে পাওয়া ফ্রি কিক ছাড়া কখনোই সবুজ-মেরুন রক্ষণভাগকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারল না।

'এসিএল টু'-তে নামার আগে হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তরই পেলেন না মোলিনা। প্রথমত সকাল দশটায় চড়া রোদের মধ্যে ম্যাচ। হাঁসফাঁস অবস্থা ফুটবলারদের। খুব স্বাভাবিকভাবে দুই দলই একটু মন্থর ফুটবল খেলল। ফলে দলের ফিটনেসে কতটা উন্নতি হয়েছে তা বোঝা গেল কি? এদিকে পেশিতে হালকা অস্বস্তি অনুভব করায় গত রবিবার অনুশীলন করেননি আলবার্তো রডরিগেজ। সোমবার মাঠে নামলেও এদিন তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হল না। সপ্তাহখানেক হল মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন মনবীর সিং। তাঁকেও খেলালেন না মোলিনা। আরেকদিকে সদ্য সুস্থ হয়ে ওঠা জেমি ম্যাকলারেন থেকে রবসন, পেত্রাতোসরা খেললেন ম্যাচের শেষ মিনিট দশেক। প্রস্তুতি ম্যাচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব ফুটবলারদের দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও মোলিনা সেই পথে হাঁটলেন না।

আফগানিস্তানকে ভরসা জোগালেন সেদিকুল্লাহ অটল।

ধাক্কা সামলালেন অটল, ওমরজাই

আবু ধাবি, ৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্বল হংকংয়ের বিরুদ্ধে শুরুতেই রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৮) ও ইব্রাহিম জাদরানকে (১) হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল আফগানিস্তান। সেখান থেকেই পালটা মারে আফগানদের ম্যাচে ফেরানোর কাজটা করেন সেদিকুল্লাহ অটল (৫২ বলে অপরাজিত ৭৩)। তৃতীয় উইকেটে মহম্মদ নবিকে (২৬ বলে ৩৩) নিয়ে তিনি ৫১ রান যোগ করেন। এরপর গুলবাদিন নাইব (৫) অবশ্য বড় রান পাননি। কিন্তু ছয় নম্বরে আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (২১ বলে ৫৩) নেমেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকায় পালটা চাপে পড়ে যায় হংকংয়ের বোলাররা। আফগানিস্তান ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান তুলেছে। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হংকং ৬ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫ রান তুলেছে।

সিঙ্গাপুর ম্যাচ থেকে পরীক্ষা শুরু খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ থেকেই কোচ খালিদ জামিলের আসল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জিতে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে শুরুটা ভালোই করেছেন খালিদ। আগামী মাসে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ রয়েছে। এমনিতেই বাছাই পর্বের প্রথম দুইটি ম্যাচে জয় না পেয়ে চাপে ভারতীয় দল। যা পরিস্থিতি, ২০২৭ এশিয়ান কাপ খেলতে গেলে বাছাই পর্বের বাকি ম্যাচগুলি জেতা ছাড়া উপায় নেই। সেইসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে, অন্য দলগুলির পারফরমেন্সের দিকে। ফলে খালিদের সামনে কড়া চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে।

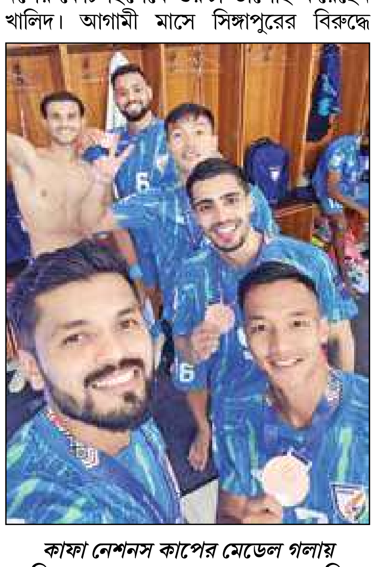

কাফা নেশনস কাপের মেডেল গলায় লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, আনোয়ার আলিরা।

বাংলাদেশ ও হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে চলে গিয়েছিল। কাফা নেশনস কাপে গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের পারফরমেন্স সেই আত্মবিশ্বাস ফেরাবে। তবে আশা করা যায়, খালিদের মগজাস্ত্রে ভর করে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে ভারত। ওমানের বিরুদ্ধে জেতার পর থেকেই সেই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা।

ওমানের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করে ভারত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে জয়ের কৃতিত্ব নিজে নিতে নারাজ খালিদ। বলেছেন, 'সব কৃতিত্ব ছেলেদের। ওরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। নিজেদের আত্মবিশ্বাস ধরে রেখেছিল। প্রতিটা ম্যাচে ঐক্যবদ্ধভাবে পারফরমেন্স করেছে।'

কাফা নেশনস কাপ থেকেই যেন জাতীয় দলে পুনর্জন্ম হয়েছে গোলরক্ষক গুরপ্রীতের। কয়েক মাস আগেও তিনি জাতীয় দলে ব্রাত্য ছিলেন। খালিদের আমলে সুযোগ পেয়েই নিজেকে প্রমাণ করলেন গুরপ্রীত। তবে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতিয়েও আবেগে ভেসে যেতে রাজি নন ভারতের শেষ প্রহরী। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতা শুরুর আগে নিজেরা আলোচনা করেছি, আমরা কি শুধু অংশগ্রহণ করব? নাকি এমন পারফরমেন্স করব, যাতে সবাই মনে রাখে। কাফার মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় আমরা জিতেছি, হেরেছি, শিক্ষা নিয়েছি। তবে কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

আসলে কাফা ভুলে এবার এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের দিকেই সতীর্থদের মনঃসংযোগ করতে বলছেন গুরপ্রীত।

ইস্টবেঙ্গল জার্সি হাতে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে জয় গুপ্তা।

ইস্টবেঙ্গলে এসে জয়ের মুখে কলকাতা-যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপে খেলা হয়নি। সুপার কাপেই ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে মাঠে নামতে তৈরি জয় গুপ্তা।

চার বছরের চুক্তিতে এফসি গোয়া থেকে লাল-হলুদে সই করেছেন জয়। ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত তরুণ ডিফেন্ডার। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি সম্মানিত এমন একটি ক্লাবের অংশ হতে পেরে। ইস্টবেঙ্গল এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও ম্যানেজমেন্ট আমার ওপর আস্থা রেখেছে এর জন্য কৃতজ্ঞ।' লাল-হলুদে এসে জয়ের মুখে ঘুরেফিরে কলকাতা-যোগের কথা। বলেছেন, 'কলকাতার মাঠেই জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল আমার। তাই এই শহরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা আমার কাছে বিশেষ প্রাপ্তি।' বাকিদের মতো ডার্বির মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মুখিয়ে আছেন জয়ও।

গত দুই মরশুমে গোয়ায় জয় গুপ্তার পারফরমেন্স নজর কেড়েছে। জাতীয় দলে অভিষেক থেকে শুরু করে আইএসএল-এ ধারাবাহিক উপস্থিতি, সব মিলিয়ে তিনি এখন দেশের অন্যতম এক প্রতিশ্রুতিমান ডিফেন্ডার। কোচ অস্কারও তাঁকে নিয়ে আশাবাদী। ব্রুজোঁ বলেছেন, 'রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করতে পারবে জয়। ও দলের সম্পদ।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 89E 58096 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। এই বিশাল পরিমাণ জয় আমার পরিবারের সুখ এবং শান্তি নিয়ে এসেছে যা আমাকে আমার ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই সুন্দর একটি সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা স্বপন চন্দ্র দাস - কে 11.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে নাইন স্টারের ফুটবলাররা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

খেতাব ইয়াসিকা নাইন স্টারের

আলিপুরদুয়ার, ৯ সেপ্টেম্বর : নেতাজি সংঘ সুভাষপল্লির উদ্যোগে ফুটবল লাভার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্যাংটকের ইয়াসিকা নাইন স্টার। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে বোল্ড স্টার এফসি ধাওলাঝরার বিরুদ্ধে। বিজয় সরকার ও কৃষ্ণা বাসফোর গোল করেন। ফাইনালের সেরা বিজয়।

জিতল নবোদয়

পলাশবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মহাকালধাম নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে আয়োজকরা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে পাঁচ মাইলের ত্রিভুবনী বেলতলি ইউনিটের বিরুদ্ধে। মহাকালধামের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা নবোদয়ের বাচ্চু দাস। বুধবার খেলবে কাদম্বিনী চা বাগান ও বাবুরহাট একাদশ।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে রাজাভাতখাওয়া

শালকুমারহাট, ৯ সেপ্টেম্বর : স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল রাজাভাতখাওয়া গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে অসমের কোকড়াঝাড় ইলেভেন এফসি-কে। প্রধানপাড়ার বোলেবোম কমিটির মাঠে রাজাভাতখাওয়ার মলিতা মুন্ডা জোড়া গোল করেন। অন্য গোল দুইটি খুশবু গোয়ালা ও সুবেনাম রায়ের। শনিবার ফাইনালে রাজাভাতখাওয়ার প্রতিপক্ষ উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ।

শুরুতে বড় জয় সেভেন স্টারের

হলদিবাড়ি, ৯ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার লিগ কাম নকআউট ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে কাশিয়াবাড়ি জেএসকে সেভেন স্টার ৪-০ গোলে বিপ্লব সংঘ কাঞ্চার মোড়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন লিমোন হক ও আনামিন হক। বুধবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে নামবে সীমান্ত সংঘ বড় কুড়ারপাড়া।

খেতাবি লড়াইয়ে মাটিয়ারকুঠি

মাথাভাঙ্গা, ৯ সেপ্টেম্বর : ঝংকার ক্লাবের কল্পনা বর্মন ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে পৌঁছাল মাটিয়ারকুঠি পিএসএস। প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার জংশন বিবেকানন্দ ক্লাবকে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

সাদার্নের দল নামানো নিয়ে ধোঁয়াশা

অবনমন পর্বে খেলতে নামছে আজ মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার থেকে কলকাতা লিগ অবনমন পর্বের ম্যাচ শুরু হয়ে যাচ্ছে। এদিন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলতে নামবে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে। কিন্তু ম্যাচ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার সাদার্ন সমিতি চিঠি দিয়েছে আইএফএ-কে। তারা বলেছে, 'কলকাতা লিগে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে যতক্ষণ না আইএফএ বৈঠক ডেকে কোনও পদক্ষেপ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়।' যদিও আইএফএ সূচি মেনেই ম্যাচ করতে বদ্ধপরিকর। সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'অবনমন পর্বের ম্যাচের সঙ্গে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে বৈঠকের কোনও সম্পর্ক নেই। যথাসময়ে ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে বৈঠক হবে। সূচি মেনেই অবনমন পর্বের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।'

এমনিতেই আর্মি রেড কলকাতা লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই বছর লিগ থেকে একটি দলের অবনমন হবে। যদি মহমেডানের বিরুদ্ধে সাদার্ন দল না নামায়, তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তাদের পয়েন্ট কাটা যাবে এবং অবনমনও নিশ্চিত হয়ে যাবে। ফলে অবনমন পর্বের বাকি ম্যাচ খেলার কোনও দরকার থাকবে না। তাই অবনমন পর্বের খেলা হবে কি না, সেটা বুধবার সাদার্নের দল নামানোর ওপর নির্ভর করছে।